আলোর পথে

{নারীদের জন্য}

সৌভাজ্ঞবান নওমুসলিমা বোনদের ঈমান দ্বীপ্ত লোমহর্ষক আত্মকাহিনী

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা
দা'য়ীয়ে ইসলাম
হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.)
খলিফা. মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
পরিচালক. জামি'আতুল ইমাম ওলিউল্লাহ আল-ইসলামিয়া, ফুলাত(ইউ,পি)ইন্ডিয়া.

সংকলক
মুফতি রওশন শাহ কাসেমী
মুহতামীম: দারুল উলুম সোনুরী, আকুলা, মাহারাষ্ট্র , ভারত

অনুবাদ
মুফতি যুবায়ের আহমদ
ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১,০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.hilfulfujul.com

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট-২০১৭ ইংরেজী

আলোর পথে (নারীদের জন্য) * **প্রকাশক.** আলহাজ ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী * **স্বত্ত্ব.** পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করার শর্তে অনুবাদকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ বইটি প্রকাশ ও প্রচার করতে পারবে * **কম্পোজ.** যুবায়ের আহমদ * **প্রপ্তিস্থান.** বাংলাবাজার, বাইতুল মোকাররম সহ দেশের সম্ভ্রান্ত লাইবেরী সমূহ ।

মূল্য. ২০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে যারা ইসলামের শীতল হাওয়া পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের রূহের মাগফিরাত ও মাকাম বুলন্দে, বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী, মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নদভী (রহ.)–এর খলীফা দা'য়ীয়ে ইসলাম ও খাদেমে দীন হযরত মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.–এর রূহের মাগফেরাত কামনায়।

বিনীত

যুবায়ের আহমদ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

'তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের (মঙ্গলের) জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করো ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন করো।'

-সূরা আলে-ইমরান-১১০

প্রকাশকের কথা

আমার মালিকের অপার রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের আশায় (আলোর পথে) নারী নওমুসলিমা বোনদের আত্মজীবনীমুলক সাক্ষাতকার প্রকাশের উদ্যোগী হয়েছি।

হৃদয়ের গভীরতম কোণ থেকে একটি ক্ষীণ আশাই উৎসারিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে, যদি কোন আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ইচ্ছায় বইটি পাঠ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পেতে উদ্দ্যমী হন এবং সেই উসিলায় আল্লাহ মালিক যদি আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর ক্ষমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেন। সেই সাথে প্রবল প্রত্যাশা, এই কাজে সহযোগীসহ সকল পাঠক-পাঠিকাকেও যেন মেহেরবান মালিক কবুল করেন।

ইতোমধ্যে আমরা হারিয়েছি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী হযরত মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ.) কে। তিনিই আলোর পথে সিরিজ ১-২ এর সম্পাদনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে নূরে নূরানীত করুন ও তাঁর মাকাম বাড়িয়ে দিন। আমিন।

পাঠক মহল থেকে আমাদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছিল আমরা যেন নারী নওমুসলিমাদের সাক্ষাতকারগুলো পৃথকভাবে প্রকাশ করি। তাই আমরা নওমুসলিমা বোনদের সাক্ষাতকারগুলো একত্র করে পৃথক একটি বই প্রকাশ করছি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ রইল, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণগত যেসব ভুলত্র"টি রয়ে গেছে সেজন্য আমি অনুতপ্ত। আমার এই অপরাধ মার্জনাযোগ্য মনে করে এই বইটির ভুল-ত্র"টি সম্পর্কে অবহিত করলে আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবো। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার জন্য আমার মালিকের নিকট এই প্রার্থনাই রইলো, তিনি যেন তাঁদের সাথে আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর ক্ষমারযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন।

তালাত মোহাম্মাদ তৌফিকে এলাহী

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান স্রষ্টার, যিনি জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই এবাদত করার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। পরিপূর্ণ রহমত নাযিল হোক সাহাবায়ে কেরাম ও আজ পর্যন্ত ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ ও ত্যাগ স্বীকারকারী মহামনীষীদের প্রতি।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আমাদের বর্তমান বইটি হলো মূলতঃ নওমুসলিমা বোনদের সাক্ষাৎকার সম্বলিত, যা হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)–এর সুযোগ্য খলিফা দা'য়ীয়ে ইসলাম হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের মেহনতে আল্লাহর তৌফিকে যারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাদের আত্মকাহিনীসমূহ। এসব কাহিনী হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.)– এর তত্ত্বাবধানে মাসিক 'আরমুগান' নামে একটি উর্দূ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! ২০০৩ ইংরেজি সনে দারুল উলুম দেওবন্দে (ভারত) ভর্তি পরিক্ষা শেষে মনে করলাম, ফলাফল বের হবার আগে আমাদের বুযুর্গদের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখে আসি। সেই নিয়তেই প্রথমে নির্বাচন করলাম মুজাফফরনগর জেলার খাতুয়াল্লি থানার ফুলাত নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রামটি। সেখানে রয়েছে শাহওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)–এর জন্মভূমি। যেই ঘরে শাহ ওলিউল্লাহ রহ. জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে ঘরটি এখনও সেভাবে বিদ্যমান। আরো রয়েছে দেখার মত বহু কিছু।

সেখানে গিয়ে একটি খানকায় অবস্থান করলাম। এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম। আমার মনে হচ্ছিল, এমন মানুষ ইতোপূর্বে কখনো দেখিনি। যেমন তাঁর নূরানী চেহারা, তেমনি তাঁর সুন্নতের এত্তেবা। তাঁর অন্তরে ছিল একরাশ বেদনা আর হৃদয়ে তপ্তজ্বালা। এটা তাঁর আলোচনা থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। পরে জানতে পারলাম, তিনি হলেন একজন বড় দা'য়ী ও শায়খ। হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ও শায়খুল হাদিস যাকারিয়া (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী। আরও জানতে পারলাম, তাঁর মাধ্যমে এপর্যন্ত লক্ষাধিক অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁকে আমার খুবই পছন্দ হলো। এমন একজন শায়খকেই সন্ধান করছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে মিলিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে তাঁর সাথে এসলাহী সম্পর্ক কায়েম করলাম এবং যাওয়া-আসা করতে থাকলাম।

ফুলাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা 'জমিয়াতুল ইমাম শাহ ওলিউল্লাহ' থেকে 'আরমুগান' নামে উর্দূ ভাষার মাসিক একটি দাওয়াতী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে প্রতি মাসে একজন করে নওমুসলিমের সাক্ষাৎকার প্রচার হয়। পুরুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সুযোগ্য সাহেবযাদা মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী এবং মহিলাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তাঁরই কন্যা আসমা আমাতুল্লাহ। ২০০৭ সালে এ'তেকাফ করতে ও এসলাহের জন্য হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনি 'আরমুগানের' সাক্ষাৎকারগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করে দিন। আশা করি মানুষ অনেক উপকৃত হবে। সে সূত্রে আহমদ আওয়াহ ভাই আমাকে ২৫ টি সাক্ষাতকার সংগ্রহ করে দেন। পরবর্তীতে ২০১০ইং মুফতী রওশন কাসেমী সাহেব এই সাক্ষাৎকারগুলি একত্র করে 'নাসিমে হেদায়াত কে ঝুঁকে' নামে বই আকারে তিনখণ্ডে প্রকাশ করেন। হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব অধমের কাছে একসেট কিতাব পাঠিয়ে দেন এবং বলেন, এগুলোর অনুবাদ হলে মানুষের মাঝে দাওয়াতী প্রেরণা সৃষ্টি হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! সে সাক্ষাতকারগুলো থেকে একটি সাক্ষাতকার 'আলোর পথে সিরিজ-১' নামে জুলাই ২০০৮ ইং প্রকাশ করা হয় এবং ২০১০ সনে ৪টি সাক্ষাতকার 'আলোর পথে সিরিজ-২' নামে প্রকাশ করা হয়। এর পর ধারাবাহিক ভাবে সিরিজ-৩ ও সিরিজ-৪ প্রকাশ করা হয়।

পাঠক মহল থেকে বারবার নওমুসলিমা বোনদের সাক্ষাতকারগুলো পৃথকভাবে একত্রে প্রকাশের তাকিদ আসছিলো। তাই আমরা এখানে নওমুসলিমা বোনদের সাক্ষাতকারগুলো পাঠকদের সামনে পেশ করছি।

এই বইটিতে আমাকে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন, যাঁদের দুই একজনের নাম না বলেই পারছি না। তাঁরা হলেন ভাই তালাত মোহাম্মদ তৌফিকে এলাহী ও নওমুসলিম আব্দুল্লাহ ভাই । আল্লাহ তা'আলা সকলের এখলাস ও সৎ নিয়তকে কবুল করে দীনের দা'য়ী হিসেবে কাজ করার তাওফিক দান করুন।

সেই সাথে পাঠকদের খেদমতে বিনীত আরয, মানুষ হিসাবে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই আপনাদের চোখে কোন ভুল ধরা পড়লে জানাবেন, খুশি হবো এবং দ্বিতীয় সংস্করণে ঠিক করে দেবো ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আল্লাহ যেন আমাদের দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের তাঁর দিকে ডাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

যুবায়ের আহমদ
ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪

ভূমিকা

পরম হিতাকাংখি, মানবদরদী, দা'য়ীয়ে ইসলাম
হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী (দা.বা.)
[খলিফায়ে মাজায. মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ও আরিফ বিল্লাহ. হযরত মাওলানা আহমদ প্রতাবগড়ী (রহ.)]

বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর সত্য কালামে স্পষ্ট বর্ণনা করেন–

هُوَ الَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

'তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।' -সূরা আস সফ-৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর জীবদ্দশায় পবিত্র হিজায ভূমির সীমান্ত পর্যন্ত সম বাতিল ধর্মের উপর ইসলাম বিজয় লাভ করেছিল। বিশ্বব্যাপী ধর্ম পুরো বিশ্বে বিজয়ী হওয়ারই কথা। আল্লাহর সত্য নবী এই খবরও দিয়েছেন যে, প্রত্যেক কাঁচা-পাকা ঘরে ইসলাম প্রবেশ করবে। কেয়ামতের অধিকাংশ আলামত প্রকাশ হয়ে গেছে। খতমে নবুওয়াতের মধ্যে ইসলামের পয়গামকে পুরো বিশ্বে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জিম্মাদারী আমাদের দেয়া হয়েছে। এই মহান জিম্মাদারী পালনে উদাসীনতার কারণে মানুষ (বিশেষভাবে অমুসলিমরা) সত্যধর্ম ইসলামের পরিচয় পায়নি। পুরো বিশ্বে ইসলামের সঠিক পরিচয় না জানার কারণে অথবা ভুল ধারণা থাকার কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে অপপ্রচারের জোয়ার বইছে। কিন্তু আল্লাহর শান যে, ইসলাম ও কুরআনের বিরূদ্ধ অপপ্রচারের দ্বারা সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামকে জানার আগ্রহ বাড়ছে। আগের যুগে মানুষ ইসলামকে জানতো মুসলমানদের আখলাক-চরিত্রের মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমান যুগে আধুনিক প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে বিশেষ করে ইন্টারনেটের আবিষ্কারে ইসলামকে মানুষের বিছানা পর্যন্তপৌঁছিয়ে দিয়েছে। এর ফলে পুরো বিশ্বে

মানুষকে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইসলাম গ্রহণের ঘটনা পশ্চিমা বিশ্বেই বেশি। বিশেষত; যেখান থেকে ইসলামের প্রোপাগান্ডা বেশি ছাড়ানো হচ্ছে, সেখানে আত্মিক ও বাহ্যিক ভাবে ধর্মের জন্য পাগল এমন অনেক নওমুসলিম রয়েছেন, যাঁরা ইসলামের শুরু যামানার নওমুসলিমদের মতো জীবন উৎসর্গকারী। আমাদের দেশ হিন্দুস্তানেও ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যাও কম নয়।

যদি পুরো বিশ্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের বড় একটি সংখ্যার অবস্থার উপর চিন্তা করা যায়, তাহলে খুব আশ্চর্যের সাথে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে।

প্রথমত. সৌভাগ্যবান নওমুসলিম ভাইদের হেদায়াত লাভে আমাদের মুসলমানদের দাওয়াতী চেষ্টার প্রভাব খুবই কম। ইসলামের কোন জিনিসের উপর আকৃষ্ট হয়ে কিংবা ইসলাম বিরোধী কোন প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে তাদের মাঝে ইসলামকে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতপর ইসলামের উপর লেখাপড়া করে মুসলমান হয়। অথবা নিজ ধর্মের কোন রীতি-নীতির প্রতি বিরক্ত হয়ে তুলনামূলক ধর্মের উপর লেখা পড়া ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম হয়।

দ্বিতীয়ত. সৌভাগ্যবান নওমুসলিম ভাইদের ঈমান, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, ধর্মের জন্য কুরবানী এবং দাওয়াতের স্পৃহা দেখে খাইরুল কুরুনের মুসলমানদের কথা স্মরণ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের অবস্থা আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم.

'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে
অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।'

-সূরা মুহাম্মদ

ইসলাম প্রচারের অধিকতর এই ঘটনাগুলির সাথে পুরো বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভয়াবহতা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অপর দিকে যেভাবে মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে, তদ্রূপ মুসলমান ব্যাপকহারে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে। কখনো তো সংখ্যা ও মানের দিক থেকে প্রায় সমান সমান পরিবর্তন দেখা যায়। কোনো এলাকায় যেই পরিমাণ মানুষ ইসলাম কবুল করে, ঠিক সেই পরিমাণ মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায়। এমনকি যেই মানের অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে, ঠিক সেই মানের মুসলমানও মুরতাদ হয়ে গেছে।

ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী সৌভাগ্যবান নওমুসলিমদের আত্মকাহিনীসমূহ আমাদের রসমী এবং বংশীয় মুসলমানদের অলসতার স্বপ্ন থেকে জাগ্রতকারী এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী হয়। এর থেকে একদিকে নিরাশা ও হতাশার মাঝে আশা-ভরসার আলোকরেখা দেখা দেয়। অপরদিকে নিজেদের দাওয়াতী জিম্মাদারীর গাফলতের কারণে পরিবর্তনের সাবধানবাণী শোনা যায়। কোন না কোনভাবে ইসলাম প্রচারের এই ঘটনাবলী ঈমানী সজীবতা সৃষ্টি করে এবং অলসতা ও কাজের স্থবিরতাকে ভেঙ্গে দেয়।

সৌভাগ্যবান নওমুসলিমদের আত্মকাহিনীগুলো পড়ে মুসলমানদের মাঝে যেন ঈমানী আত্মমর্যাবোধ সৃষ্টি হয় ও দাওয়াতী কাজের আগ্রহী ব্যক্তিগণের সাহস বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জীবনী থেকে দাওয়াতী অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ! এই উদ্দেশ্যে মাসিক 'আরমুগান' কয়েক বছর থেকে ধারাবাহিকভাবে 'নাসিমে হেদায়াত কে ঝুঁকে'র শিরোনামে প্রতি মাসে একজন করে নওমুসলিমের আত্মজীবনী সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকাশ করে আসছিল। এই প্রকাশনা নিজ উদ্দেশ্যে শতভাগ সফল হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এই সাক্ষাৎগুলো প্রকাশ করেছে। উর্দূ ভাষা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ এর দ্বারা দেশ বিদেশের মুসলমানদের মাঝে দাওয়াতের স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছে। শত বছরের বাধা ভেঙেছে।

এই সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করেছেন এই অধমের পুত্র আহমদ আওয়াহ নদভী এবং আমার কন্যা আসমা যাতুল ফাওযাইন আমাতুল্লা ও মুছান্না যাতুল ফাওযাইন সিদরা। এই আত্মজীবনীগুলোর কিছু সাক্ষাৎকার বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এর উপর পরিপূর্ণভাবে কাজ করার জন্য আমাদের একজন দুঃসাহসী সাথী দা'য়ী ইলাল্লাহ খাদেমে কুরআন ওয়াস সুন্নাহ স্নেহ ভাজন জনাব মুফতি রওশন শাহ কাসেমী সাহেব নতুন বিন্যাসে একত্রে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা মুফতি সাহেবকে অনেক হিম্মত ও যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি তাবলীগের মুখপাত্র হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী (রহ.) এর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং আমাদের তাবলীগের আকাবিরদের বক্তৃতা-বিবৃতির সংকলন ও প্রকাশের মুবারক কাজ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মাধ্যমে নিয়েছেন। খুবই কম সময়ে তিনি আলহামদুলিল্লাহ নিজ এলাকায়

ঈর্ষণীয় খেদমত তাঁর দ্বারা নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দীন ও দাওয়াতের খেদমতের জন্য অনেক জযবা ও যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি আরমুগানে প্রকাশিত নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকারগুলোকে বিন্যস্ত করে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এ পর্যন্ত চারখন্ডে 'দাওয়াতের উপহার' হিসেবে জাতির সামনে পেশ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! এই চারখন্ডের মুবারক সংগ্রহটি পাক-ভারতের বহু লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ বই বিক্রেতাদের মতে, এটি ছিল গত বছরের সর্বাধিক বিক্রি বইগুলির অন্যতম। এ বই পাঠে দেশ-বিদেশের অনেক পাঠকের মাঝে দাওয়াতি চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। এটা শুধু সাধারণ শ্রেণীর লোকদের নয় বরং শিক্ষিত সমাজের দাওয়াতি কর্মোদ্দীপনার উৎস হয়েছে এবং অনেক পথহারা মানুষের অন্তর কম্পিত করে দ্বীনের পথে ফিরে আসার উসিলা হয়েছে। এ সমস্ত অর্জনকে সামনে রেখে 'নাসিমে হেদায়াত কি ঝুঁকে'(আলোর পথে)র এই পবিত্র উপহার দেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। কয়েকটি খন্ড আসামি, তামিল, গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ভাষায়ও অনূদিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় কিছু পুস্তিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। আমার একনিষ্ঠ বন্ধুপ্রতিম, স্নেহভাজন মুফতি যুবায়েরের (আল্লাহ তাকে নিরাপদে রাখুন) বাংলাভাষার অনুবাদ প্রচেষ্টা এগুলির অন্যতম। উল্লেখ্য মুফতি সাহেব বাংলাদেশে দাওয়াতে দীনের জন্য নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর প্রচেষ্টার আশাব্যঞ্জক ফলাফল পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি এই অধমের একজন আস্থাভাজন ও সমব্যাথি বন্ধু। তিনি খুব আবেগ নিয়ে 'নাসিমে হেদায়াত কি ঝুঁকে'এর চার খন্ডের অনূবাদ করেছেন এবং এই মুবারক উপহার বাংলাভাষীদের খেদমতে পেশ করেছেন। বাঙালি জাতি খুবই সরল-সহজ, কোমলপ্রাণ জাতি। ইতিহাস সাক্ষী যে, সৌহার্দপূর্ণ দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপনকারীকে এ জাতি যেভাবে ঐক্য ও আগ্রহভরে স্বাগত জানিয়েছে তার জুড়ি মেলা ভার! আমিরুল মু'মিনিন সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর বিশিষ্ট খাদেম হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহ.) এর হাতে লাখ লাখ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

এতে আশ্চর্যের কি যে, "নাসিমে হেদায়াতকে ঝুঁকে" (আলোর পথে)-র মাধ্যমে জাতির মাঝে দাওয়াতের ব্যাপারে প্রচেষ্টা এবং এই দেশের দাওয়াতী আন্দলনের 'দ্বিতীয় সংস্করণের' উসিলা হয়ে যাবে। যার কর্মীরা অযোগ্য ও দূর্বল ঠিক, কিন্তু বদনাম করার জন্য এই মহৎ আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে এবং এতে গর্বিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা এই বইটি মুফতি সাহেবের জন্য আখেরাতের পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করুন এবং এক কর্মঠ ও কোমলপ্রাণ জাতিকে পুরো বিশ্বের জন্য ভালোবাসার পয়গাম নিয়ে দাঁড়াবার মাধ্যম বানিয়ে দিন। (আমিন)

দীনের নগন্য খাদেম

মুহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী

জামিয়তে শাহ ওলিউল্লাহ, ফুলাত

মুজাফ্ফরনগর, (ইউ,পি)ভারত

ইসলাম গ্রহন করার কারনে ‘হেরা’কে জীবিত অবস্থায় আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সেই হেরার আপন চাচা

আব্দুল্লাহ ভাই-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার

শুধু ইসলাম কবুল করার অপরাধে আমি আপন ভাতিজী ‘হেরা’কে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। জ্বলন্ত আগুনের গুহা থেকে সে আকাশের দিকে, হাত তুলে চিৎকার করে বলছিল, ‘ও আমার আল্লাহ! আপনি আমাকে এই অগ্নিদগ্ধ হেরাকে দেখছেন তো! হে আল্লাহ! আপনি আমাকে; আপনার হেরাকে ভালোবাসেন তো! আপনি তো হেরা গুহাকে ভালোবাসেন, আর অগ্নিগুহায় পড়ে থাকা এই হেরাকেও ভালোবাসেন তাই না! তবে আমার কোন দুঃখ নেই। আপনার ভালোবাসার পর আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

আহমদ. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আব্দুল্লাহ. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আব্দুল্লাহ ভাই! আপনার সম্ভবত জানা আছে, আমাদের ফুলাত থেকে আরমুগান নামে একটি মাসিক উর্দূ পত্রিকা বের হয়। তাতে কিছুদিন যাবত ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী সৌভাগ্যবানদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।

উত্তর. (চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে) আহমদ ভাই! আমার মত অধম অত্যাচারীর কথা এই পবিত্র ম্যাগাজিনে দিয়ে একে কেন অপবিত্র করতে চাচ্ছেন?

প্রশ্ন. না আব্দুল্লাহ ভাই! আব্বু মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.) বলছিলেন যে, আপনার জীবন আল্লাহর কুদরতের এক আশ্চর্য নিদর্শন। আব্বুর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা যে, আপনার সাক্ষাৎকার অবশ্যই আরমুগানে প্রকাশিত হোক।

উত্তর. আল্লাহ তা'আলা আপনার আব্বুকে দীর্ঘজীবি করুন। আমি নিজেকে তাঁর শিষ্য ও গোলাম মনে করি। তাই তাঁর আদেশ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। আপনি যা প্রশ্ন করবেন আমি তার উত্তর দিতে প্রস্তুত।

প্রশ্ন. প্রথমে আপনার পরিচয় দিন?

উত্তর. আমি যদি বলি যে, পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে সবচাইতে অত্যাচারী ও পাপাচারী, নিকৃষ্ট বরং হিংস্র প্রাণী এবং সৌভাগ্যবান মানুষ । তাহলে এটা হবে আমার প্রকৃত পরিচয়।

প্রশ্ন. এটাতো আপনার আবেগময় পরিচয়। আপনার পরিবার ও বংশ সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর. মুজাফফরনগর জেলার বুরহানা থানার (উত্তর প্রদেশ, ভারত) এক মুসলিম রাজপুত সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামের এক গোয়ালের ঘরে মোটামুটি ৪২-৪৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করি। আমার খান্দান ছিল ধার্মিক হিন্দু এবং পেশা ছিল অপরাধ প্রবণতা। আমার পিতা ও চাচা একটি দলের নেতা ছিলেন। বংশগতভাবে লুটপাট, নির্যাতন নিপীড়ন, জুলুম-অত্যাচার আমাদের রক্তের সাথে মিশে ছিলো।

১৯৮৭ ইং সনে মিরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় উপস্থিত ছিলাম। সে সময় আমার পিতার সাথে আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করি এবং আমরা দু'জন কমপক্ষে ২৫ জন মুসলমানকে নিজ হাতে হত্যা করি। অতঃপর মুসলিম বিষণ্নতার আবেগে প্রভাবিত হয়ে ‘বজরং’ দলে যোগদান করি। ১৯৯০ ইং সনে বাবরী মসজিদ শাহাদতকে ইস্যু বানিয়ে শামেলিতে অনেক মুসলমনাকে শহীদ করি।

১৯৯২ ইং বুরহানায় অসংখ্য মুসলমানকে শহীদ করি। এলাকার প্রসিদ্ধ এক বদমাশ; কিন্তু নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিল। তাকে দেখে পুরো এলাকার অমুসলিমরা থর্ থর্ করে কাঁপতো। আমি আমার বন্ধুকে সাথে নিয়ে তাকে

গুলি করে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দিই। এই মুসলিম বিদ্বেষের কারণে এই হিংস্র পশু এমন স্বেচ্ছাচারিতাও করেছে, (দীর্ঘক্ষণ ক্রন্দনরত অবস্থায়) মনে হয় এধরনের বর্বরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কথা আকাশের নিচে যমিনের উপর না কেউ শুনেছে না দেখেছে। না ধারণাও করতে পেরেছে (আবার অনেক্ষণ কাঁদতে থাকেন)।

প্রশ্ন. দয়া করে আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছু বলুন?

উত্তর. কুরআন শরীফে ৩০ নং পারায় সূরা বুরূজ নামে একটি সূরা আছে। তার মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের অধিবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, 'অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা;' (সূরা আল বুরূজ ৪-৫) এই সূরাটি মনে হয় আমার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। ব্যাস, এতটুকুই যে, তারা আগুনের অধিবাসী এটাই বলা হয়েছে বলুন তো আরবিতে আয়াতটি কী?

প্রশ্ন.

قُتِلَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ

'অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারাঅর্থাৎ, অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা;' (সূরা আল বুরূজ ৪-৫)

উত্তর. যদি বলা হয়, দয়া করা হয়েছে আগুনের অধিবাসীদের উপর, তাহলে এর আরবি কী হবে?

প্রশ্ন. رُحِمَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُودِ

উত্তর. যদি আমার ব্যাপারে কোন আয়াত অবতীর্ণ হতো, তাহলে এমনই হতো যে رُحِمَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُودِ

প্রশ্ন. আপনার পুরো ঘটনা বলুন?

উত্তর. হ্যাঁ ভাই! বলছি কিন্তু কোন মুখ দিয়ে বলবো এবং কোন অন্তর দিয়ে ব্যক্ত করবো। আমার পাথরের ন্যায় অন্তরও এ ঘটনা শোনাতে সাহস পায় না।

প্রশ্ন. তারপরও বলুন, মনে হয় এ ধরনের ঘটনা থেকে অনেক মানুষ শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণ করতে পারবে।

উত্তর. হ্যাঁ ভাই! বাস্তবেই আমার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা প্রত্যেক হতাশ মানুষের জন্য আশার আলো বয়ে আনবে। ঐ দয়াময় আল্লাহ

তা'আলা যখন আমার মতো অত্যাচারীর উপর এমন দয়া করতে পেরেছেন তাহলে অন্যদের নিরাশ হওয়ার অবকাশ কোথায়? শুনুন তাহলে আহমদ ভাই! আমার একজন বড় ভাই ছিলেন, এত অত্যাচার ও অপরাধের পরও দু'ভাইয়ের মধ্যে অন্তহীন ভালোবাসা ছিলো। আমার ভাইয়ের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে ছিলো। আমার কোন সন্তান নেই। ভাইয়ের বড় মেয়ের নাম ছিল হিরা। সে ছিল অভিনব উন্মাদিণী মেয়ে। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিলো। সে যার সাথে মিশতো; পাগলের মত মিশতো, যার সাথে শত্রুতা করতো পাগলের মতই শত্রুতা করতো। কখনো কখনো আমাদের মনে হতো যে, তার ওপর কোন জ্বীন-পরীর আছর আছে। কয়েকজন বড় কবিরাজকেও দেখানো হয়েছে কিন্তু তার অবস্থা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল।

সে স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছিলো। বড় হয়ে যাওয়ায় তাকে ঘরের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তার আরও লেখাপড়া করার ইচ্ছা ছিলো। সে কারো অনুমতি ছাড়াই হাই স্কুলের ফরম পূরণ করে। আট দিন পর্যন্ত মানুষের বাড়িতে কাজ করে ফিস জমায় এবং এর দ্বারা বই-খাতা ক্রয় করে। যখন তাঁর পড়া বুঝে না আসত তখন পড়া বুঝার জন্য পাশের বাড়ির ব্রাহ্মণের মেয়ের কাছে যেতো। ব্রাহ্মণের এক ছেলে ছিলো সন্ত্রাসী। জানি না আমার ভাতিজী হিরাকে সে কিভাবে পটিয়েছে। একদিন রাতে সে হিরাকে ভাগিয়ে বারুতের পাশে এক জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে তার গ্রুপের সদস্যরা থাকতো। হিরা তো তার সাথে চলে গেছে কিন্তু সেখানে গিয়ে তার পিতা-মাতার কথা খুব মনে পড়ে এবং সে তার ভুলের উপর অনুতপ্ত হয়। সে চুপে চুপে কাঁদত। সেই দলে ছিল ইদ্রীসপুরের এক মুসলমান ছেলে। একদিন সে হিরাকে কাঁদতে দেখে তার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে সে উত্তরে বলল, আমি অল্প বয়সী মেয়ে। কিছু বুঝতে না পেরে এই ছেলের সাথে চলে এসেছি। কিন্তু আমার মান-সম্মানের ভয় হচ্ছে এবং আমার পিতা-মাতার কথা খুব মনে পড়ছে। হিরার প্রতি ঐ ছেলের দয়া হলো এবং সে বললো, আমি মুসলমান। আর মুসলমান তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। আমি তোমাকে আমার বোন বানাচ্ছি। আমি তোমার ইজ্জত হেফাজত করবো এবং তোমাকে এই জঙ্গল থেকে বের করে নিরাপদে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো। সে তার বন্ধুদেরকে বললো, এই মেয়েটিকে খুব সাহসী এবং পাক্কা মনে হচ্ছে। আর আমাদের দলে দু'একটি মেয়েও দরকার, প্রায়ই প্রয়োজন পড়ে। এখন তাকে আমাদের সাথে রাখার উপায় এই হতে পারে যে, তাকে পুরুষের কাপড় পরিধান করানো হোক। বন্ধুরা তার কথা মেনে নিলো। হিরাকে পুরুষের কাপড়

পরিয়ে পুরুষ বানিয়ে দেওয়া হলো এবং সে তাকে সাথে নিয়ে ঘুরাফেরা করতে লাগলো। হিরা দেখতে পেলো ১০-১২ জন মানুষের মধ্যে সেই মুসলমান ছেলেটির আচার-ব্যবহার অন্যদের থেকে পৃথক। সে কথায় পাকা ছিলো এবং মানুষকে ভালো পরামর্শ দিতো। যখন মাল বন্টন হতো তখন গরীবদের জন্য একটি অংশ রেখে দিতো। হীরাকে পৃথক কামরায় শোওয়ানোর ব্যবস্থা করতো এবং রাতে পাহারা দিতো যে, কোন হিন্দু এদিকে আসে কি-না। যখন কিছুদিন হিরাকে তার সাথে থাকতে দেখলো তখন তাদের বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, সে তাদের দলের সদস্য হয়ে গেছে, তাই তার সাথে পাহারা কমিয়ে দেওয়া হলো।

একদিন সে হিরাকে কোন বাহানায় তার বাড়ি বারুতে পাঠিয়ে দিলো এবং হিরাকে বললো যে, তুমি সেখানে গিয়ে গাড়িতে উঠে আমাদের বাড়ি ইদ্রীসপুর চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে আমার ছোট ভাইকে সব কথা বলবে। তাকে বলবে যে, তোমার ভাই তোমাকে যেতে বলেছে। আর বলবে সে যেন এখানে এসে বলে যে, সেই মেয়েকে বারুত ওয়ালারা সন্দেহবশত পুলিশের হাতে উঠিয়ে দিয়েছে। হিরা এমনই করলো এবং তার ভাই জঙ্গলে এসে বললো, সেই মেয়েকে বারুত ওয়ালারা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। সে তার ভাইকে বলে দিলো, হিরাকে থানায় পাঠিয়ে দাও এবং সেখানে গিয়ে সে বলবে যে, ডাকাতদের একটি দল আমাকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে। আমি কোন রকম পালিয়ে এসেছি। আমার জীবনের ব্যাপারে ভয় হচ্ছে। হিরা এমনই বললো। বারুত ওয়ালারা বুরহানা থানার সাথে যোগাযোগ করলো। সেখানে পূর্বেই সেই মেয়ে ছিনতাইয়ের রিপোর্ট করা হয়েছিলো। বুরহানা থানা ওয়ালারা মহিলা পুলিশ দিয়ে বারুত নিয়ে এলো। হিরাকে ঐ থানা থেকে আমাদের গ্রামে নিয়ে আসা হলো। আমরা তাকে বাড়িতে রাখলাম, কিন্তু এমন খারাপ মেয়েকে রাখিই বা কীভাবে? হিরা বললো, যদিও আমাকে সন্ত্রাসীরা নিয়ে গেছে কিন্তু আমি আমার ইজ্জতকে সংরক্ষণ করেছি। এ কথাটি কারও বিশ্বাস হয়নি। কেউ বিশ্বাস করেনি। শিক্ষিত পরিবার থেকে একটি বিয়ের প্রস্তাব এলো। তারা বললো, ডাক্তারি পরীক্ষা করে নিন। আমরা দুই ভাই তাকে পরীক্ষা করাতে বুরহানার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরিকল্পনা ছিলো, যদি তার ইজ্জত ঠিক থাকে, তাহলে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। অন্যথায় মেরে নদীতে ভাসিয়ে দেবো।

আল্লাহর মেহেরবানী যে, রিপোর্ট ভালো হয়েছে। তার ইজ্জত সংরক্ষিত আছে। আমরা খুশি মনে তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। এরপর থেকে সে

মুসলমানদের খুব প্রশংসা করতো এবং বারবার একজন মুসলমান ছেলের ভদ্রতার কারণে তার বেঁচে যাওয়ার কথা বলতো। সে মুসলমানদের বাড়িতে যাতায়াত করতে শুরু করে। সেখানে এক মেয়ে তাকে (দোজখ কা খটকা আওর জান্নাত কি কুঞ্জি নামে) একটি বই দেয়। মুসলমানদের বই পড়তে দেখে আমরা তাকে অনেক মারপিট করি এবং বলি যে, সামনে যদি এ ধরণের বই পড়তে দেখি, তাহলে তোকে জবাই করে ফেলবো। কিন্তু ইসলাম তার মনকে তখন বেষ্টন করে ফেলেছিলো। তার অন্তরের অন্ধকার পর্দা খুলে দিয়েছিলো এবং তার অন্তরকে আলোকিত করেছিলো। সে এক মুসলমান মেয়ের সাথে মাদরাসায় গিয়ে একজন মাওলানা সাহেবের হাতে মুসলমান হওয়ার পর ঘরে শিরকের অন্ধকারে সে হাঁপিয়ে উঠে। সে উদাসীন অবস্থায় সময় কাটায়। হাসি-খুশি মেয়েটি এখন এমন হয়ে গেছে যেন তার সব কিছুই বদলে গেছে। জানি না সে কেমন করে প্রোগ্রাম বানিয়েছে। সে আবার বাড়ি থেকে বের হয়ে এক মাওলানা সাহেবের স্ত্রীর সাথে ফুলাত চলে যায়। আহমদ ভাই! আপনাদের এখানেই ছিলো। মনে হয় আপনার মনে আছে?

প্রশ্ন. হ্যাঁ হ্যাঁ হেরাজী! আচ্ছা, এখন ঐ হেরাজী কোথায়? আমাদের পরিবার তার ব্যাপারে খুবই চিন্তিত। সে তো খুব ভালো মানুষ ছিলো। আচ্ছা! আপনি তাহলে হেরাজীর চাচা?

উত্তর. হ্যাঁ, আহমদ ভাই! আপনার আব্বু তার নাম হেরা রেখেছিলেন। আর সেই নেককার মেয়েটির জালেম চাচা হলাম আমিই (কাঁদতে কাঁদতে)।

প্রশ্ন. আগে তো বলুন হেরাজী কোথায়?

উত্তর. বলছি আমার ভাই! বলছি, আমার অত্যাচার ও পশুত্বের কাহিনী মনে হয় আপনার জানা আছে যে, মাওলানা সাহেব (মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব) সতর্কতাবশত; তাকে দিল্লীতে তার বোনের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং সে সেখানেই থাকতো। ওখানে সে সুন্দর মনোরম পরিবেশ পেয়েছিল। মাওলানা সাহেববের বোনকে রাণী ফুফু বলে সম্বোধন করতো। আপনার আম্মুও তাকে খুব ভালোবাসতেন। তার রাণী ফুফু তাকে অনেক দীনী প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। বোধ হয় সে এক দেড় বছর দিল্লীতে ছিলো। ফুলাত এবং দিল্লীতে অবস্থান করায় সে এমন মুসলমান হয়েছিলো যে, যদি এখন কুরআনে হাকীম অবতীর্ণ হতো; তাহলে আহমদ ভাই শহীদ মেয়েটির নাম নিয়েও আলোচনা হতো। ঘরের লোকদের প্রতি তার খুব

ভালোবাসা ছিলো। বিশেষত; তার মায়ের প্রতি। তার মা অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকতো।

এক রাত্রে সে তার মাকে স্বপ্নে দেখে যে, তার মা মারা গেছে। ঘুম ভাঙার পর তার মায়ের কথা খুব মনে পড়লো। যদি তার মা বেঈমান অবস্থায় মারা যায়, তাহলে কী হবে? এ কথা মনে করে সে কাঁদতে লাগলো। এমনকি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। বাড়ির সকলেই তাকে সান্তনা দিলেন। সাময়িকভাবে যদিও সে চুপ হয়ে গেলো। কিন্তু বার বার তার স্বপ্নের কথা মনে পড়তে থাকে। সে আপনার আব্বুর কাছে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চাইলে আপনার আব্বু তাকে বুঝালেন যে, তোমার পরিবার তোমাকে জীবিত থাকতে দেবে না। এর চাইতেও ভয়ের ব্যাপার যে, তোমাকে আবার হিন্দু বনিয়ে দেবে। ঈমানের ভয়ে সে কিছু দিন থেমে থাকলো। আবার যখন বাড়ির কথা মনে পড়তো তখন বাড়ি যাওয়ার জন্য জিদ করতো।

মাওলানা সাহেব অপারগ হয়ে অবশেষে তাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু বলে দিলেন যে, পরিবারকে দাওয়াত দেওয়ার নিয়তে বাড়ি যাবে। বাস্তবেই যদি তোমার পরিবারের প্রতি ভালোবাসা থাকে তাহলে সবচাইতে বড় হক হলো, তুমি তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। হেরা বললো, তারা তো ইসলামকে ঘৃণা করে। তারা কখনোও ইসলাম গ্রহণ করবে না। সে বাড়িতে বলেছিলো, মাওলানা সাহেব তাকে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেবেন। তাহলে তারা কুফর শিরককেও ঘৃণা করবে। যেভাবে এখন ইসলামকে ঘৃণা করে। মাওলানা সাহেব বললেন, তুমিও তো এক সময় ইসলামকে ঘৃণা করতে যেভাবে এখন কুফরকে ঘৃণা করো। আল্লাহর কাছে দো'আ এবং আমার কাছে অঙ্গিকার করো যে, তুমি বাড়ি গিয়ে তোমার পরিবারকে দোযখ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। যদি তুমি এই নিয়তে বাড়ি যাও তাহলে প্রথমত: আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হেফাজত করবেন। আর যদি তোমাকে কষ্টবরণ করতে হয় তাহলে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। যা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর আসল সুন্নত। যদি তোমাকে তোমার পরিবার মেরেও ফেলে তাহলে, তুমি শহীদ হয়ে যাবে এবং শাহাদাত জান্নাতের সংক্ষিপ্ত রাস্তা। আমার বিশ্বাস যে, তোমার শাহাদাত তোমার পরিবারের হেদায়াতের কারণ হবে। যদি তোমার পরিবারকে দোযখ থেকে বাঁচানোর জন্য তোমার জীবনও দিয়ে দাও এবং তারা হেদায়েত পেয়ে যায়,

তাহলে তোমার জন্য সহজ ব্যবসা হবে। মাওলানা সাহেব বলেন, তিনি তাকে দুই রাকাত নামায পড়তে বলেছিলেন এবং তাদের জন্য হেদায়েতের দু'আ এবং দাওয়াত দেওয়ার নিয়ত করে বড়ি যেতে বলেছিলেন। তারপর দিল্লী থেকে ফুলাত এবং ফুলাত থেকে সে বাড়ি এলো। তাকে দেখে আমাদের গায়ে আগুন ধরে গেলো। আমি তাকে জুতা দিয়ে মারপিট করলাম। সে এ কথা তো বলেনি যে সে কোথায় ছিলো। তবে বললো, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। এখন আমাকে ইসলাম থেকে কেউ সরাতে পারবে না। আমরা তার উপর কঠোরতা করি আর সে উল্টো কেঁদে কেঁদে আমাদেরকে মুসলমান হতে বলে।

তার মা অসুস্থ ছিলো। দুই মাস পর সে মারা যায়। সে তার মাকে দাফন করানোর জন্য মুসলমানদের ডেকে বলছিল যে, আমার মা আমার সামনে কালেমা পড়েছেন। তিনি মুসলমান হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। তাই তাকে জ্বালানো-পোড়ানো অন্যায় ও যুলুম হবে। কিন্তু আমরা তাকে কীভাবে দাফন করি। তাকে আমরা জ্বালিয়ে দিলাম। প্রতিদিন এ নিয়ে আমাদের বাড়িতে ঝগড়া-ফাসাদ হতো। সে কখনো তার ভাইকে কখনো তার বাবাকে মুসলমান হতে বলতো। আমরা তাকে তার নানির বাড়ি পাঠিয়ে দেই। তার মামা অবশেষে অপারগ হয়ে আমাকে ও ভাইয়াকে খবর দিয়ে বললো যে, এই বিধর্মীকে আমাদের এখান থেকে নিয়ে যান, প্রতিদিন আমরা তার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি বজরং দলের নেতাদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারা মেরে ফেলার পরামর্শ দিলো। আমি তাকে গ্রামে নিয়ে আসি। একটি নদীর কিনারায় পাঁচ ফুট একটি গর্ত খনন করি। আমি এবং আমার বড় ভাই তাকে বোনের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ছলনা করে সে দিকে নিয়ে চললাম।

সে মনে হয় স্বপ্নে জানতে পেরেছিলো। সে গোসল করে নতুন কাপড় পরে আমাকে বললো যে, চাচা! আমাকে শেষ দুই রাকাত নামায পড়তে দিন। দ্রুত নামায আদায় করে বিয়ের কনে সেজে খুশি মনে আমাদের সাথে চলতে লাগলো। লোকালয় থেকে অনেক দূরে এবং রাস্তা থেকে অনেকটা সরে আসার পরও সে একটু জিজ্ঞাসাও করেনি যে, আপনার বোনের বাড়ি কোথায়? একেবারে কাছে গিয়ে হেসে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি আমাকে আপনার বোনের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, না মৃত্যুর বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন? (অনেক সময় কাঁদতে কাঁদতে)

প্রশ্ন. (পানি পান করানো অবস্থায়,) হ্যাঁ ভাই, ঘটনাটি সম্পন্ন করুন।

উত্তর. কোন মুখ দিয়ে সম্পন্ন করবো! হ্যাঁ, শেষ তো করতেই হবে। আমার কাছে একটি ব্যাগে পাঁচ লিটার পেট্রোল ছিলো। হেরার পিতা এবং আমি এই জালেম চাচা দু'জনে সাথে করে সেই সত্য মুমিনা আশেকা শহীদাকে নিয়ে গর্তের নিকট গেলাম। যা একদিন পূর্বে খনন করে রেখেছিলাম। এই হিংস্র চাচা এই বলে তাকে গর্তে ঠেলে দিলো যে, আমাদেরকে নরক বা দোযখ থেকে কি বাঁচাবি! যা নিজেই তার মজা দেখ। গর্তে নিক্ষেপ করে তার শরীরে সমস্ত পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। আমার ভাই কাঁদতে কাঁদতে সেই গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকলো। জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি তার উপর পড়তেই তার কাপড়ে দ্বাউ দ্বাউ করে আগুন লেগে গেলো।

সে গর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো এবং জ্বলন্ত আগুনে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, হে আমার আল্লাহ! আপনি আমাকে দেখছেন না? আমার আল্লাহ! আপনি কি আমাকে দেখছেন না? হে আমার আল্লাহ! আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন না? হ্যাঁ অবশ্যই আপনি 'গারে হেরাকে' ভালোবাসেন। আর গর্তের মধ্যে জ্বলন্ত হেরাকেও ভালোবাসেন, তাই না? আপনার ভালোবাসার পর আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। অতঃপর সে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, আব্বু! অবশ্যই আপনি ইসলাম গ্রহণ করে নেবেন। চাচাজী! অবশ্যই মুসলমান হয়ে যাবেন (হেঁচকির সাথে কাঁদতে কাঁদতে)। এতে আমি অনেক রাগ করলাম। আমি ভাইয়াকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে এলাম। ভাইয়া আমাকে বলতে লাগলেন যে, আর একবার তো তাকে বুঝিয়ে দেখতে। কিন্তু আমি এতে রাগান্বিত হলাম, ফেরার (সময় গর্ত থেকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং আমরা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য(!)পালন করে বাসায় চলে এলাম। কিন্তু শেষে এ শহীদার ভালোবাসায় এই জানোয়ারের পাথরের মত শক্ত আত্মাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। আমার ভাই বাড়িতে এসে অসুস্থ হয়ে গেলেন। তার অন্তরে একটি ব্যথা স্থায়ীভাবে বসে গেলো। আর এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে আমাকে ডেকে বললেন, আমি জীবনে যা করেছি তো করেছি। কিন্তু আমার মৃত্যু হিরার ধর্মের উপর হবে। তুমি কোনো মাওলানা সাহেবকে ডেকে নিয়ে এসো। আমিও ভাইয়ার অবস্থা দেখে আর স্থির থাকতে পরলাম না। ভেঙে পড়লাম। আমাদের এলাকার ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করে তাঁকে বাসায় নিয়ে এলাম। ভাইয়া তাকে কালেমা পড়াতে বললেন। তিনি কালেমা পড়ালেন। তার মুসলিম নাম রাখলেন আব্দুর রহমান। তিনি আমাকে

ইসলামি পন্থায় দাফন করতে বললেন। আমার জন্য এ কাজ অত্যন্ত কঠিন ছিলো। কিন্তু আমি আমার ভাইয়ের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করার জন্য কৌশল অবলম্বন করলাম এবং চিকিৎসার বাহানায় দিল্লীতে নিয়ে গেলাম। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করলাম। সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। অতঃপর আমি হামদর্দের এক ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করি এবং তাকে বিস্তারিত সবকিছু খুলে বলি। তিনি কিছু মুসলমানকে ডেকে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করলেন।

প্রশ্ন. আশ্চর্য ঘটনা! আপনি তো আপনার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা এখনও বলেননি?

উত্তর. এটাই বলছি। ইসলাম থেকে তো দুশমনি কমে গেলো। কিন্তু ভাইয়ার মুসলমান হয়ে মারা যাওয়ায় আমার অন্তরে দুঃখ-বেদনা ছিলো। ভাইয়া মুসলমান হয়ে মারা যাওয়ার কারণে আমার বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, ভাবিও মুসলমান হয়ে মারা গেছেন। আমার মনে হচ্ছিল যে, কোনো মুসলমান আমাদের বাড়িতে যাদু করে রেখেছে এবং অন্তরকে বেঁধে রেখেছে যে, শেষ পর্যন্ত এক এক করে সকলেই নিজ ধর্ম ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করবে। আমি অনেক কবিরাজের সাথেও আলোচনা করেছি। এক ব্যক্তির খোঁজে শামেলি থেকে আউন যাচ্ছিলাম। বাসে উঠলাম। বাসটি কোনো মুসলমানের ছিলো। ড্রাইভারও ছিলো মুসলমান। সে ক্যাসেটে কাওয়ালি চালিয়ে রেখেছিলো। কাওয়াল ছিল বৃদ্ধ বয়সী। তার মধ্যে আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক বৃদ্ধার খেদমত এবং তার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা ছিলো। আর স্পিকারটি ছিলো আমার মাথার উপর। বাস ঝিনঝানায় থামলো। সেই কাওয়ালি ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণাকে পাল্টে দিলো।

আমার মনে হলো, যে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ঘটনা তিনি মিথ্যা হতে পারেন না। আমি আউনে না নেমে ঝিনঝানায় নেমে গেলাম এবং আমার মনে হলো যে, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। অতঃপর শামেলীর বাসে উঠলাম। ক্যাসেটে পাকিস্তানের মাওলানা হানিফ সাহেবের ওয়াজ চলছিলো। তাঁর বয়ান ছিলো মৃত্যু ও তার পরের অবস্থা সম্পর্কে। আমার শামেলিতে নামার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু সেই ওয়াজ শেষ হয়নি। শামেলি বাস টার্মিণালে এসে ড্রাইভার ক্যাসেট প্লেয়ার বন্ধ করে দিলো। আমার বক্তৃতা শোনার খুব আগ্রহ ছিলো। জানতে পারলাম বাসটি মুজাফ্ফরনগর যাবে। তাই বক্তৃতা শোনার জন্য

মুজাফফরনগর এর টিকেট কাটলাম। বঘরা গিয়ে বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলো। বক্তৃতাটি আমার ও ইসলামের মাঝে দুরত্ব অনেক কমিয়ে দিলো। আমি বুরহানা রোডের ওপর নেমে গেলাম এবং বাড়ি যাওয়ার জন্য বুরহানার গাড়িতে উঠলাম। আমার পাশেই এক মওলানা সাহেব বসেছিলেন। আমি তাকে বললাম যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। আপনি কি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সহযোগিতা করতে পারবেন? তিনি বললেন, আপনি ফুলাত চলে যান এবং মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করুন। তাঁর থেকে ভালো মানুষ আমাদের এলাকায় আর পাওয়া যাবে না।

আমি ফুলাতের ঠিকানা নিলাম এবং বাড়ি না গিয়ে ফুলাত চলে গেলাম। মাওলানা সাহেব ছিলেন না। তিনি পরের দিন আসার কথা ছিলো। রাতে এক মাস্টার সাহেব মওলানা সাহেবের লিখিত বই 'আপ কি আমানাত আপ কি সেওয়ামেঁ' এক কপি দিলেন। এই বইটি পড়ে আমি মুগ্ধ হলাম। মাওলানা সাহেব পরদিন সকালে না এসে রাতে বাসায় ফিরলেন। আমি মাগরিবের পর তার কাছে মুসলমান হওয়ার আকাঙক্ষা ব্যক্ত করলাম এবং বললাম যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে জানতে এসেছিলাম কিন্তু 'আপ কি আমানাত আপ কি সেওয়ামেঁ' আমাকে শিকার করে নিয়েছে। মাওলানা সাহেব খুব আনন্দিত হলেন এবং ১৩ জানুয়ারি ২০০০ ইং আমাকে কালেমা পড়ালেন।

আমার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। রাতে সেখানেই অবস্থান করলাম এবং মাওলানা সাহেবের কাছে ১ ঘন্টা সময় নিলাম ও আমার এই নির্যাতনের নির্মম কাহিনী শুনালাম। মাওলানা সাহেব আমার ভাতিজী হেরাকে হত্যা করার কথা শুনে অনেক সময় পর্যন্ত কাঁদতে থাকেন এবং বললেন যে, হেরা আমাদের এখানেই ছিলো। দিল্লীতে আমার বোনের কাছে থাকতো। মাওলানা সাহেব আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, ইসলাম আপনার পিছনের সমস্ত গুনাহ মুছে দিয়েছে। কিন্তু আমার অন্তর সান্ত্বনা পাচ্ছিলো না যে, এ ধরনের হিংস্র অত্যাচারীর ক্ষমা কীভাবে হবে? মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, ইসলাম পিছনের সমস্ত গুনাহ মুছে ফেলে। আপনি এতগুলো হত্যা করেছেন, এখন আপনার সান্ত্বনার জন্য আপনি মুসলমানদের জান বাঁচানোর চেষ্টা করুন। কুরআন বলে যে, সৎ কাজ গুনাহ কে দূর করে দেয়। বর্তমানে আমি আমার মনের সান্ত্বনার জন্য এবং মজলুমের অন্তরকে জাগাবার জন্য বিপদগ্রস্ত, নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের সহযোগিতা ও সহ-মর্মিতার চেষ্টা করি। এটা আমার জানা আছে যে, মৃত্যু ও জীবন দেয়ার আমি কে? কিন্তু চেষ্টাকারী তো সম্পাদনকারীর মতই তাই চেষ্টা করি।

গুজরাটের দাঙ্গা হলো। আমি সেই সময়টাকে গনিমত মনে করলাম। আমার আল্লাহর মেহেরবানী যে, তিনি আমাকে খুব সুযোগ করে দিয়েছেন। সেখানে আমি হিন্দু সেজে অনেক মুসলমান কে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। অথবা পূর্ব থেকে আশঙ্কা থাকলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছি। প্রথমে গিয়ে হিন্দুদের পরামর্শে শরিক হয়েছি। এভাবে ১০-১১টি হামলার পূর্বেই খবর দিয়ে তাদের গ্রাম থেকে পালাতে সহযোগিতা করেছি। এ কাজ তো আমার আল্লাহ এমন করিয়েছেন যা আমাকে অনেক সান্তনা দিয়েছে। আপনি হয়তো শুনেছেন যে, ভাউনগরে এক মাদরাসার ৪০০ ছাত্রকে আগুনে জ্বালিয়ে মেরে ফেলার পরিকল্পনা ছিলো। আমি সেখানে থানা ইনচার্জ মি.শরমাকে খবর দিলাম এবং তাদেরকে প্রস্তুত করলাম। সেই দলটি আসার ১০ মিনিট পূর্বে পিছন দিক থেকে নিজ হাতে দেওয়ালটি ভেঙে দিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ৪০০ নিষ্পাপ শিশুর জান বাঁচানোর উছিলা বানিয়ে দিলেন।

আমি তিন মাস পর্যন্ত গুজরাটে অবস্থান করি। তারপরও আমার জুলুম এত বেশি যে, এই সব কিছু তার সমপর্যায়ের নয়। একবার মাওলানা সাহেব শান্তনা দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার রহমতের জন্য অসুবিধা কী? মৃত্যুর সময় বিভিন্ন বাহানা করে দেন। যেই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হেদায়াত দান করেছেন, সেই আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করতে কেন সক্ষম নন? এর দ্বারা কিছুটা চিন্তামুক্ত হই। মাওলানা সাহেব আমাকে ইসলাম শেখার জন্য তাবলীগে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি দু'মাসের সময় নিলাম এবং গ্রামের বাড়ি-ঘর জমি-জমা সস্তা দামে বিক্রি করে দিল্লীতে বাসা নিলাম। আমার স্ত্রী ও দুই ভাতিজা ও হেরার বোনকে প্রস্তুত করে ফুলাতে নিয়ে কলেমা পড়ালাম। এতে আমার দুই মাসের স্থানে এক বছর লেগে গেলো। তারপর জামা'য়াতে সময় লাগালাম। সর্বদা আমার অন্তর এই চিন্তায় ডুবে থাকতো যে, এতগুলো মুসলমান এবং ফুলের মতো শিশুদের হত্যাকারী কিভাবে ক্ষমার উপযুক্ত হতে পারে? মাওলানা সাহেব আমাকে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে বলেছেন। বিশেষ করে সূরা বুরুজ বেশি বেশি পাঠ করতে বলেছেন। এখন আমার সেই সূরাটি অর্থসহ বেশ মুখস্থ আছে। যেমন ১৪০০ বছর আগে আমার আল্লাহ তা'আলা কেমন সত্য কথা বলেছেন! আমার মনে হয় যে, অদৃশ্যের প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী এতে আমারই ছবি এঁকেছেন।

قُتِلَ أَصْحٰبُ الْاُخْدُودِ . النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ . إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ . وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ .

অর্থ. 'অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা। অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা; যখন উহারা ইহার পাশে উপবিষ্ট ছিল। এবং উহারা মু'মিনদিগের সহিত যাহা করিতেছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

-সূরা বুরুজ-৪-৭

আহমদ ভাই! আপনি এই সূরাটি পড়ুন এবং হেরার কম্পন সৃষ্টিকারী আওয়াজের দিকে একটু লক্ষ্য করুন! (হে আল্লাহ! আপনি কি আমাকে দেখছেন না? আমার আল্লাহ! আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন না? হে আল্লাহ! আপনি আপনার হেরাকে ও অনেক ভালবাসেন না! হেরা গুহা থেকে ও আমাকে ভালোবাসেন তাই না! আপনার ভালোবাসার পর আর কারো ভালবাসার প্রয়োজন নেই। আব্বু! অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করবেন। চাচাজী! অবশ্যই মুসলমান হয়ে যাবেন (হেঁচকির সাথে ক্রন্দনরত)।

প্রশ্ন. আল্লাহর শুকরিয়া, আপনি তার কথা মেনে নিয়েছেন। আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবান, এই পথভ্রষ্টতার অন্ধকারকে আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য ইসলাম ও রহমতের কারণ বানিয়ে দিয়েছেন।

উত্তর. আহমদ ভাই! আপনি আমার জন্য দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং আমার দ্বারা এমন কাজ নেন যার দ্বারা আমার মতো জালেমের অন্তর তৃপ্ত হয়ে যায়। বাস্তবেই কুরআনের এই ফরমানের মধ্যে আমার মতো চিকিৎসাহীন রোগীর অনেক বড় চিকিৎসা রয়েছে। যা ভালো খারাপের মাঝে পার্থক্য করে দেয়। গুজরাটের দাঙ্গায় কিছু নিষ্পাপ মুসলমানের সাহায্য ও জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করতে পেরেছি ভেবে আমার দিল খুব শান্তি পায়। খোদা হাফেজ!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
মাওলানা.আহমদ আওয়াহ নদভী
মাসিক আরমুগান, ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ইং

(১) আশ্রমে নারীর সম্ভ্রম এবং ইসলাম

ভাগ্যবতী আমেনা (অঞ্জু দেবী)-এর সাক্ষাৎকার

হে আল্লাহ! তোমার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। কারও প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমার প্রতি তোমার এ করুণা কম কোথায়– তুমি আমার মতো এক গুনাহগারকে এই শিরকের রাজ্যে ঈমান নসীব করেছ। আমার মতো এক অপবিত্র দাসীকে সাহাবায়ে কেরামের মতো কষ্ট সহ্য করার সুযোগ করে দিয়েছো। হে আল্লাহ! তুমি তো সমস্ত কষ্টকে আমার জন্য আনন্দের উপাদান বানিয়েছো। আমি কোথায় আর ঈমান কোথায়! কিন্তু হে আল্লাহ! আমার খালা ভাববে- এর খোদা একে চায় না। কিংবা সে হয়তো ভাববে আমার খোদা কিছু করতে পারে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার খালার মাধ্যমে আমার ঘরে পৌঁছে দাও।

সিদরাতু যাতিল ফায়যাইন : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

আমেনা : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু :

প্রশ্ন : বোন আমেনা! এটা আল্লাহ তাআলার হেদায়েতের একটি বিস্ময়কর নিদর্শন, তিনি আপনাকে মূর্তিপূজারী পরিবারে হেদায়েতের আলো দেখিয়েছেন। আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য আমার খুব আগ্রহ ছিল। আপনাকে দেখে ও কথা বলতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। ইদানিং আব্বু তাঁর আলোচনায় প্রায়ই আপনার কথা বলেন।

উত্তর : (চোখের পানি ছেড়ে) বোন সিদরাহ্! কোনো সন্দেহ নেই আমার প্রতি করুণাময় সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ অসীম। তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে বিভিন্ন দুয়ারের পূজার অপমান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর দুয়ারে। দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমরণ ঈমানের উপর অটল রাখেন এবং আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

প্রশ্ন : বোন আমেনা! আব্বু আপনাকে এই মুহূর্তে এখানে বিশেষভাবে এই কারণে ডেকেছেন, আমি যেন 'আরমুগান'-এর পক্ষ থেকে আপনার সাথে কিছু কথা বলি। ফুলাত থেকে আরমুগান নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হয়। গত

কয়েক বছর যাবত এতে নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার ছাপা হচ্ছে। কিছুদিন হলো কেবল পুরুষ নওমুসলিমদেরই ইন্টারভিউ ছাপা হচ্ছে। আব্বু আপনাকে ডেকেছেন আমি যেন আপনার সাথে কথা বলি। সাধারণত আমার বড় বোন আসমা সাক্ষাৎকার নিয়ে থাকেন। আমি প্রথমবারের মতো আপনার সাক্ষাৎকার নিচ্ছি ।

উত্তর : হযরত আমাকেও একথা জানিয়েছেন। বলুন, আমাকে কী বলতে হবে?

প্রশ্ন : প্রথমে আপনার বংশীয় পরিচয় দিন।

উত্তর : বর্তমান পৃথিবীর সবচে' বড় মূর্তিপূজক দেশের মূর্তিপূজারী অঞ্চল ঋষিকেশে আমার জন্ম। ঋষিকেশে চারটি বড় আশ্রম রয়েছে। এই আশ্রমগুলোর একটির প্রধান হলেন আমার পিতা। তিনি একজন বিখ্যাত মানুষ। তাঁকে ভারতবর্ষের বড় এক পন্ডিত হিসেবে গণ্য করা হয়। আমার জন্ম ১৯৮৫ সালের ২০ এপ্রিল। আমার পরিবারের লোকেরা আমার নাম রেখেছিলেন অঞ্জু দেবী। আমার দু'জন বড় ভাইবোন রয়েছে। আমার প্রাথমিক লেখাপড়া হয়েছে ঋষিকেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। স্কুলটি আমার আব্বুর ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত। হাইস্কুল পাস করার পর আমি বিজ্ঞানে ইন্টারমিডিয়েট করেছি। তারপর বি এস সি করেছি। এ বছর এম এস সি পড়ছি।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি শোনাবেন কি?

উত্তর : বোন কী বলবো! আল্লাহ তাআলার অসীম রহমত ও করুণায় আমাকে ঢেকে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলার মহান শক্তি ও শান প্রতিদিনই তিনি রাতের অন্ধকার থেকে দিনকে বের করে আনেন। ঠিক এভাবেই আমাকেও মূর্তিপূজার অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোয় নিয়ে এসেছেন। একবার আমাদের আশ্রমে একটি ভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। এক হিন্দু বোন তার যুবতী মেয়েকে নিয়ে আশ্রমে পূজা করতে যায়। আশ্রমের একজন সাধু তাকে কিছু দেয়ার কথা বলে ভেতরে ডেকে নেয়। তারপর তার সঙ্গীদের নিয়ে আগন্তুক মা ও মেয়েকে ধর্ষণ করে। পরে বিষয়টি যখন আশ্রমে জানাজানি হয় তখন আমিও জানতে পারি। আমি আমার আব্বুকে বলি, আপনার আশ্রম এই সাধু-সন্ন্যাসীদেরসহ জ্বালিয়ে দেয়া উচিত। বরং আমাদেরসহ আপনাকেও জ্বলে মরা উচিত। কারণ, আপনি এই আশ্রমের নিয়ন্ত্রক।

মূলত এই ঘটনার পর থেকে আশ্রমের প্রতি আমার ভেতর ঘৃণা জন্ম নেয়।

আমি আশ্রমে গিয়ে পূজা করাও ছেড়ে দিই। এক রাতের ঘটনা– আমি ঘুমিয়ে আছি। স্বপ্নে দেখি, পূজা করতে আশ্রমে গিয়েছি। আর তখনই দু'জন সাধু আমার পেছনে লেগেছে। তারা আমাকে ধরে তাদের কক্ষে নিতে চাইছে। আমি কোনভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে পালাতে শুরু করি। তখন তারাও আমার পেছনে দৌড়াতে থাকে। এভাবে মাইলের পর মাইল আমি ছুটতে থাকি। দুজন সাধুর একজনের নাম মহারাজ। তার বয়স পঞ্চাশ বছর। আশ্চর্য! সেও আমার পেছনে ছুটছে। আমি ক্লান্তিতে প্রায় অবশ হয়ে পড়েছি। ছুটছি আর মনে মনে ভাবছি– আর বুঝি নিজেকে রক্ষা করা গেল না। এরা আমাকে নিশ্চিত ধরে ফেলবে এবং আমার সম্ভ্রম নষ্ট করে ছাড়বে। আমি যখন একথা ভাবছি ঠিক তখনই লক্ষ করলাম, ছোট্ট একটি মসজিদ। মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন মাওলানা সাহেব। তাঁর মাথায় টুপি এবং চোখে চশমা। তিনি আমাকে বললেন, বেটি! এদিকে চলে এসো। মসিজদের ভেতর এসে পড়ো। আমি কোনরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে মসজিদে ঢুকে পড়লাম। মাওলানা সাহেবও দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি আমাকে সস্নেহে বললেন, বেটি! এখানে তোমার কোনো ভয় নেই। এটা তোমার ঘর, এখানে তোমার দিকে কেউ মন্দ দৃষ্টিতে তাকাতেও পারবে না।

এ পর্যন্ত এসে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার অবস্থা তখন ভিন্ন রকম। রাত তখন তিনটা। তারপর থেকে সকাল পর্যন্ত আর ঘুমাতে পারলাম না। স্বপ্নটি আমার কাছে বাস্তব ঘটনা বলে মনে হতে লাগলো। মনে হলো বাস্তবেই আমি এমন এক অবস্থার শিকার হয়েছি। আমার অবস্থা তখন ভয়াবহ। সকাল দশটার দিকে মনে হলো, এই পন্ডিতদের হাত থেকে আমার সম্ভ্রম রক্ষা পাবার নয়। আমাকে কোনো মাওলানা খুঁজে বের করতে হবে, হয়তো বা ইসলামই আমার সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারবে। তারপর আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। এটা তো একটা স্বপ্নমাত্র। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল– ভেতর থেকে কে যেন আমাকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছে– হোক না স্বপ্ন, এটা শত সত্যের চেয়েও সত্য! আমি যখন এরকম এক দ্বন্দ্বের মধ্যে ঘোরপাক খাচ্ছি তখন আমার মন বললো– আচ্ছা, আমি আমার ফোনটা ঘুরিয়ে দেখি না। যদি কোনো মুসলমানের সাথে আমার ফোনের সংযোগ হয়ে যায়, তাহলে বুঝবো ইসলাম ধর্মেই আমার সম্ভ্রম রক্ষা পাবে। সুতরাং আমার মুসলমান হয়ে যাওয়া উচিত। আর যদি ফোনের সংযোগ কোনো হিন্দুর সাথে হয় তাহলে বুঝবো

এটা নিছক একটা স্বপ্ন।

মনেমনে আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করলাম। প্রার্থনা করলাম-মালিক! তুমি আমার কাছে সব পরিষ্কার করে দাও। আমাকে এই দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করো। তারপর ফোন দিলাম। রিং হলো। ওপাশ থেকে রিসিভ করা মাত্র জিজ্ঞেস করলাম– আপনি কে বলছেন? জবাব এলো– মাহমূদ বলছি। আমি বললাম, কোত্থেকে বলছেন? তিনি বললেন– মোজাফ্ফরনগরের একটি গ্রাম থেকে। বললাম, আমি মুসলমান হতে চাই। তিনি বললেন, মুসলমান হতে চাও কেন? আমি বললাম, ইসলাম সত্য ধর্ম। আমার মনে হয় ইসলামের মধ্যেই আমার সম্ভ্রম রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্যই আমি মুসলমান হতে চাই। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন– তুমি কোত্থেকে বলছো? বললাম, ঋষিকেশ থেকে বলছি। তিনি তখন বললেন– মুসলমান হতে চাইলে তোমাকে ফুলাতে যেতে হবে। সেখানে আমাদের হযরত থাকেন। তাঁর নাম মাওলানা কালিম সিদ্দিকী। ফুলাত মোজাফফরনগরের একটি গ্রাম। তোমাকে আমি তাঁর ফোন নাম্বার দিব। আমি বললাম, এখনই দিয়ে দিন। বললেন– এখন আমার কাছে নেই, আমি খুঁজে দেখছি, তুমি এক ঘন্টা পর ফোন করো। আমি তাঁকে বললাম– আচ্ছা, আমি যদি মুসলমান হই তাহলে তো আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে জায়গা দেবে না– তখন আমি কোথায় যাবো?

তিনি বললেন– আমার একজন বড় ছেলে ছিল এক্সিডেন্টে মারা গেছে, এখন আরেক ছেলে আছে। তার বয়স বর্তমানে পনের বছর। তুমি যদি মুসলমান হও তাহলে আমি তার সাথে বিয়ে দিয়ে দেব। তুমি আমার ঘরেই থাকবে। আমি বললাম– এই অঙ্গীকার মনে রাখবেন তো? তিনি বললেন– অবশ্যই মনে থাকবে। আমি তখন চরম অস্থিরতায় কাঁপছি। এক ঘন্টা অপেক্ষা করা আমার জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। পঞ্চাশ মিনিট পার হতেই আমি ফোন করে বসি। কিন্তু তখনও তিনি মাওলানা সাহেবের ফোন নম্বর যোগাড় করতে পারেননি। তারপর এক ঘন্টা আধা ঘন্টা পরপর ফোন করতে থাকি এবং ক্ষমা চেয়ে বলি, আমি আপনাকে পেরেশান করছি। কিন্তু কী করবো, ইসলাম ছাড়া আমি থাকতে পারছি না।

তিনি আমাকে বললেন– তোমাকে আর ফোন করতে হবে না। সকালে আমিই তোমাকে ফোন করবো। রাতটা খুব কষ্টে পার হলো। সকাল ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকলাম। তারপর নিজেই ফোন করলাম। তিনি বললেন– এখনও

ফোন নম্বর সংগ্রহ করতে পারিনি। বাড়ুলিতে একজন লোক পাঠিয়েছি। সে ফোন নম্বর নিয়ে এলে আমিই তোমাকে ফোন দিব। সাড়ে এগারটায় তাঁর ফোন পেলাম। আমি ফোন নম্বরটি পেয়েই মাওলানা সাহেবকে ফোন করলাম– ফোন বাজতেই মাওলানা সাহেব রিসিভ করলেন এবং বললেন– আসসালামু আলাইকুম! আমি বললাম– জী, সালাম! আপনি কি মাওলানা কালিম সিদ্দিকী বলছেন? তিনি বললেন– হ্যাঁ, কালিম বলছি। বললাম– আমি মুসলমান হতে চাই। তিনি বললেন, তুমি কোত্থেকে বলছো? আমি বললাম– ঋষিকেশ থেকে। তিনি বললেন– এখানে তুমি কিভাবে আসবে? বললাম– আমি একাই চলে আসতে পারবো। মাওলানা সাহেব বললেন– তুমি ফোনেই কালেমা পড়ে নাও, তিনি এও জানালেন ফোনেও মুসলমান হওয়া যায়। আর যাবে না কেন– সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি তোমার অন্তরের কথাও জানেন। তাঁকে হাজির-নাজির মনে করে কালেমা পড়ে নাও আর শপথ করো, আমি মুসলমান হয়ে কুরআন শরীফ এবং আল্লাহ তা'আলার সত্য নবীর বর্ণিত পথে জীবন-যাপন করবো। আমি বললাম– তাহলে আমাকে কালেমা পড়িয়ে দিন। মাওলানা সাহেব আমাকে কালেমা পড়িয়ে দিলেন এবং বললেন– সঙ্গে হিন্দীতে এর অর্থটাও বলো। কিন্তু কথা শেষ হওয়ার আগেই আমার ফোনটা কেটে গেল। ব্যালেন্স শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি দ্রুত দোকানে গেলাম এবং ফোনে টাকা ভরলাম। কিন্তু তারপর আর ফোনে মাওলানা সাহেবকে পাচ্ছি না। আমার তখন কী যে অস্থিরতা! পারলে নিজেই নিজেকে অভিশাপে জ্বালিয়ে ফেলি।

আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকি– অঞ্জু! তোমার মনে নিশ্চয়ই কোনো খুঁত ছিল, এ জন্যই তোমার ঈমান অপূর্ণ রয়ে গেল। আমি আমার পালনকর্তার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম, ডাকতে লাগলাম– হে সত্য মালিক! তুমি আমার সামনে ঈমানের প্রদীপ জ্বালিয়েছো, আমি তো অপবিত্র, ঈমানের উপযুক্ত নই। কিন্তু তুমি তো দাতা! যাকে খুশি তাকে ভিক্ষা দিতে পারো, তুমি আমাকে ঈমান ভিক্ষা দাও। তৃতীয় দিন আমি কেঁদে কেঁদে আমার মালিকের কাছে প্রার্থনা করলাম। তারপর ফোন করতেই মাওলানা সাহেবকে পেয়ে গেলাম। তাঁকে পেয়ে যারপরনাই খুশি হলাম এবং বললাম, মাওলানা সাহেব! আত্মার অপবিত্রতার কারণে আমার ঈমান অপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল।

মোবাইলে পয়সা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমি অবিরাম চেষ্টা করতে থাকি কিন্তু আপনাকে কোনভাবেই পাচ্ছিলাম না। মাওলানা সাহেব অত্যন্ত

দরদের সাথে আমাকে বললেন– বেটি! তোমার ঈমান পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমিই তোমাকে ফোন করবো ভাবছিলাম, কিন্তু তখন একটি জরুরী প্রোগ্রামে যাচ্ছিলাম। আমার এক সফরসঙ্গী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার সাথে কথা বলছিলেন। যে কারণে ফোন করতে পারিনি। তারপর ব্যস্ততা এতই বেশি ছিল যে, ফোন মাঝে-মাঝে নামে মাত্র খুলেছি। আমি বললাম– এবার আপনি আমাকে পুনরায় কালেমা পড়িয়ে দিন।

আমার ফোন আবার কেটে গেল। আমার অবস্থা তখন ভয়াবহ। দম বন্ধ হবার উপক্রম। আমি মালিকের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম– মালিক! আজও কি আমার ঈমান অপূর্ণ থেকে যাবে? ঠিক এমন সময় মাওলানা সাহেবের 'ফোন এলো'। আনন্দিত হয়ে ফোন রিসিভ করলাম। মাওলানা সাহেব বললেন– আমিই তোমার ফোন কেটে দিয়েছি। যদি আবার পয়সা শেষ হয়ে যাবার কারণে তোমার ফোন বন্ধ হয়ে যায়। তারপর তিনি বললেন– কালেমা পড়! আমি কালেমা পড়লাম। হিন্দীতে অঙ্গীকার করলাম। তিনি আমাকে কুফর, শিরকসহ সব ধরনের পাপ থেকে তওবা করালেন। আল্লাহ ও তার নবীর আনুগত্যের উপর শপথ করালেন। তারপর মাওলানা সাহেব প্রশ্ন করলেন– আমার ফোন নম্বর তোমাকে কে দিল? বললাম– মোজাফফর নগরের মাহমূদ সাহেব। তিনি বললেন– এখন তুমি কী করবে? বললাম– আমি সবকিছু আগেই ভেবে রেখেছি। মাহমূদ সাহেব কথা দিয়েছেন, তিনি আমার দেখাশোনার দায়িত্ব নেবেন। মাওলানা সাহেব আমাকে অনেক দুআ দিলেন আর বললেন– যে কোনো সমস্যায় প্রয়োজনে আমাকে ফোন দিতে পারো।

প্রশ্ন: তারপর আপনি কী করলেন?

উত্তর : মাহমূদ সাহেবকে (যিনি এখন আমার শ্বশুর আব্বা) ফোন দিলাম। বললাম, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। তিনি বললেন– কিভাবে? বললাম– হযরত ফোনেই আমাকে কালেমা পড়িয়ে দিয়েছেন আর বলেছেন– ফোনে আর সাক্ষাতে কালেমা পড়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমি আব্বুকে বললাম– এখন তো আমি ঋষিকেশে থাকতে পারবো না, আব্বাজি বললেন– বেটি! তুমি আমাদের দেখনি আর আমরা তোমাকে দেখিনি। কী তোমার পরিচয়? তোমার বাবা কী করেন? বললাম– আমার পিতা ঋষিকেশের একটি বড় আশ্রমের পন্ডিত, আমি এখন এমএসসি পড়ছি। আব্বু বললেন– বেটি! তুমি অত্যন্ত বড় ঘরের মেয়ে। আমি গরীব মানুষ। আমি বললাম– আপনার ঘরে এসে আমি

মজদুরি করে খাব। তিনি বললেন– আমার ছেলের বয়স পনের। সে এখনও কাজ-কাম কিছু করে না। বললাম– তাকে আমিই লালন-পালন করবো। তিনি বললেন– তুমি কি গোশত খাও? বললাম– গোশতের প্রতি আমার এক ধরনের ভয় আছে। তবে খুব তাড়াতাড়িই খেতে শুরু করবো। তিনি বললেন– আমার একটি মোরগের দোকান আছে। তাছাড়া আমি একজন কসাই মানুষ। আমার প্রতিদিনকার আয় একশ' রুপি। তুমি আমাদের সাথে কীভাবে থাকবে? বললাম– আমিও কসাই হয়ে যাবো। তিনি বললেন– দেখ বেটি! তুমি অত্যন্ত উঁচু বংশের মেয়ে। তাছাড়া অল্প দিনের জন্য তো নয়, সারা জীবনের ব্যাপার। তুমি আমাদের সাথে থাকতে পারবে না। আমি বললাম– দেখুন! ইসলামে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কাবাঘর ভাঙ্গার সমান অপরাধ। তিনি বললেন– আমি হযরতের সাথে পরামর্শ করে তোমাকে জানাচ্ছি।

প্রশ্ন: তারপর কী হলো?

উত্তর : আব্বু মাওলানা সাহেবকে ফোন করলেন। বললেন– আপনার সাথে সাক্ষাত করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। মাওলানা সাহেব জানালেন– আমার অবিরাম সফর চলছে। অন্তত দুই সপ্তাহ পর ফুলাত আসবো। আব্বু বললেন– আপনি যখন মুম্বাই থাকবেন তখন আমি আপনার সাথে দেখা করবো। হযরত তখন বললেন– আপনার গ্রামের কাছেই কান্ধালার পাশে রাধোরা গ্রামে আমার প্রোগ্রাম আছে। আপনি সেখানেই চলে আসুন, দেখা হবে। আব্বু সেখানে গেলেন এবং পুরো কাহিনী শোনালেন। মাওলানা সাহেব তখন আব্বুকে বললেন– আপনি একজন ভাগ্যবান মানুষ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটিকে নিয়ে আসুন। যদি এর জন্যে পুরো পরিবারকে জীবন দিতে হয় তবুও এমন একটা ঈমানদার মেয়ের ঈমানের হেফাযত করা উচিত। আর এ-ও বলে দিলেন এর নাম রাখবেন আমেনা। সঙ্গে বিয়ে-শাদীসংক্রান্ত কাগজপত্রের জন্যে কয়েকজন উকিলের ঠিকানা দিয়ে দিলেন। এদিকে মূর্তিপূজারী পরিবেশে অবস্থান করাও আমার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানকার প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে একেকটি মাস মনে হচ্ছিল। নিজেকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না।

দুদিন পর ঠিকানা জোগাড় করে আমি নিজেই আব্বুর ঘরে পৌঁছে যাই। সেখানে দু'দিন থাকি। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে মিরাঠ যান। পথে হযরতের সাথে সাক্ষাতের প্রোগ্রাম হয়। আমার ভাগ্য খুবই ভালো ছিল। হযরত তখন ফুলাতেই ছিলেন। বোন সিদ্‌রাহ! আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না তাঁকে

দেখার পর আমার অনুভূতি কী হয়েছিল। আমি শিশুর মতো তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম; স্বপ্নে আমাকে যিনি মসজিদে আশ্রয় দিয়েছিলেন, ইনি সেই মাওলানা। সেই চশমা, সেই টুপি! আমি তখন বারবার বলতে থাকি– আপনিই তো সেই! আপনিই তো ছিলেন! আসলে তখন আমি এতোটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম যে, ভুলেই গিয়েছিলাম একজন অপরিচিত পুরুষের সাথে আমি আমার যৌবন বয়সে কথা বলছি। আমার মনে হচ্ছিল, আমি একটি ছোট্ট শিশু, আমি আমার মায়ের সাথে কথা বলছি। সেখান থেকে আব্বুর সাথে মিরাঠ গেলাম।

আমার ইসলাম গ্রহণসংক্রান্ত কাগজপত্র সম্পন্ন করলাম। এক মাসের ভেতর নামায শিখে নিলাম। প্রতিদিন ফাযায়েলে আমাল পড়তাম। পরিবারের সকলেই আমাকে খুবই ভালোবাসেন। গ্রামের মেয়েরা আমাকে বরাবর সঙ্গ দেয়। আব্বুর এক নিকটাত্মীয়, কোনো এক বিষয়ে আব্বুর সাথে তার বিরোধ ছিল। আমার বিষয়টি সে জানতে পারে। তারপর থানায় গিয়ে আব্বুর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করে যে, এই লোক ঋষিকেশ থেকে একটি হিন্দু মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে। থানা ঋষিকেশের সাথে যোগাযোগ করে। তারপর ঋষিকেশ থেকে পুলিশ এসে স্থানীয় পুলিশ সঙ্গে করে তারা আমাকে ও আব্বুকে তাদের গাড়িতে তুলে নেয়। জিপের পেছনে আমি ও আব্বু বসে আছি। গাড়ি যখন চলছে তখন আমি আব্বুকে বললাম– আমি ড্রাইভারকে বলছি। ড্রাইভার গাড়ি স্লো করার সাথে-সাথে আপনি লাফিয়ে নেমে পড়বেন এবং পালিয়ে যাবেন। আব্বু বললেন– তখন তোমার কী হবে? আমি বললাম– আল্লাহর উপর আস্থা রাখুন। আমার আল্লাহ আমাকে স্বীয় ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দেবেন। আমি ড্রাইভারকে ডাকলাম। ড্রাইভার সাহেব একটু থামুন, একটু থামুন! ড্রাইভার সাহেব গাড়ি খানিকটা স্লো করলেন। গাড়ি যখন ষাট কিলোমিটারে নেমে এলো তখন আব্বু গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তিনি কিছুটা ব্যাথাও পেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ গাড়ি থামায়নি। কারণ, গ্রামের লোকেরা পাথর হাতে পেছন থেকে পুলিশকে ধাওয়া করছিল।

প্রশ্ন: তারপর কী হলো?

উত্তর : তারপর আল্লাহ আমার ঈমান নির্মাণ করলেন– ফাযায়েলে আমালে লেখা সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাগুলো আমি পূর্বেই পড়েছিলাম। এই গল্পগুলোর স্বাদ নেয়ার সুযোগ হলো। পরিবারের লোকেরা আমাকে প্রচুর শাস্তি দিয়েছে।

মহিলা পুলিশ দিয়ে নানাভাবে নির্যাতন করেছে। মার-পিট করেরেছে। মার-পিট করেছে। কিন্তু আমি তাদের বারবার এ কথাই বলেছি, আমার শারীরকে কেটে টুকরোটুকরো করে ফেল, কিন্তু আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে যে ঈমান প্রবেশ করেছে তা বের করতে পারবে না। আমার শরীর রক্তাক্ত দেখে যে কেউ কেঁদে ফেলতো। আমাকে যারা মারতো তাদের চোখেও আমি অশ্রু দেখেছি। কিন্তু আমার কান্না পেত না। আমি বরং এক ধরনের স্বাদ আস্বাদন করতাম। আমার কাছে মনে হতো যে, আল্লাহর ভালোবাসায় আজ আমি নির্যাতিতা হচ্ছি, তিনি আমাকে দেখছেন।

আমার প্রতি কত যে খুশি হচ্ছেন! আমার মা দুইবার আমার গলা টিপে ধরেছেন। আমার বড় ভাই বারবার আমার দিকে তেড়ে আসতেন। কেবল আমার দূর সম্পর্কের এক খালা- তার মনটাই আল্লাহ তাআলা কিছুটা নরম করে দিয়েছিলেন। তিনি বারবার আমাকে তাদের হাত থেকে ছাড়াতেন। তারা আমার বিয়ে শাদীর ব্যাপারেও চিন্তা করতে লাগলো। আমি তাদের স্পষ্ট করে বলে দিলাম– আমার বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আমি যার, একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। মনে রেখ, এটা মুসলমানের জীবন। তোমাদের আশ্রমে লালিত বিলাসীদের জীবন নয়। আমি তোমাদের এই মুশরিক পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারবো না, হয়তো আমাকে মেরে ফেল নয়তো এখান থেকে যেতে দাও। আমাকে যদি এখানে রাখতে চাও তাহলে একটাই পথ তোমরা সকলে মুসলমান হয়ে যাও। আমাকে মেরেমেরে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বরং তারা হেরে গিয়েছিল। আমাকে কয়েকবার বিষপান করানোর পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়।

কয়েকবার আমার আব্বুর কাছে ফোনও করা হয় যে, এই মেয়েকে এসে নিয়ে যাও। যখন তিনি আসার জন্য প্রস্তুত হন তখন আবার ফোনে নিষেধ করে দেয়া হয়। একদিন আমার পিতা আমার আব্বুকে ফোন করে জানালেন– আমরা এই মেয়েকে বিদায় করে দিচ্ছি কিন্তু সেটা কিভাবে করবো? আপনি মুসলমান আর আমরা হিন্দু। আব্বু বললেন– এর সুরাহা তো খুব সহজ, আপনারাও মুসলমান হয়ে যান। মুসলমান হয়ে যদি মেয়েকে এখানে না দিতে চান তাহলে আমি আমার কলিজার টুকরা ছেলেকেই আপনার ওখানে পাঠিয়ে দেব।

একদিন আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে খুব মারধর করছিল। আমার

সেই খালা খুব কষ্টে আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন। ঘরের লোকজন চলে যাবার পর খালা আমাকে বললেন– অঞ্জু! তুই যে মালিকের প্রতি ঈমান এনেছিস তিনি যদি সত্যিই তোকে ভালোবাসেন, তাহলে তুই তাঁকে একথা কেন বলিস না– হে মালিক! তুমি আমাকে এখান থেকে বের করে নাও। খালা এ কথা বলে চলে গেলেন। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে ওযু করলাম। তারপর দুই রাকাত সালাতুল হাজত নামায পড়লাম, অতঃপর প্রাণখুলে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলাম, হে আল্লাহ! তোমার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। কারও প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমার প্রতি তোমার এ করুণা কম কোথায়– তুমি আমার মতো এক গুনাহগারকে এই শিরকের রাজ্যে ঈমান নসীব করেছ। আমার মতো এক অপবিত্র দাসীকে সাহাবায়ে কেরামের মতো কষ্ট সহ্য করার সুযোগ করে দিয়েছো। হে আল্লাহ! তুমি তো সমস্ত কষ্টকে আমার জন্য আনন্দের উপাদান বানিয়েছো। আমি কোথায় আর ঈমান কোথায়! কিন্তু হে আল্লাহ! আমার খালা ভাববে- এর খোদা একে চায় না। কিংবা সে হয়তো ভাববে আমার খোদা কিছু করতে পারে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার খালার মাধ্যমে আমার ঘরে পৌঁছে দাও।

আমার আব্বু কোনো কুলকিনারা না পেয়ে আশ্রমের লোকদের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা পরামর্শ দিল– এই মেয়ে অধর্ম হয়ে গেছে। এখন তাকে যতই মারধর করা হবে ততই পুরো ঋষিকেশে এটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা চলবে। সবচে' ভালো হয় একে এর স্বামীর ঘরে নীরবে পাঠিয়ে দেয়া হোক। তারপর আমার পিতা আব্বুকে ফোন করলেন। বললেন– আপনারা আমাদেরকে ভয় করছেন আমরাও আপনাদেরকে ভয় করছি। ভালো হয় মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গা ঠিক করেন। যেখানে আমরা অঞ্জুকে নিয়ে আসবো। আপনারা সেখানে থাকবেন। পরস্পর কথা বলে ঠিক করলেন সাহারানপুর। আব্বু তার এক পরিচিত জনের ঠিকানা দিলেন। পরের দিন সকালে আমার পিতা এবং খালা আমাকে নিয়ে সাহারানপুর চলে এলেন। তারপর খুশি মনে আমি আমার স্বামীর বাড়ীতে চলে এলাম। আমি খালাকে বললাম–খালা দেখলেন! আমি এদিকে আল্লাহকে বললাম আর সাথেসাথে তিনি ওদিকে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার পিতাজীকে বাধ্য করলেন– আমাকে এখানে পৌঁছে দিতে। খালা বলুন, এমন আল্লাহর প্রতি ঈমান না এনে বেঁচে থাকা যায়! আমার কথায় খালা খুবই আশ্চর্য হলেন। সাহারানপুর

থাকতেই আমি আমার খালাকে ঈমানের দাওয়াত দিলাম। তিনি সঙ্গেসঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। আমি চলতি পথেই তাঁকে কালেমা পড়ালাম।

প্রশ্ন: গ্রামে পৌঁছার পর কী হলো?

উত্তর : গ্রামের লোকেরা আগেই জেনেছিল। পুরো গ্রামের মানুষ পথে নেমে এসেছিল। মনে হচ্ছিল গ্রামে যেন ঈদ শুরু হয়েছে। আমার সেই খুশি এবং আনন্দ এখনও মিলিয়ে যায়নি। একবার এক অনুষ্ঠানে আমি মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন আমাকে বললেন– পুরো গ্রামের মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! গ্রামের অনেক মেয়েই আগে নামায পড়তো না, রোযা রাখতো না। দীন থেকে তারা অনেক দূরে ছিল। এখন তারা নিয়মিত নামায-কুরআন পড়ছে। নফল নামায, নফল রোযাও রাখতে চেষ্টা করছে। তাছাড়া আমিও এখানে প্রাণখুলে ইবাদত-বন্দেগীর সুযোগ পাচ্ছি। কুরআন শরীফ পড়ছি। পরিবারের লোকেরা আমাকে খুবই ভালোবাসে।

প্রশ্ন: আপনি কি গোশত খেতে শুরু করেছেন?

উত্তর : আল্লাহ তাআলা গোশতকে হালাল করেছেন। গোশতকে খাদ্যের রাজা বানিয়েছেন। এখন গোশত আমার একটি প্রিয় খাদ্য। তাছাড়া ইসলামের কথাই হলো– আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা পছন্দ করেন তাই আমার পছন্দ হতে হবে। আমার প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, এখন যে বিষয়েই আমি জানতে পারি, এটা আল্লাহ কিংবা রাসূলের প্রিয়, তখনই সেটা আমারও প্রিয় হয়ে যায়। একসময় আমি মিষ্টি পছন্দ করতাম না। আসলে আমার রুচি বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো। ফলে আমি কখনও মিষ্টি খেতাম না। পরে জানতে পারি এটা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব পছন্দ করতেন। এখন এটা আমার প্রিয় খাবার। মনে হয় যেন মিষ্টি আমার সেই কতদিন থেকে প্রিয় খাবার!

প্রশ্ন: আপনার পরিবারের সাথে কোনো যোগাযোগ আছে কি?

উত্তর : আব্বু এবং আমার বোন মাঝেমাঝে ফোন করেন। তারা কথা দিয়েছেন, একবার এখানে আসবেন।

প্রশ্ন: আপনি তাদের ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন?

উত্তর : আমি তাদের জন্য দুআ করছি। ঠিক দুআও নয়, বরং ইচ্ছা করেছি তাদের জন্য দুআ করবো। এমনভাবে দুআ করবো যেটাকে দুআ বলা হয়।

তারপর অবশ্যই তারা মুসলমান হয়ে যাবেন। আসলে দুআও তো আল্লাহ তাআলাই করান। আমি আশায় আছি এমন একটা দুআ আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়ে করাবেন।

প্রশ্ন: বোন আমেনা! আরমুগানের পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

উত্তর : আমি আমার হযরতের আলোচনায় একথা বারবার শুনেছি। আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের আলো পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাঁচা-পাকা প্রতিটি ঘরে ইসলাম পৌঁছাবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। মুসলমানগণ যদি এখন তাদের দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য মুসলমানদের মুহতাজ নন। আমার হযরত বলেছেন, ঋষিকেশের ঘরে বসে আমার মুসলমান হয়ে যাওয়াটা মুসলমানদের জন্য একটি সংকেত। সুতরাং অন্যদের মাধ্যমে হেদায়েতের কাজ আঞ্জাম পাওয়ার আগেই মুসলমানদের উচিত, এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়া।

প্রশ্ন: আপনাকে অনেক শুকরিয়া। আপনার জীবনকাহিনী শুনে আমাদের ঈমানও তাজা হয়ে উঠেছে।

উত্তর : আপনাকেও অনেক শুকরিয়া। দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
সিদরাতু যাতুল ফায়যাইন
মাসিক আরমুগান, জুন– ২০০৮

(২) মৃত্যুর পুর্বে ঈমান পেয়ে জান্নাতের দৃশ্য দেখেছি
বোন আয়েশার (বেলোন্দ্র কোর)
সাক্ষাতকার

ঈমানের নেয়ামতের মূল্যায়ন করুন। ঈমানের সঙ্গে একদিন, ঈমানবিহীন হাজার বছর বেঁচে থাকার চেয়েও শ্রেয়। আর গোটা জগতের প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরিত নবীর উম্মত হওয়ার কারণে গোটা পৃথিবীর মানুষকে দুনিয়ার এই কয়েদখানা থেকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ফিকির করুন। আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দুআ করুন, যেন সবার শেষ নিঃশ্বাস ঈমানের উপর হয়।

আসমা যাতুল ফাওযাইন : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আয়েশা : ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

প্রশ্ন : আয়েশা দিদি! কী ব্যাপার, এবার তো অনেক দিন পর এখানে এলেন?

উত্তর : বোন আসমা! আমি তো আসার জন্য উন্মুখ ছিলাম কিন্তু হযরতজীকে ফোনে পাচ্ছিলাম না। কিভাবে যেন এবার তাঁকে পেয়ে গেলাম এবং সময় চেয়ে এসে পড়লাম।

প্রশ্ন : আসলে আমাদের এখান থেকে আরমুগান নামে একটি উর্দু মাসিক পত্রিকা বের হয়। আব্বু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন আরমুগানের জন্য আপনার একটি সাক্ষাৎকার নেই।

উত্তর : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আরমুগান সম্বন্ধে জানি। কিছু কিছু উর্দু পড়তেও শিখেছি। এখন আরমুগানও দেখে দেখে পড়তে পারি।

প্রশ্ন : প্রথমে আপনার পারিবারিক পরিচয় বলুন।

উত্তর : আমি ১৯৬৫ সালের ৩ রা জুন পিরোজপুর জেলার এক গ্রামের শিখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আব্বুর নাম শ্রী ফতেহ সিং। তিনি ছিলেন এলাকার শিক্ষিত জমিদারদের একজন। আমার পুরনো নাম ছিল বেলোন্দ্র কোর। শহরের গুরু গোবিন্দ সিং কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করেছি। জলন্ধরের এক শিক্ষিত পরিবারে আমার বিয়ে হয়। আমার স্বামী তখন পুলিশের এস.ও (S.O) ছিলেন। সাহসিকতা ও দক্ষতার কারণে পদোন্নতি হতে হতে তিনি ডি.এস.পি. হয়ে যান। আমার দুই ছেলে এক মেয়ে। তিনজনই পড়াশোনা করছে।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছু বলুন!

উত্তর : আশা কোর নামে আমার একটি ছোট বোন ছিল। আব্বু তাকেও পুলিশের এক থানা ইনচার্জের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। সে ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। তার স্বামী তাকে খুবই ভালোবাসত। বিবাহের পর থেকে আমার বোনটি অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ থাকতো। নিত্যই তার অসুখ-বিসুখ কোনো একটা লেগে থাকতো। চিকিৎসা করালে কিছুটা ভালো হতো, তারপর আবার অসুস্থ হয়ে পড়তো। তার স্বামী এতে অনেক টাকা ব্যয় করেছে, কিন্তু কোনো উপকার হয়নি। বাধ্য হয়ে ঝাঁড়ফুককারী করিবাজকেও দেখিয়েছে। কেউ বলল, তার উপর 'উপরের প্রভাব' (জ্বীন-ভুত) রয়েছে। কিন্তু কেউ চিকিৎসা করতে পারেনি। একজন বলল, মালির কোটলায় এক মহিলা আছে, সে এর চিকিৎসা করে। তাকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হল। সে মহিলা কিছু ঝাড় ফুঁক করার পর সে আরাম বোধ করল। তিনি আশাকে বললেন, তুমি এই দু'চারদিনের কষ্ট সহ্য করতে পারছো না, তাহলে দোযখের চিরস্থায়ী কষ্ট সহ্য করবে কিভাবে? এজন্য সেই কষ্ট দূর করার ফিকির করো। আর তার ব্যবস্থা হল, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। আমার বিশ্বাস মুসলমান হয়ে গেলে তোমার এই রোগ ভালো হয়ে যাবে। তারপর আমি তোমাকে আমার হযরতজীর কাছে নিয়ে যাবো। তিনিও তোমার জন্য দুআ করবেন। আমি আশাবাদী, আল্লাহ তাআলা তোমাকে অবশ্যই সুস্থ করে দিবেন।

আশা তাকে বলল, ঠিক আছে, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখব। তিনি বললেন, ঈমান আনা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ ব্যাপারে স্বামীর অনুমতিরও প্রয়োজন নেই। বরং স্বামী যদি বিরোধিতাও করেন এমনকি মারধোর করে বা তাড়িয়েও দেন তবুও ঈমান গ্রহণ করার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত। কেননা এতে সৃষ্টিকর্তা মালিককে সন্তুষ্ট করে সে চিরস্থায়ী জান্নাত অর্জন করতে পারবে। আশা বলল, তারপরও পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং চিন্তা-ভাবনার দরকার আছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি যথা শ্রীঘ্রই পরামর্শ করে ফিরে আসবে। আমি তোমাকে কালিমা পড়িয়ে আমাদের হযরতজীর ওখানে পঠিয়ে দেবো।

সে বাড়িতে ফিরে স্বামীকে বলল, আমি বেশ আরাম বোধ করছি কিন্তু আপা বলেছেন, তুমি মুসলমান হয়ে গেলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে। আশার স্বামী তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতো। বলল, যা ইচ্ছা কর, যা ইচ্ছা হও তুমি সুস্থ হলেই আমি খুশি। আশা ফোন করে আপাকে বলল, আমাকে আপনাদের হযরতজীর ঠিকানা বলুন। আমি গিয়ে তার হাতেই মুসলমান হতে চাই। তিনি

হযরতজীর ফোন নাম্বার দিয়ে দিলেন। ২৫ শে মে, ২০০৪ সালের সকালে আশা হযরতজীকে (মাওলানা কলিম সিদ্দিকী সাহেব) ফোন করল। আশা আমাকে বলেছে, আমি হযরতজীকে বললাম, আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসতে চাই। তবে আমার স্বামী, সন্তান এবং ঘরের লোকজন মুসলমান হবে না। আমি একাই মুসলমান হবো। মাওলানা সাহেব কারণ জানতে চাইলে মালির কোটলার সেই আপার সঙ্গে আশার যে কথাবার্তা হয়েছিল তা খুলে বলল। হযরতজী বললেন, তুমি তার কাছেই কেন কালেমা পড়ে নিলে না? আশা পীড়াপীড়ি করল, না জনাব, আমি আপনার নিকটই কালিমা পড়তে চাই। মাওলানা সাহেব বললেন, আমার নিকট পড়তে চাও তো এখনই ফোনে পড়ে নাও। আশা বলল, না, আমি আপনার নিকট হাজির হয়েই কালিমা পড়তে চাই। মাওলানা সাহেব বললেন, বোন! জীবন-মরণের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া তুমি তো অসুস্থও বটে। সুস্থ ব্যক্তিরই এক নিঃশ্বাসের ভরসা নেই, পরবর্তী শ্বাস সে নিতে পারবে কিনা তারও কোনো ভরসা নেই। তাই ফোনেই কালিমা পড়ে নাও। এখানে যখন আসবে তখন আবার নতুন করে পড়িয়ে দেবো। মাওলানা সাহেবের এ কথায় আশা বলল, ঠিক আছে পড়িয়ে দিন কিন্তু আসলটা আমি এসেই পড়বো।

মাওলানা সাহেব বললেন, আসলটা এখনই পড়ে নাও। নকলটা এখানে এসে পড়ো। আশা রাজী হয়ে গেল। মাওলানা সাহেব তাকে কালিমা পড়ালেন। ইসলামের মোটা মোটা কথাগুলো বোঝালেন। বললেন, এখন তোমাকে নামায শিখতে হবে এবং সব ধরনের অনৈসলামী উৎসব, পূজা এবং রুসুম থেকে বেঁচে থাকতে হবে। নাম জিজ্ঞেস করে মাওলানা সাহেব বললেন, আশার পরিবর্তে তোমার ইসলামী নাম রাখা হল 'আয়েশা', আর এটা আমাদের রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি সাহেবার নাম। ফোন শেষ হলে সে তার ইসলাম গ্রহণের কথা খুশীতে পরিবারের সবাইকে জানিয়ে দেয়। স্বামীকেও সে একথা জানায়। আমিও জলন্ধর থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আমাকেও সে এ সংবাদ শোনায়।

আমার কিছুটা খারাপও লেগেছিল যে, ধর্ম বদল করে কিসের খুশি উদযাপিত হচ্ছে! মাওলানা সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা বলে এবং কালিমা পড়ে না জানি সে কি পেয়ে গিয়েছিল। আমি বারবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। মুখ নয় যেন ফুল ফুটে আছে। এক আশ্চর্য ধরনের নূর তার চেহারা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছিল। ওকে বললাম, আশা! আজ তোমার চেহারা কেমন ঝলমল করছে। সে

বলল, আমার চেহারায় ঈমানের নূর চমকাচ্ছে। সারাটি দিন সে এতই খুশি ছিল, সম্ভবত ঘরের লোকজন দশ বছরের মধ্যে এই প্রথমবার তাকে এত খুশি ও সুস্থ দেখল। কয়েক বছর পর সে নিজ হাতে খানা রান্না করল এবং সবাইকে জোর জবরদস্তি করে খাওয়ালো। ঘুমানোর পূর্বে সে গোসল করল এবং কালিমা পড়া আরম্ভ করল। কালিমাটি সে একটি কাগজে লিখে রেখেছিল। প্রথমে সে এটাকে ভালো করে মুখস্থ করল তারপর জোরে জোরে পড়তে লাগল।

হঠাৎ সে অসংলগ্ন ও এলোমেলো কথাবার্তা শুরু করে দিল। বলতে লাগল, 'স্বর্ণের এই মহল কতই না মনোরোম। এটা কার মহল?' যেন সে কারও সঙ্গে কথা বলছে। তারপর অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলল, 'এটা আমার। এটা আমার। এটা জান্নাতের মহল। সে খুব খুশী হল, আচ্ছা! আমি তাহলে জান্নাতে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর বলতে লাগল, ফুলের এই সুন্দর তোড়া কার জন্য এনেছো? আহা! এটা কতই না প্রিয় ফুল। আচ্ছা তোমরা আমাকে নিতে এসেছো। একটু পর হেসে দিয়ে বলল, আমি তোমাদের জেল থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতের দিকে চললাম। তারপর তিন বার জোরে জোরে কালিমা পড়ল এবং বসে বসেই বিছানার উপর একদিকে কাত হয়ে গেল। আমরা সকলেই ঘাবড়ে গেলাম। তাকে সোজা করে শুইয়ে দিলাম। ভাই সাহেব ডাক্তার ডাকতে গেলেন।

ডাক্তার এসে বলল, এ তো মারা গেছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে হাসতে হাসতে ঘুমিয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। পরামর্শ হল, এ–তো মুসলমান হয়ে মারা গেছে। এখন আমরা যদি নিজেদের ধর্মানুসারে তাকে জ্বালিয়ে দেই তাহলে আমাদের কোনো বিপদও হতে পারে। সকাল বেলা ভগ্নিপতি মালির কোটলার আপাকে ফোন করে জানালেন, আশা গতরাতে ইন্তেকাল করেছে। আমাদের এখানে কোনো মুসলমান নেই। লাশের কাফন দাফনের জন্য মালির কোটলা থেকে কিছু লোক আসলে ভালো হয়। সকাল দশটায় একগাড়ী পুরুষ মহিলা আসল এবং তাকে ইসলামী রীতি অনুসারে দাফন করল। ১৯৪৭ সালের পর এই প্রথম এই শহরে কোনো মানুষের দাফন হল। আশার (আয়েশার) কবর আজও সেখানে বিদ্যমান।

প্রশ্ন : আপনি আপনার বোনের মুসলমান হওয়ার ঘটনা শোনালেন। সত্যিই ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর। আর মৃত্যুও কেমন ঈর্ষণীয়। জীবনে না কোনো নামায পড়েছেন, না রোযা রেখেছেন আর না কোনো ইসলামী আমল করেছেন কিন্তু কেমন পবিত্র হয়ে গোনাহের গ্লানি ধুয়ে মুছে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। কত

সুন্দর, কত কাঙ্ক্ষিত মৃত্যু। এবার আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি শোনান।

উত্তর : আসলে আমার ইসলাম গ্রহণ আয়েশার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে জড়িত। আশা এবং আমার মধ্যে সীমাহীন মহব্বত ছিল। তার হঠাৎ মৃত্যু আমাকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছিল। কিন্তু তার মৃত্যু এবং ইসলাম গ্রহণপরবর্তী একদিনের জীবন আমাকে বারবার ভাবতে বাধ্য করেছিল, দুনিয়ার এই জেলখানা থেকে সে মাত্র একটি কালিমার বরকতে জান্নাতী মহলে পৌঁছে গেল। কেমন হাসিমুখে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। আমি আমার বাপের বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়িতে কয়েকজন লোককে মরতে দেখেছি। কেমন তড়পাতে তড়পাতে এবং কত কষ্টে তাদের প্রাণবায়ু বের হয়েছিল। আমি চিন্তা করতাম, আশা এমন কী পেয়েছিল যার ফলে এই কঠিন সময়টা এমন সহজে পার হয়ে গেল। এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আশা অতীব সুন্দর হীরা জহরত খঁচিত কাপড় পরিধান করে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার মাথায় মূল্যবান মুকুট শোভা পাচ্ছে। যেন সে রানী কিংবা শাহজাদী। জিজ্ঞেস করলাম, আশা! এমন সহজ মৃত্যু কীভাবে লাভ করলে? বলল, ঈমানের বদৌলতে। ঈমানের সঙ্গে একদিন বেঁচে থাকায় যে স্বাদ, শত-সহস্র বছর বেঈমান হয়ে বেঁচে থাকায়ও সে স্বাদ নেই। বিশ্বাস না হলে কিছু সময়ের জন্য মুসলমান হয়ে দেখে নাও। ব্যস, আমার চোখ খুলে গেল এবং হৃদয়ে তীব্র এক বাসনা জাগল, আমাকেও কিছুদিনের জন্য মুসলমান হয়ে দেখতে হবে। আমি স্বামীর নিকট আমার এই ইচ্ছার কথা জানালাম, আমি এক-দুই সপ্তাহের জন্য মুসলমান হতে চাই এবং দেখতে চাই, ঈমান কী জিনিস? আশার মৃত্যুর পর আমি যেহেতু সব সময়ই দুঃখিত থাকতাম এবং রুম বন্ধ করে চুপি চুপি কাঁদতাম এজন্য আমার স্বামী অনুমতি দিয়ে দিলেন যাতে আমি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করি। আর বললেন, ইসলাম গ্রহণ করে দেখতে পার। কিন্তু ভেবে দেখো তুমিও না আবার আশার মত একদিন পরে মরে যাও। আমি বললাম, আমি মরে গেলে সম্ভবত আমিও আশার মত জান্নাতে চলে যাবো। তারপর আপনি ভালো দেখে আরেকটা বিবাহ করে নিবেন। তবে খেয়াল রাখবেন আমার সন্তানদের আপনার নতুন স্ত্রী যেন কষ্ট না দেয়।

দুদিন পর আমি আমার ভগ্নিপতির নিকট থেকে মালির কোটলার আপার ফোন নাম্বার সংগ্রহ করলাম। তারপর আপার নিকট থেকে হযরতজীর (মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব) ফোন নাম্বার নিলাম এবং আপাকে বললাম,

আমি হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই; উদ্দেশ্য মাত্র এক সপ্তাহের জন্য মুসলমান হওয়া। তিনি খুব হাসলেন। তারপর বললেন, মুসলমান হওয়া নাটক কিংবা অভিনয় নয় যে, সামান্য সময়ের জন্য নিজের রূপ বদলে নিবেন। এরপরও তিনি খুশী প্রকাশ করে বললেন, আপনি হযরতজীর নিকট গেলে তিনি আপনাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিবেন। তারপর আমি হযরতজীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। কয়েকদিন চেষ্টার পর তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হল। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তিনি আমার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। হয়তো ফোনেই এর সমাধান করা যাবে। আমার খেয়াল হল, না জানি ফোনেই আমাকে কালিমা পড়িয়ে দেয় এবং মুসলমান হয়ে যেতে বলে। এজন্য বললাম, না জনাব! সেটা সাক্ষাতেই বলতে হবে। মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, বোন! আমি একেবারেই অকর্ম একজন মানুষ। আপনি যদি হাত দেখাতে চান কিংবা যাদু-টোনার চিকিৎসা করাতে চান অথবা তাবীয-তুমার লিখে নিতে চান তাহলে আমাদের বাপ-দাদারাও একাজ জানতো না। কাজেই আপনি আপনার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যটি বলুন। যদি এখানে এসে তার সমাধান সম্ভব হয় তবেই কেবল আপনার সফর করা উচিত। অন্যথায় এত দীর্ঘ সফর করে পেরেশান হওয়ার কী লাভ হবে?

মাওলানা সাহেব যখন খুব জোর দিলেন তখন বলতেই হল, আমি এক সপ্তাহের জন্য মুসলমান হতে চাই। আমি আশার বড় বোন। যাকে আপনি ফোনে কালিমা পড়িয়েছিলেন। ঐ রাতেই সে ইন্তেকাল করেছিল। আশার নাম শুনে মাওলানা সাহেব বড় মহব্বতের সঙ্গে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি অবশ্যই আসুন। আপনার যখন সুবিধা তখনই আসবেন। বাকী আজকেই সময়টা জানিয়ে দিবেন। আপনার জন্য আমার সফর মুলতবী করব। মাওলানা সাহেব আমাকে জলন্ধর থেকে যাওয়ার পথ বাতলে দিলেন। সফরের তারিখ ধার্য হল। উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি আমার সঙ্গে যাওয়ার ছিল না। তাই আমার নানী শাশুড়িকে প্রস্তুত করলাম। ঘরের কাজের মেয়েটি, নানী শাশুড়ী আর আমি এই তিনজন মিলে ১৪ই নভেম্বর সকাল নয়টায় খাতুলী পৌঁছলাম। নেমে দেখি মাওলানা সাহেবের গাড়ী আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে হাজির। সেই গাড়িতেই ফুলাত পৌঁছলাম। মাওলানা সাহেব তখন ফুলাতে ছিলেন না। কিন্তু আপনার আম্মুজান আমাকে জানালেন, হযরতজী দুপুর নাগাদ ফুলাত পৌঁছে যাবেন

ইনশাআল্লাহ। আমরা গোসল সেরে নাশতা করে কিছুক্ষণ আরাম করলাম। তারপর আপনাদের বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাত হল। আমি তাদের আমার সফরের উদ্দেশ্য বললাম। মুনীরা দিদি এবং আপনার আম্মুজান আমাকে বোঝালেন, এক সপ্তাহের জন্য কেউ মুসলমান হতে পারে না। বরং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সময়ের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম, আমাকে নিজ ধর্ম একেবারেই ত্যাগ করতে হবে, এটা কী করে সম্ভব?

দুপুর দু'টোর সময় মাওলানা সাহেব এলেন। বাইরে অনেক মেহমান এসেছিলেন। মাওলানা সাহেব দুই মিনিটের জন্য আমাদের নিকট আসলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, আর খুব খুশি প্রকাশ করলেন, আপনি মরহুমা আয়েশার কারণে এখানে এসেছেন। আপনার গোটা পরিবারের সঙ্গেই আমার সুসম্পর্ক হয়ে গেছে। তারপর আমার ফিরে যাওয়ার প্রোগ্রাম জিজ্ঞেস করলেন। যখন বললাম, আমি তিনদিনের জন্য এসেছি তখন বললেন, বাইরে অনেক মেহমান এসেছেন। তাদের কয়েকজন আবার দু-তিন দিন ধরে আমার অপেক্ষা করছেন। রাতের বেলা ইনশাআল্লাহ আপনাদের সঙ্গে নিড়িবিলি আলোচনা করব।

বোন আসমা! আপনার মনে থাকবে হয়তো, আপনি আমাকে হযরতজীর কিতাব 'আপ কি আমানত আপ কি সেবা মে' এনে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি সেটা তিন তিন বার পড়ি। আমার অন্তর স্থায়ীভাবে ঈমান কবুল করার ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে গেল। মাগরিবের নামায পড়ে মাওলানা সাহেব আমাদের কাছে এলেন। আমাকে ঈমানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝালেন। মৃত্যু পরবর্তী জান্নাত-জাহান্নাম এবং আপন সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করার কথা বললেন। 'আপকি আমানত' পড়ে আমার দিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য ইসলাম গ্রহণের খেয়াল শেষ হয়ে গেল। আমি তাঁর নিকট আমার ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা পেশ করলে তিনি আমাকে কালিমা পড়িয়ে দিলেন। ঘরের সকল মহিলা সমবেত ছিল। আমি বললাম, আপনি কি আমার জন্য আয়েশা নামটিই রাখতে পারেন? বললেন, কেন নয়? আপনার নামও আমি আয়েশাই রাখছি। আর আয়েশা ছিলেন আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় সহধর্মিনী।

আসমা! আপনার মনে থাকবে হয়তো, আমি মাওলানা সাহেবকে দুটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমি লক্ষ করছিলাম, মাওলানা সাহেব আমাদের সঙ্গে কথা

বলছিলেন কিন্তু তার দৃষ্টি ছিল পরিবারের মহিলাদের দিকে নিবদ্ধ। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলেছেন কেন? তিনি বলেছিলেন, ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে পর্দার নির্দেশ দিয়েছে। যে সকল মহিলার সঙ্গে ইসলামের বিধি মোতাবেক একজন পুরুষের বিবাহ হতে পারে তারা সকলেই সে পুরুষের জন্য 'না– মাহরাম'। ইসলাম এদের সঙ্গে পর্দা করার নির্দেশ দেয়। সত্যকথা হল, আপনাদের সঙ্গে আমার পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলা উচিত, কিন্তু এতে আপনাদের কাছে পর পর মনে হতে পারে ভেবে দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে ইসলামের বিধানের উপর আমল করছি। কেননা ঈমানের দাওয়াতের মত এত বড় ইবাদতের মধ্যে কোনো না–মাহরামের প্রতি দৃষ্টিপাতের গুনাহ হলে তাতে প্রভাব থাকে না। আমি বললাম, আমার বোন আশা ঈমান গ্রহণের কথা বলেছিল এত অস্বীকারের পরেও আপনি তাকে ফোনেই কালিমা পড়িয়েছেন। ঠিক এ কারণেই আমি আপনাকে আসার উদ্দেশ্য বলতে চাইনি , না জানি আমাকেও আবার ফোনেই কালিমা পড়িয়ে দেন। কিন্তু তবুও আপনি আমাকে ফোনে কালিমা পড়ার কথা বলেন নি কেন?

হযরতজী জবাব দিলেন, ফোনে কালিমা পড়ানোটা কোনো প্রতারণা নয় বরং ক্ষণস্থায়ী পানির মত ক্ষয়শীল জীবনের দিকে লক্ষ করে এবং সত্যিকার সহমর্মিতার ভিত্তিতে করে থাকি। সত্যিই আপনার ব্যাপারে কেন জানি একথাটা মনে ছিল না। আমার ভুল হয়ে গেছে। আল্লাহ না করুন, যদি পথিমধ্যে কিংবা এই সময়ের মধ্যে আপনার ইন্তেকাল হয়ে যেতো তাহলে কী অবস্থা হতো! কিংবা আমারই যদি ইন্তেকাল হয়ে যেতো, তাহলে আমার জন্যও এটা বড় বঞ্চনার কাজ হতো। জানি না কোন্ বে-খয়ালে আমার এই ভুল হয়েছিল। ফলে আপনি চার-পাঁচটি দিন ইসলাম থেকে বঞ্চিত রইলেন এবং এত বড় কল্যাণময় কাজে বিলম্ব ঘটে গেল। আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করুন। সত্যিই আমার বড় ভুল হয়ে গেছে। আসলে আল্লাহ তাআলাই কাজ করনেওয়ালাদের অন্তরে বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন। আপনি এক সপ্তাহের জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে চাচ্ছিলেন। স্পষ্ট যে, এটা কোনো খেলাধূলা নয়। ইকবাল একজন বিখ্যাত কবি– বলেছেন,

শহীদী এই ঈদগাহে খুব ভেবে চিন্তে হাজির হও
যেমন ভাবছো, এত সহজ নয় মুসলমান হওয়া।

ইসলাম গ্রহণ করা মানে নিজের চাওয়া ও আমিত্বকে বিলিন করে দেয়া।

এজন্য আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলা যথেষ্ট ছিল না। কাজেই ফোনে কালিমা পড়ানোর কথা তিনি আমার অন্তরে ঢালেন নি। কিন্তু আশার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি অনুভব করছিলাম, একে যদি এক্ষুণি কালিমা না পড়াই তাহলে দু একদিনের মধ্যেই হয়তো তার ইন্তেকাল হয়ে যাবে। হযরতজী আমাকে বোঝালেন, এখন সর্বপ্রকার কুরবানী পেশ করে এই ঈমানকে কবর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। এতে আপনার উপর বহু রকমের কষ্ট আসতে পারে। বিভিন্ন ধরনের কুরবানী দিতে হতে পারে। সামান্য মাটির হাঁড়িও ভালো কিনা বাজিয়ে দেখা হয়। তাহলে এমন মহামূল্য ঈমানের গ্রহীতাকেও পরীক্ষা করা হতে পারে। আপনি যদি ঈমানের ওপর জমে থাকতে পারেন তাহলে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে অনুভব করবেন, কত সস্তায় আপনি কত দামী নেয়ামত অর্জন করেছেন। হযরতজী তাঁর পরিবারের মহিলাদের আমাকে নামায, খানা-পিনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে বললেন আর আমার নানী এবং বুয়ার ব্যাপারেও খোঁজ-খবর নিলেন। আম্মুজান আর মুনীরা দিদি তাদের দুজনকে বুঝাতে লাগলেন। পরদিন হযরতজী সফরে চলে গেলেন। আমাদের ফিরে আসার দুই ঘণ্টা পূর্বে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি নানী শাশুড়ী আর বুয়াকে বোঝালেন, আপনারা কেন এই দৌলত থেকে বঞ্চিত থাকবেন? তারা আগে থেকেই বেশ কিছুটা প্রস্তুত ছিলেন হযরতজীর কথায় তারাও এবার কালিমা পড়তে রাজী হয়ে গেলেন। তিনি তাদের কালিমা পড়ালেন। বুয়ার নাম মারিয়াম আর নানীর নাম আমিনা রাখলেন। আমরা খুশি মনে সাফল্যের সঙ্গে বিদায় নিলাম। ঘরের সকলে আমাদের এমন মহব্বতের সঙ্গে বিদায় দিল যেন আমরা এই পরিবারেই জন্ম গ্রহণ করেছি এবং এই পরিবারেরই একজন সদস্য। কেন জানি এখনও আমি যখন ফুলাত অথবা দিল্লী আসি, মনে হয় আমি যেন বাপের বাড়ি এসেছি।

প্রশ্ন : শুনেছি বাড়িতে যাওয়ার পর আপনার স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল. তখন আপনার অবস্থা কী ছিল? আর তার ইন্তেকালই বা কিভাবে হয়েছিল?

উত্তর : হযরতজী আমাকে বলেছিলেন, এখন আপনার আত্মীয়দের সঙ্গে আপনার ভালোবাসার দাবী হল, তাদের সবাইকে আপনি দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন। আপনার স্বামীকেও ইসলামের দিকে নিয়ে আসবেন আর সন্তানদেরও মুসলমান বানাবেন। আমাকে এ-ও বলেছিলেন, ইসলামের জন্য আপনাকে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আমার মনে হচ্ছিল, তিনি যেন সব দেখে আমাকে বলছেন। আমি গিয়ে আমার স্বামীকে সব অবস্থা খুলে বলি, আমি তো আজীবনের জন্য মুসলমান হয়ে গিয়েছি এবং

তাকে জোর দিয়ে বলি যে, আপনিও মুসলমান হয়ে যান। তিনি আমাকে অনেক ভালোবাসতেন।

প্রথম প্রথম আমার কথাকে হালকাভাবে নিতেন কিন্তু যখন জোর দেয়া শুরু করলাম তখন বিরোধিতা শুরু করলেন এবং আমাকে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে চাইলেন। আমি আমার আল্লাহর কাছে দুআ করতাম। আমি হযরতজীর কাছে ফোন করে জানতে চাইলাম, একজন মুসলমান এবং একজন শিখ কি স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারে? হযরত বললেন, সত্যকথা হল, মুসলমান হওয়ার পর আপনার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আর বাকী নেই। আপনাদের বিবাহ ভেঙে গেছে। তবে আপনি সতর্কতার সঙ্গে এই আশায় তার সাথে অবস্থান করুন যে, তিনিও ঈমান কবুল করে নেন এবং সন্তানদের জীবন, ঈমান এবং ভবিষ্যতের সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়।

একথা জানার পর তার সঙ্গে থাকতে আমার খুবই সংকোচবোধ হল। প্রতি রাতেই আমাদের মধ্যে ঝগড়া হতো। কখনো এতে অর্ধেক রাতও পার হয়ে যেতো। হযরতজী আমাকে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করতে বললেন যে, তাহাজ্জুদ নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করো। একবার সারারাত নামায পড়ে এবং কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলাম, আয় আমার মাওলা আপনার ভান্ডারে তো কোনো কিছুর কমতি নেই; আপনি আমার স্বামীকে কেন হেদায়াত দিচ্ছেন না। আমার আল্লাহ আমার দুআ শুনলেন। পরবর্তী রাতে আমি যখন তাকে মুসলমান হওয়ার জন্য চাপ দেই তখন সে বিরোধিতা করল না। বলল, রোজ রোজ ঝগড়া করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যদি এতেই তুমি সন্তুষ্ট হও তাহলে চল আমিও মুসলমান হয়ে যাই। আমাকে মুসলমান বানাও। আমি বললাম, আমার সন্তুষ্টির জন্য মুসলমান হওয়াকে মুসলমান হওয়া বলে না; বরং সৃষ্টিকর্তা, অন্তর্জামি মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য মুসলমান হতে হয়।

আমি তাকে হযরতজীর লেখা 'আপকি আমানত আপকি সেবা মে' বইটি পড়তে দিলাম। আগেও আমি তাকে এটি পড়তে দিয়েছিলাম। তিনি ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু আজ তিনি কিতাবটি গ্রহণ করলেন এবং পড়তে লাগলেন। পুরো কিতাবটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। তিনি কিতাব পড়ছিলেন আর আমি তার চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ করছিলাম। অবশেষে তিনি ঐ কিতাব থেকেই জোরে জোরে তিনবার কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন। বললেন, এখন এই কালিমা তোমার খুশির জন্য নয়, বরং আমার খুশি এবং আমার

প্রতিপালকের খুশির জন্য পড়ছি। আমি অজান্তেই তাকে জড়িয়ে ধরলাম। বলে বোঝাতে পারব না, দুই মাস ঝগড়া-ঝাটি আর কান্নাকাটির পর সেদিনই প্রথম আমার ঘরে খুশির বন্যা বইছিল। পরদিন জানা গেল, 'রৌপড়' এলাকায় তার ট্রান্সফার হয়েছে। তিনি সেখানে চলে গেলেন। এক সপ্তাহ পর সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সফর হল। প্রোগ্রামের কাজে তিনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় এক জায়গায় নিরাপত্তা পরিদর্শনে গেলেন। কলেজের বাউন্ডারীর নীচে দাঁড়িয়ে কাজ পরিদর্শন করছিলেন। হঠাৎ প্রবল বেগে বাতাস বইতে লাগল। বাতাসের একটা ঝাপটা এমনই প্রচন্ড ছিল যে, বাউন্ডারীর যে অংশের নীচে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, সোজা তার উপর ভেঙে পড়ল এবং মুহূর্তেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল।

বোন আসমা! বলে বুঝানো সম্ভব নয়, এই দুর্ঘটনা আমার জন্য কত বড় আঘাত ছিল। কিন্তু আমার আল্লাহ আমাকে সাহস যুগিয়েছেন। আমার ঈমানের উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েনি। আমার এই অনুভূতি আমাকে স্থির রেখেছিল, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং জান্নাতে চলে গেছেন। ইনশাআল্লাহ কিছু দিন পরে আমি সেখানে পৌঁছে যাবো। তাঁর শেষকৃত্যের (কাফন-দাফন) ব্যাপারে খুব হাঙ্গামা হয়েছিল। আমি বললাম, কিছুতেই আমি তাকে পোড়াতে দিব না। আমি তার লাশের উত্তরাধিকারী। আইনত সে আমারই অধিকার। কিন্তু পরিবারের লোকজন জেদ ধরেছিল, এ আমাদেরই বংশের সদস্য। ডি.জি.পি, এ.ডি.জি.পি, আই.জি,ডি.আই.জি– সবাই উপস্থিত ছিলেন। বহু চেষ্টা প্রচেষ্টার পর সিদ্ধান্ত হল তার সমাধি রচনা করা হবে। অবশেষে তার সমাধি রচনা করা হল। সমাধি রচনার পর আমি এক মাওলানা সাহেবকে ডেকে তার জানাযা পড়িয়ে দেই।

প্রশ্ন : তার পর কী হল?

উত্তর : আমি রৌপড় থেকে জলন্ধর চলে আসি। হযরতজী বলার পর ইদ্দত পূর্ণ করি। আমার এক ভাই লন্ডনে থাকেন। তিনি আমাকে ইংল্যান্ডে চলে যেতে বললেন। আমি পাসপোর্ট বানালাম। ইতোমধ্যে স্বপ্নে একদিন কাবা ঘর দেখি। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আমি হযরতজীকে বৃত্তান্ত জানালাম। তিনি বললেন, আপনার ওপর সম্ভবত হজ্জ ফরয হয়েছে। আর এজন্য একজন মাহরাম সঙ্গী থাকা জরুরী। কিন্তু আপনার কোনো মাহরাম নেই। এক কাজ করুন, আপনি কাউকে বিয়ে করে নিন। আমি আমার সন্তানদের ভবিষ্যত চিন্তা

করে হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে রাজী করতে পারিনি। কিন্তু কেন যেন হজ্জে যাওয়ার জন্য আমি পাগলপারা হয়ে উঠলাম। এজন্য বারবার দিল্লী, ফুলাত সফর করলাম। কিন্তু এজেন্টদের সঙ্গে বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোনো উপায় বের হচ্ছিল না। আমি কেবল তড়পাতে লাগলাম। হজ্জ থেকে বঞ্চিত হওয়াও আমার জন্য একটা বিরাট পরীক্ষা ছিল। আমি খুব কাঁদতাম। আমার আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাতাম। আমার মনে হতো, এখনও আমার হজ্জে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কুরবানীর ঈদের তিনদিন পূর্বে মনে পড়ল, হজ্জের মাত্র তিনদিন বাকী আছে। কারণ, আমার জানা ছিল ঈদের দিনই হজ্জ হয়। তাহাজ্জুদ নামাযে কাঁদতে কাঁদতে বেঁহুশ হয়ে গেলাম। আমি আধো ঘুম আধো জাগরণে দেখি, আমার মাথায় ইহরামের স্কার্ফ বাঁধা। আমি মীনার দিকে চলছি। মোটকথা, হজ্জ পূর্ণ করছি। আমার চোখ খুলে গেল। বেঁহুশী উড়ে গেল। বলা সম্ভব নয়, এতে আমি কতটা খুশী হয়েছিলাম। আমি অনেক চেষ্টা করে হযরতজীর মক্কা মুকাররমার ফোন নাম্বার সংগ্রহ করি এবং খুশিতে প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে তাকে হজ্জের বিস্তারিত বিবরণ শোনাই। হযরতজী তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

প্রশ্ন : আব্বু বলেছেন, আপনি গত বছর হজ্জ করছেন। এ বছর তো আমরা হজ্জের মধ্যে আপনাকে বারবার স্মরণ করেছি এবং আফসোস করেছি।

উত্তর : আমার আল্লাহর প্রতি আমি কুরবান হই, তিনি আমার হজ্জের আবদার কবুল করেছেন। প্রথম বছর তো তিনি আমাকে না নিয়েই হজ্জ করিয়েছেন। পরের বছর আমি আমার এক ভাইয়ের ওপর মেহনত করে তাকে বিদেশে সফর করানোর অর্থাৎ, হজ্জ করানোর লোভ দেখিয়ে মুসলমান হওয়ার জন্য জোর দেই। তাকে বলি যে, গুরু নানকজীও হজ্জে গিয়েছিলেন। চেষ্টা ফিকিরের পর সে মুসলমান হয়ে যায়। এভাবে গত বছর আমাদের হজ্জের সৌভাগ্য লাভ হয়।

প্রশ্ন : আরমুগানের মাধ্যমে মুসলমানদের কোনো পয়গাম দিতে চান কি।

উত্তর : আমি আমার বোন আয়েশার (আশা) কথারই পুনরাবৃত্তি করছি, ঈমানের নেয়ামতের মূল্যায়ন করুণ। ঈমানের সঙ্গে এক দিন, ঈমান বিহীন হাজার বছর বেঁচে থাকার চেয়েও শ্রেয়। আর গোটা জগতের প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরিত নবীর উম্মত হওয়ার কারণে গোটা পৃথিবীর মানুষকে দুনিয়ার এই কয়েদখানা থেকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ফিকির করুন। আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দুআ করুন। যেন সবার শেষ নিঃশ্বাস ঈমানের উপর হয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা যাতুল ফাওযাইন
মাসিক আরমুগান, সেপ্টেম্বর– ২০০৬

(৩)ফূঁর প্রভাব দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছি

সফিয়্যা (সরোজ শালনী)-এর সাক্ষাৎকার

মাওলানা সাহেব বললেন। এসব রোগীই আমার। এজন্য আমাদের বড়রা বলেছেন, সকল মানুষ একই মা-বাপের সন্তান। এখানে ভর্তি সকল রোগীর সঙ্গেই আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। যেই মালিক আপনাকে এবং আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাছে এই 'আমার-তোমার' একেবারেই পছন্দ নয়। আর যা পড়ে আমি ফুঁক দিচ্ছি তা সেই মালিকের কালাম (বাণী) যিনি তাঁর কালামে একথা বলেছেন আর আপন সংবাদ বাহক হযরত ইবরাহীম এর মুখ দিয়ে একথা বলিয়েছেন। আর হযরত ইবরাহীম তো তিনি যাঁর নামের ওপর ভারতের লোকেরা নিজেদের ব্রহমন (ব্রাহ্মণ)বলে। তিনি স্বীয় মালিকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, আমার মালিক তো তিনি, আমি পীড়িত হলে যিনি আমাকে সুস্থ করে তুলেছেন।

আপনি প্রতিদিন দেখে থাকবেন, দেখছেন, আপনি আপনার চিন্তা-ভাবনা থেকে রোগীর জন্য ভাল ভাল ওষুধ প্রেসক্রাইব করছেন। রোগী সেসব ওষুধ খেয়ে সুস্থ হচ্ছে, এর পর মারা যাচ্ছে। আবার কখনো কোন রোগীর ভুল চিকিৎসার পর রোগী ভাল হয়ে যাচ্ছে। –ডা.সফিয়্যা

আসমা : আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

সফিয়্যা :ওয়া আলাই কুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

প্রশ্ন : ডাক্তার সাহেবা! আজমীর থেকে আব্বু ফোন করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, আপনার ফোন এসেছিল। আমি যেন আপনাকে আমাদের এখানে আসতে খবর দেই এবং আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলি। আপনি হয়তো জানেন যে, আমাদের এখানে ফুলাত থেকে একটি উর্দূ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যার উদ্দেশ্য হলো আমাদের রক্ত সম্পর্কীয় ভাই-বোনদের বিশেষত দেশবাসী অমুসলিম ভাইদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবার চিন্তা-ভাবনা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টিকরা, মসলমানদের সজাগ ও সচেতন করা । এতে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ কারী সৌভাগ্যবান ভাই-বোনদের আত্মকাহিনী প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। আব্বুর

একান্ত ইচ্ছা ছিল ২০০৫সনের আগামী সংখ্যায় আপনার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হোক।

উত্তর : আমি পনের দিন যাবত মাওলানা সাহেবকে ফোন করার চেষ্ট করছিলাম। আমার কাছে তাঁর ইউ.পি ও দিল্লীর ফোন নম্বর ছিল। কিন্তু পাচ্ছিলাম না। গতকাল আকস্মিকভাবেই উনার ফোন পেয়ে যাই। তিনি আমাকে দিল্লীর বাসার ফোন নম্বর দেন এবং খুব তাকীদ দিয়ে বলেন আমি যেন আপনাকে ফোন করে চলে যাই। কারণ, ম্যাগাজিন প্রেসে পাঠাতে হবে আর এটি ছিল প্রেসে পাঠাবার একদম শেষ তারিখ। মাওলানা সাহেব আমাকে আরও বলেছেন– এই সব সাক্ষাৎকার দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টিতে বড় ধরণের ভুমিকা পালন করছে। আমি মনে করলাম এই মহত কাজে আমারও কিছুটা অংশ থাকুক। এখন আপনি আমার থেকে যা চান জানতে পারেন।

প্রশ্ন : শুকরিয়া। প্রথমে আপনি আপনার পরিচয় দিন।

উত্তর : আমার পুরনোর নাম সরোজ শালনী। ১৯৭৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌর কাছে মোহন লালগঞ্জে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম। আমার পিতা ড.কে.এ.শর্মা ছিলেন একজন অধ্যাপক এবং কার্ডিওলাজিতে তিনি ডি.এম (ডক্টর অব মেডিসিন) করেছেলেন। এরপর তিনি বেশ কিছু কাল পান্থ হসপিটালে থাকেন। দশ বছর যাবত লক্ষ্ণৌ বাসার কাছাকাছি চেষ্টা-তদবীর করে বদলী হন। আমার মা একজন গৃহিনী। আমার পিতা মেযাজে একজন হিন্দুস্ড়ানী। তিনি কেবল প্রাচ্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি ঐকমত্য পোষণ করেন। এজন্য তিনি আপন পরিবারের সদস্যদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে বহু ডাক্তার ছেড়ে আমার মা'কেই পসন্দ করেন ও বিয়ে করেন। আমার দুই ভাই । একজন বানারস ইউনিভার্সিটিতে রীডার এবং অপরজন বি,এইচ,এল-ল ইঞ্জিনিয়ার। দু'জনেই আমার বড়। আমি ইন্টার সায়েন্স বায়োলজিতে প্রথম বিভাগে পাশ করি। এরপর পি,এম,টি, প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হই। লক্ষ্ণৌ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম,বি,বি,এস করি এবং মওলানা আযাদ মেডিক্যাল থেকে এস,ডি,করি। অতঃপর পিতার ইচ্ছানুক্রমে কার্ডিউলজি (হৃদরোগ) কে বিষয় হিসাবে নির্বাচন করি। এখন আমি AIMS থেকে DM করছি এবং বর্তমানে AIMS এ কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে চাকুরীও করছি। আমি এখন থেকে এক বছর চার মাস চার দিন দু'ঘন্টা আগে ২০০৪ সালে ২০মে রোজ বৃহস্পতিবার বেলা এগারটার সময় গ্রীন পার্ক মসজিদে গিয়ে আপনার আব্বুর হাতে ইসলাম গ্রহণ করি।

প্রশ্ন: আপনার ইসলাম কবুলের ঘটনা এবং এর কারণ সম্পর্কে একটু বিস্ড়ারিতভাবে বলুন!

উত্তর : ২০০৩ সালের জুনে j.c.c.u শিশুদের ওয়ার্ডে আমি ডিউটিরত ছিলাম। দেখলাম একজন মওলানা সাহেব হরিয়ানার একটি শিশুকে দেখতে এসেছেন। শিশুর পাশে একজন এটেন্ডন্ট। বাচ্চার মা হরিয়ানার শিশুটির পাশে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁর বাচ্চাকে ফুঁক দিতে বলল। মাওলানা সাহেব বাচ্চাটিকে কিছু পড়ে ফুঁক দিলেন। এরপর পাশেই অপর এক বাচ্চার মাও দাঁড়িয়ে তার চাচ্চাটিকে ফুঁক দিতে বলল। মাওলানা সাহেব তার বাচ্চাকেও ফুঁক দিলেন। এভাবে তিনি ছয়টি বাচ্চাকে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁক দিলেন। ডিপার্টমেন্টের হেড ডাক্তার ত্যাগীর এসময় ছিল রাউন্ড দেবার সময়। আমি সামনে থেকে দেখতে ওয়ার্ডে এলাম এবং মাওলানা সাহেবকে বললাম– আপনার রোগী কে? আপনি কখনো এ রোগীর কাছে আবার কখনো ও রোগীর কাছে যাচ্ছেন এবং ঝাড়-ফুঁক করছেন। এটা j.c.c.u এখানে রোগীর ইনফেকশন হবার সমূহ আশংকা বিদ্যমান।

মাওলানা সাহেব বললেন। এসব রোগীই আমার। এজন্য আমাদের বড়রা বলেছেন, সকল মানুষ একই মা-বাপের সন্তান। এখানে ভর্তি সকল রোগীর সঙ্গেই আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। যেই মালিক আপনাকে এবং আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাছে এই 'আমার-তোমার' একেবারেই পছন্দ নয়। আর যা পড়ে আমি ফুঁক দিচ্ছি তা সেই মালিকের কালাম (বাণী) যিনি তাঁর কালামে একথা বলেছেন আর আপন সংবাদ বাহক হযরত ইবরাহীম এর মুখ দিয়ে একথা বলিয়েছেন। আর হযরত ইবরাহীম তো তিনি যাঁর নামের ওপর ভারতের লোকেরা নিজেদের (বারাহিমী) ব্রাহ্মণ বলে। তিনি স্বীয় মালিকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, আমার মালিক তো তিনি, আমি পীড়িত হলে যিনি আমাকে সুস্থ করে তুলেছেন।

আপনি প্রতিদিন দেখে থাকবেন, দেখছেন। আপনার ধারণা অনুযায়ী রোগীর জন্য ভাল ভাল ওষুধ প্রেসক্রাইব করছেন। রোগী সেসব ওষুধ খেয়ে সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে মারা যাচ্ছে। আবার কখনো কোন রোগীর ভুল চিকিৎসার পরও রোগী ভাল হয়ে যাচ্ছে।

এধরনের কথা আমি এই প্রথম শুনলাম। গত সপ্তাহে আমাদের ওয়ার্ডে ছয়জন শিশু মারা গিয়েছে। এদের মধ্যে চারটি বাচ্চা ছিল খুব সুন্দর। দু'সপ্তাহ ওয়ার্ডে থাকার কারণে তাদের প্রতি আমার একটি মায়াও বসে গিয়েছিল।

তাদের মৃত্যুতে আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। মাওলানা সাহেবের মুহাব্বত ভরা কথা শুনে আমার মনে হল তাঁর আরও কথা আমার শোনা দরকার। আমি মাওলানা সাহেবকে আমার কেবিনে আসতে অনুরোধ করি। তিনি আমার ডকে সাড়া দেন। মাওলানা সহেব আমাকে বললেন, আপনি আমার ছোট বোন বা আমার সন্তানের মত। আপনি আমাকে ভালবেসে এখানে ডেকে এনেছেন। আপনার কাছে আমার বিনীত আবেদন, আপনার ওয়ার্ডে আগত রোগীদের আপনি নিজের সন্তান কিংবা ভাই বা বোন মনে করবেন এবং তাদের ব্যথা ও কষ্টকে সেইভাবে নেবেন। মালিক আপনাকে কত সুন্দর সুযোগ দিয়েছেন যে, পেরেশান-হাল লোকদের দুঃখ ও ব্যথায় আপনাকে শরীক করেছেন। আপনি খুব পরিমাপ করে থাকবেন যে, যেই মার বাচ্চা হয়েছে আর সে এতটা অসুস্থ যে, তাকে j.c.c.u তে ভর্তি হতে হয়েছে। আর সাধারণত সরকারী হাসপাতালগুলোতে তারাই ভর্তি হয় যাদের কোথাও আশ্রয় নেই। তাদের সঙ্গে এতটুকু সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ যদি আপনি করেন তাহলে তাদের প্রতিটি পশম বরং তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনার জন্য দুআ বের হবে।

পরিশেষে তিনি খুব দরদের সাথে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, ডক্টর শালনী! আপনি আমার রক্ত সম্পর্কীয় বোন! এজন্য আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি না, বরং আপনাকে ওসিয়্যত করছি। আর ওসিয়্যত তো তাকে বলা হয় যা কোন মৃত্যুপথযাত্রী মৃত্যুর পূর্বে তার সন্তানদের উদ্দেশ্য করে অন্তিম কথা হিসেবে বলে। আর তা এই যে, আপনি আপনার ওয়ার্ডে আগত প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসা সবচে' বড় পূজা মনে করে করবেন। আপনি শত বছরের তপস্যা ও কঠিন পূজার মাধ্যমে মালিকের কাছ সেই আসন পাবেন না যা কোন দুঃসহ ব্যথা-বেদনাকাতর ও বিপদগ্রস্ড় মাতা-পিতাকে সান্তনা দানের মাধ্যমে পাবেন।

আমি মাওলানা সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম এবং ওয়াদা করলাম যে, আমি চেষ্টা করব। মাওলানা সাহেব চলে গেলেন। ডাক্তার সাহেবের-রাওন্ডের পর আমি পানিপথ হরিয়ানার ঐ বাচ্চার বাপ থেকে জানতে চাইলাম মাওলানা সাহেব কে? তিনি বললেন, ইনি আমাদের হযরতজী। তিনি খুব ভাল মানুষ। তাঁর হাতে হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান হয়েছে।

এরপর অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর কথার প্রভাব আমার মনের ওপর ছিল। বিশেষ করে সেই কথাটি যে, এসব রোগীই আমার। যেই মালিক আমাদের সৃষ্টি

করেছেন। তার কাছে এটা আমার আর ওটা তোমার পছন্দনীয় নয়। আমিও অনুভব করি যে, মাওলানা সাহেবের ঝাড়-ফুঁকের পর রোগীদের মধ্যে আশ্চর্য ধরণের পরিবর্তন এসেছে। সব রোগীই সুস্থ হয়ে ওয়ার্ড থেকে বিদান নিল। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর ক্রমান্নয়ে এ স্মৃতি ঝাঁপসা হতে থাকল।

মাওলানা আযাদ মেডিক্যাল কলেজে আমার রুম পার্ঠনার ছিল ডা.রীনা সেহগাল। সে গাইনীতে এম,এস করছিল। পরে সে সফদর জঙ্গ হাসপাতালে গাইনী বিভাগে চাকুরী পায়। আমাদের ভেতর ভাল বন্ধুত্ব ছিল। একদিন সে আমাকে খাবার খেতে ডাকল। খাবার দাবারের পর আমরা আলাপচারিতায় লিপ্ত হলাম। তার এখানে একজন মুসলিম মহিলা কাজ করতে আসত। ওই মহিলা খাবার রান্না থেকে শুরু করে সব কাজই করত। আমি তাকে বললাম, তুমি রান্নার জন্য মুসলমান বাবুর্চি রেখেছ কেন? কোন হিন্দু মহিলা পাওনি? সে বলল, এই যে মেয়েটি তুমি দেখছ বড় ভাল মেয়ে। খুবই সৎ ও ঈমানদার। কয়েক বার আমার টাকার পার্স (মানিব্যাগ) পড়ে গেছে, যে অবস্থায় পেয়েছে সেই অবস্থায় আমার হাতে তুলে দিয়েছে। অতঃপর কথায় কথায় মুসলমানদের কথা উঠল। ডা. রীনা বলল, আমাদের দেশে বরং বিশ্বের যেখানেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিডিয়াতে কথা উঠছে মানুষ মুসলমান হচ্ছে। কত বড় বড় বিরাট ব্যক্তিত্ব মুসলমান হয়ে যাচ্ছেন। মাইকেল জ্যাকসন সম্পর্কে তুমি হয়তো জেনে থাকবে, সেও মুসলমান হয়ে গেছে। দূরে কি স্বয়ং আমাদের হাসপাতালেই কার্ডিওলজি বিভাগের এক যুবক ডা. বলবীর সেও বছর দুয়েক আগে মুসলমান হয়ে গেছে। সে তো এও চায় যে, গোটা হাসপাতালের সকলেই মুসলমান হয়ে যাক।

আমি একজন রোগীর চেক আপের জন্য তাকে ডেকে পাঠাই। এসেই সে আমাকে বলল, যদি মৃত্যুর পর নরকের হাত থেকে বাঁচতে চাও তাহলে মুসলমান হয়ে যাও।

একথা শুনে আমার ওয়ার্ডে আগত মাওলানা সাহেবের কথা মনে পড়ল। এবং তাঁর সকল কথা জীবন্ত হয়ে উঠল। আমি ডা. রীনাকে বললাম ডা. বলবীরের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও। সে আমাকে পরের দিন ফোন করতে বলল। ফোন করতেই বলল, রবিবার দিন ডা. বলবীরকে আমি আমার রুমে আসতে বলেছি। আপনি বেলা দশটায় আমার রুমে চলে আসুন। রবিবার দিন আমি ডা. সেহগালের রুমে যাই। ডা. বলবীরও আসে। শ্যামলা রঙের খুবই উজ্জল যুবক যেন কোনো গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম তিনি কত দিন আগে ইসলাম কবুল করেছেন। তিনি বললেন

আট নয় বছর পূর্বে । আমি তাকে ইসলাম গ্রহনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, কেবল ইসলামই সত্য ও সর্বপ্রথম এবং অন্তিম (সর্বশেষ) ধর্ম। আর ইসলাম ছাড়া মৃত্যুপরবর্তী জীবনে মুক্তি পাওয়া যাবে না। পরিণতিতে চিরদিনের জন্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আর ইসলাম কবুল করা আপনার জন্য এতটাই প্রয়োজন, যতটা জরুরী আমার জন্য। আমি জানতে চাইলাম, আপনি কি আপনার নামও পরিবর্তন করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আমার ইসলামী নাম ওয়ালিউল্লাহ যার অর্থ আল্লাহর অর্থাৎ, ঈশ্বররের বন্ধু। আমি তাকে বললাম এক-দেড় বছর আগে আমার ওয়ার্ডে একজন মাওলানা সাহেব এসেছিলেন। তিনি আমাকে কিছু কথা বলেছিলেন যা আজ পর্যন্ত আমার মনে গেঁথে আছে। তিনি ওয়ার্ডের সব রোগীকেই ঝাড়-ফুঁক করছিলেন। তাঁর রোগী কোনটি জানতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন, সব রোগীই আমার। আমরা সকলেই একই পিতা-মাতার সন্তান, রক্ত সম্পর্কীয় ভাই। 'এটা তোমার আর ওটা আমার' এসব পয়দা করনেওয়ালা মালিকের আদৌ পছন্দ নয়। ডা. বলবীর বলতে লাগলেন, মাওলানা সাহেব খুবই সত্যকথা বলেছেন। এ তো ইসলামের এবং আমাদের সকলের রসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণে একথাই বলেছিলেন। আমি বললাম, সেই ভাষণ কি ছাপা পাওয়া যায়। তিনি বললেন, আমাদের নবীর প্রতিটি কথা সম্পূর্ণরুপে নিরাপদ ও সুরক্ষিতরূপেই পাওয়া যায়। আমি সংগ্রহ করে ডা. রীনার হাতে আপনাকে পাঠিয়ে দিব।

দু-চারদিন পর ডা. রীনা সেহগাল ইংরেজী ভাষায় অনূদিত ও মুদ্রিত আমাদের নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই হজ্জ ভাষণটি এনে আমাকে দিল। সেটি পড়ে আমি তো বিস্মিত হয়ে যাই। বিশেষ করে মেয়েদের সম্পর্কে বারবার আলোচনা ও সতর্কীকরণ আমার হৃদয়ে গভীর দাগ কাটে। মাওলানা সহেবের কথা আমার মনে পড়ল। ধারণা করলাম কতইনা ভাল হত আমি যদি মাওলানা সাহেবের ঠিকানা জেনে নিতাম। হাসপাতালে আমি পুরনো রোগীদের ফাইল খুঁজলাম যাতে করে পানি পথের রোগীর ঠিকানা পাই। তাহলে আমি নিজেই রোগীর বাড়ি গিয়ে মাওলানা সাহেবের ঠিকানা জেনে নেব। কিন্তু আমি পেলাম না। ইসলাম সম্পর্কে পড়া ও ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য আমার ভেতর আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আমি ডা. বলবীরের ফোন নিলাম এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নিধারণ করলাম । সফদর জঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে তার ওয়ার্ডে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর তাকে

ইসলামের ওপর লিখিত বইপুস্তক ও সাহিত্য দেবার জন্য বলি। দ্বিতীয় দিন তিনি আমার হাসপালে আসেন এবং আমাকে হিন্দীতে লিখিত ছোট একটি পুস্তক 'আপকী আমানত আপকী সেবা মে' দেন ও বলেন ইসলামের অবশ্যকতা এবং এ সম্পর্কে জানার জন্য এই ছোট্ট পুস্তিকাটি একশটি বইরেয়র একটি। ব্যস! পুস্তিকাটি খুব মন দিয়ে পড়বেন। একজন সত্যিকারের সংবেদনশীল বন্ধুর কথাগুলো কেবল আমাকেই বলছেন। আপনি পড়লে আপনার নিজেরও এমনটাই লাগবে। আমি এই পুস্তিকার লেখকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। পুস্তিকার দু'টি শব্দ এর প্রমাণ। আপনি পুস্তিকাটি পড়লে পুস্তিকা এবং পুস্তিকার লেখক সম্পর্কে জেনে যাবেন। ডা. বলবীর আমাকে বলেছেন যে, তিনি দিল্লী পার্শ্ববর্তী ইউ.পির একটি শহরের রাজপুত বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। পুস্তিকাটি দিয়ে এবং কিছুক্ষণ চা পান ইত্যাদি সেরে তিনি চলে যান। আমি ওয়ার্ডে বসে ব্যস! এক নিঃশ্বাসেই বইটি পড়ে ফেলি। বইটি পড়ার পর মাওলানা সাহেবের কথা খুব মনে পড়ল। বইটি আমার মনে স্থান করে নেয়। বইটি পড়ে আমি ডা. বলবীরকে ফোন করি এবং তাকে বলি যে, লেখকের আর কোন বই আছে কিনা। থাকলে দিতে বলি। এ-ও বলি যদি লেখকের সঙ্গে আপনি সাক্ষাত করিয়ে দেন তাহলে আমার ওপর আপনার এক মহা অনুগ্রহ হবে।

চার দিন পর ছিল ১৮ই মে। ডা. বলবীরের ফেন এল। তিনি বললেন, আপনি যদি ছুটি নিতে পারেন তাহলে 'আপকি আপমানত' এর লেখক মাওলানা মুহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে গ্রীন পার্ক মসজিদে দেখা হতে পারে। আমি তখনই রেডি হয়ে গেলাম। অটো কার যোগে গ্রীন পার্ক মসজিদে পোঁছি। মাওলানা সাহেব এগারোটার পরিবর্তে সাড়ে দশাটায় সেখানে পোঁছে যান। তাঁর সফর ছিল সামনে। মাওলানা সাহেবকে দেখে এতো খুশী লাগল যে, আমি তা ভুলতে পারবনা। আমি দেখালাম 'আপকী আমানত' এর লেখক মাওলানা কালীমই সেই মাওলানা সাহেব যিনি দেড় বছর আগে হরিয়ানার বাচ্চাকে দেখার জন্য আমার ওয়ার্ডে এসেছিলেন। যাকে আমি এতদিন খুঁজছিলাম। ভক্তি ও ভালবাসার আতিশয্যে আমি তার পায়ের ওপর গিয়ে পড়ি। মাওলানা সাহেব খুব কঠিনভাবে আমাকে নিষেধ করেন এবং আমাকে বলেন। এখন আর দেরী কেন? 'আপকী আমানত' পড়ার পর আর কোনো সন্দেহ আছে? আমি মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলাম। কিন্তু আমি আর আমাকে ধরে রাখতে পারলামনা। আমি মওলানা সহেবকে বললাম যে, আমি মুসলমান হতেই এসেছিলাম। মাওলানা সাহেব খুব

খুশী হলেন এবং সাথে সাথেই আমাকে কালেমা পড়ালেন। আমার ইসলামী নাম রাখলেন সরোজ শালনীর পরিবর্তে সফিয়্যা শালনী (এস,সালনী)। মাওলানা সাহেব আমাকে কিছু কিতাবের নাম লিখেদেন এবং নামায শেখা ও পড়ার তাকীদ করেন।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনি এর ঘোষণা দিয়েছেন কিনা?

উত্তর : মাওলানা সাহেব এর ঘোষণা দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। কিন্তু তারপরেও আমি আমার বিশেষ লোকদের কাছে তা বলেছি। কখনো কখনো আমর আবেগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, ইসলাম যখন সত্য তখন একে লুকানো এবং লুকোচুরি করে বেঁচে থাকা কেমন কিন্তু সাথে সাথেই আমর মনে পড়ে, যখন এমন একজন মানুষ যার দরুন আমার ধারণার বিপরীত অন্ধকার আবর্জনার মধ্যে পড়ে থাকা কীট ইসলামের আলো পেল, তাঁকে রাহবার (পথ-প্রদর্শক) মানল, এখন তাঁর কথা মানাই ভাল।

প্রশ্ন : আপনার বান্ধাবী ডা. রীনা হেগালকে আপনি বলেছেন?

উত্তর : আমি কেবল তাকে বলেই দিই নাই বরং আমি এবং ডা.ওয়ালিউল্লাহ (বলবীর) দু'জনে তার সঙ্গে লেগে আছি। আলহামদুলিল্লাহ। সে কলেমা পড়েছে। সে বিবাহিতা এবং তার স্বামী ডা.বি.কে. সেহগালের নিজের ক্লিনিক আছে। খুবই কট্টর গোড়া হিন্দু পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত। ওদিকে কয়েক বছর যাবত তিনি রাধাস্বামী সত্য সংঘের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। এ জন্য সে তার কারণে চেপে আছে।

প্রশ্ন : ডা.ওয়ালিউল্লাহর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে?

উত্তর : আসলে ডা.ওয়ালিউল্লাহ নিজেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গেছেন। তিনি এমন এক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। যার ফলে ক্রমান্বয়ে তিনি দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন এতে করে সেখানে পেসমেকার লাগাতে হচ্ছে। তার নিজের চিকিৎসার সূত্রে আমার সঙ্গে বেশি যোগাযোগ। আমি তার চিকিৎসার ব্যাপারে খুব ভূমিকা পালন করি। সরকারী চাকুরে এক যুবতীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মুসলমান হবার পর বিয়ে হবে। এরপর বংশীয় রেওয়াজ মাফিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। তাকে কালেমা পড়িয়ে বিয়েও করেছিলেন। কিন্তু পরে মহিলাটি ইসলামের প্রতি আকর্ষণ রাখতে পারে নি। এক্ষেত্রে তার চাকুরীও এতে বাঁধা ও প্রতিবন্ধক হয়। ইসলামের প্রতি তার স্ত্রীর অনাগ্রহ ও অনাকর্ষণ তার মনকে কুরে কুরে খেতে থাকে। ফলে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা কার্যকর না হওয়ায় মাওলানা

সাহেব তাকে হার্বাল মেডিসিন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। আল্লাহর মেহেরবানী দু'মাসেই তিনি প্রায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। মাওলানা সাহেব তাকে আরব দেশগুলোতে যাবার পরামর্শ দেন এবং পরে তার স্ত্রীকেও সেখানে নিতে বলেন। সেখনে সে পরিবেশ পাবে। আল্লাহর শোকর সৌদীতে তার চাকুরী মিলে যায়। গত মাসে তিনি তার স্ত্রীকেও নিয়েগেছেন। তার যাওয়ায় তার সমস্যার তো সমধান হয়ে গেছে। কিন্তু আমি একাকী হয়ে গেছি। ডা. রীনা যার নাম আপনার আব্বুর পরামর্শে রাখা হয়েছিল ফাতিমা। তার স্বামীর ওপর ডাক্তার ওয়ালিয়্যুল্লাহ দাওয়াতী কাজ করছিল, সেই দাওয়াতী কাজটি কমে গেছে। আমি খোলাখুলিভাবে তার সাথে কথা বলতে পরিনা ।

প্রশ্ন : আপনার বাবা-মা কি আপনার মুসলমান হবার ব্যাপারটি জেনে গেছেন।

উত্তর : হ্যাঁ, আমি আমার পিতাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি। তিনি খুশী মনে তা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এখন ক্রমান্বয়ে তার অসন্তোষ কমে আসছে।

প্রশ্ন : আপনার বিয়ে হয়েছে কি?

উত্তর : ছ'-সাত বছর থেকে আমার পিতা আমার বিয়ে নিয়ে চিন্তিত। অনেক ভাল সম্পর্ক তাঁর ছাত্রদের ভেতর থেকেই এসেছিল। কিন্তু সম্ভবত আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। এজন্য আমি নিজেকে এর জন্য প্রস্তুত করতে পারছিলাম না। আমি ডি.এম.করার বাহানায় নিষেধ করে দিই। আমি কয়েক বার মাওলানা সাহেবের কাছে আমার ইসলামের ঘোষণা দেবার অনুমতি চাই। কিন্তু তিনি চুপচাপ থেকে নীরবে পরিবারের সদস্যদের ওপর কাজ করতে বলেন। আমি যখন আমার নামায-রোযার কষ্টের কথা বললাম তখন তিনি কোন আরব রাষ্ট্রে চাকুরীর বাহানায় যাবার জন্য বললেন। এজন্য তিনি ডা. ওয়ালিউল্লাহর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন। আলহামদুলিল্লাহ জেদ্দায় কিং আব্দুল আযীয় হাসপাতালে আমি নিয়োগ পাই। এবং দুবছরের ছুটিও পাই। আমার বর্তমান কর্মস্থল থেকে তিন মাস থেকে প্রস্তুতিমূলক ছুটি কাটাচ্ছি।

বোন আসমা! আপনি বিয়ের এমন এক প্রশ্ন করেছেন যে, এই প্রশ্ন স্বয়ং আপনার জন্যই কৌতুকের হবে। আপনার জানা আছে যে, পিজিআই চন্ডিগড়ের একজন সার্যন ডা. আসআদ ফরিদীর সাথে আপনার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল এবং তিনিও খুব চেষ্টাকরে ছিলেন যাতে করে আপনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ছিলেন তার হাসপালের ইতিহাসে শেরওয়ানী পরিহিত ও শ্মশ্রুমন্ডিত একমাত্র ডাক্তার। কিন্তু আপনার সম্বন্ধ ভাগ্যে লিখিত ছিল আলীগড়ে

বিধায় সেখানেই হয়। মাওলানা সাহেব একবার আমার থেকে জানতে চেয়েছিলেন। আমি যদি রাজী থাকি তাহলে তিনি এই সম্বন্ধের ব্যাপারে চেষ্টা করবেন। আমি বলি, এরচেয়ে বেশি আনন্দের বিষয় আর হতে পারেনা। কিন্তু একদিন আপনি আমার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দানের অনুমতি দিচ্ছেন না, অপর দিকে এই ফয়সালা কিভাবে হতে পারে। তিনি আমাকে বললেন, আপনি আগে তো রাজী হন তাহলে আমি সমস্যার সমাধান করছি। আমি আমার সম্মাতি জানিয়ে দিই। ডা. আস'আদের পোষ্টিংও জেদ্দার কিং আব্দুল আযীয হাসপাতালে হয়ে যায়। তিনিও দরখাস্ত করে রেখেছিলেন। তিনি ৬ সেপ্টেম্বর জেদ্দায় চলে যান। আমার ভিসাও প্রসেসিং হচ্ছে। আমার ইচ্ছা ভিসা সত্বর এস গেলে আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে এ বছরেই হজ্জ করার তৌফীক দান করেন।

আসমা : একজন শ্মশ্রুমন্ডিত ও শেরোওয়ানী পরিহিত মুসলমানকে বিয়ে করতে নিজেকে পরিবেশগতভাবে আশ্চর্য লাগেনি?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ মোটেই না। আল্লাহর শোকর ইসলামের সব বিষয়ই আমার ভেতর থেকে পছন্দ। সত্য বলতে কি ইসলাম আমার ভেতরকার স্বভাজাত ধর্ম। যখন আমি শুনলাম যে. আমর স্বামী ডা. আস'আদ পি.জি.আই-এর ইতিহাসে শেরোওয়ানী পরিহিত শ্মশ্রুধারী একমাত্র ডাক্তার তখন আমার মন চাইল আমি ইসলামের ঘোষেণা দিয়ে বোরকা পরব এবং অলইন্ডিয়া মেডিক্যাল ইনসস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সে একমাত্র বোরকাধারী ডাক্তার হবো। কিন্তু মাওলানা সাহেব আমার এই আবেগকে উৎসাহিত করত আরও দু'-চার বছর সৌদী আরব থেকে আসার জন্য বললেন। আমার ধারণা এবং আমার এই ধারণায় আমি আরও মজা পাই যে, গোটা হাসপাতালে একমাত্র বোরকাধারিনী নওমুসলিম ডাক্তার, গোটা হাসপাতালের লোকদের ইসলাম সম্পর্কে অবগতি লাভের মাধ্যম হবে। এটি একটি উত্তম পদক্ষেপ।

প্রশ্ন : আপনার পিতামাতার অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করে ফেললেন। এতে আপনার পিতামাতা কষ্ট পান নি?

উত্তর : আমার বিয়ে তো হঠাৎ করে হয়ে গেল। মাওলানা সাহেব আমার পিতামাতাকে ছেলে দেখান এবং বলেন যে, একটি পয়সা কিংবা একটি আংটি যৌতুক ছাড়াই এ বিয়ে হয়ে গেছে। আর সামাজিক বিতর্ক এড়াবার জন্য আমরা করব কি, প্রথমে ডা. আস'আদ যাবেন। পরে যাবেন ডা. শালনী। কেউ জানবে না। পরে মনে করবে সৌদী আরবে গিয়ে এই বিয়ে হয়ে থাকবে। এতে করে আত্মীয় স্বজন ও আপন জনদের বেশি খারাপ লাগবে না। তারা রাজী হয়ে যান। বিশেষ করে তারা ডা. আস'আদকে দেখে খুব খুশী হন। বারবার আমার পিতা আমাকে বলেন। শালনী! তোর

সৌভাগ্য এমন চাঁদের মত তুই স্বামী পেলি। আসলেই তিনি আমার চেয়ে অনেক সুন্দর। তিনি ডা. আস'আদকে বিদায় জানাতে দিল্লী এয়ার পোর্ট পর্যন্ত এসেছিলেন এবং তাকে খুব আদরও করেন।

প্রশ্ন : আসলেই আপনি খুব ভাগ্যবতী। আল্লাহ গায়েব থেকে আপনার জন্য এমন সুন্দর এন্তেজাম করেছেন।

উত্তর : নিঃসন্দেহে আল্লাহর বহুত মেহেরবানী। আমি যখনই মনে করি আল্লাহর দরবারে সিজদায় বহুক্ষণ পড়ে থাকি। আসলে আমি এবর যোগ্য ছিলাম কোথায়! কুফর ও শিরকের অন্ধকারে আমার ইসলাম জুটল। এই ময়লা আবর্জনার ওপর আমার মালিকের এ অনুগ্রহ।

প্রশ্ন : আপনি নিজের ঘরের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেন নি?

উত্তর : আল্লাহর শোকর। আমি ক্রমান্বয়ে কাজ করছি এবং এখন ইসলামের সঙ্গে তাদের দূরত্ব খুবই কমে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : আরমুগানের মাধ্যমে আপনি কি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কোন উপদেশ দিতে চাইবেন?

উত্তর : আমার মনে জাগে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই উন্নত বিশ্বের কেবল ইসলামের প্রয়োজন এবং ইসলাম ছাড়া এই দুনিয়া একদম কাঙাল। বোন আসমা! আমি এটা কোন কাব্য করছিনা। বরং এই উন্নত বিশ্বকে খুব কাছে থেকে দেখেই এই কথা বলছি। এই কাঙাল দুনিয়াকে কেবল ইসলামই গড়তে পারে। অন্যথায় এই দুনিয়াটা দেউলে হয়ে গেছে। এর দেউলেপনা ও অন্ধকারের চিকিৎসা কেবল মুসলমানদের কাছে আছে। তারপরও এই কাঙাল পৃথিবী থেকে আমরা ভীত কেন? আমার আফসোস হয় এবং বিস্ময় জাগে যখন আমি অনুভব করি যে, এই দেউলিয়া ও অন্ধকার পৃথিবীতে নিজেদের কাছে দেউলেপনার চিকিৎসা এবং সবচে' বড় সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত কেন? আমাদের তো এজন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত বরং গর্ব করা দরকার এবং এই দেউলে পৃথিবীর জন্য করুনা অনুভব করা দরকার আমাদের এই অর্থে নিজেরদের দাতা এবং দুনিয়াটাকে নগন্য ও তুচ্ছ মনে করা উচিত। ব্যস!

প্রশ্ন : বহুত বহুত শুকরিয়া ডা. সফিয়্যা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ ও সুস্থ রাখুন।

উত্তর : আপনাকেও ধন্যবাদ বোন আসমা. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা যাতুল ফাউযাইন
মাসিক আরমুগান, ডিসেম্বর ২০০৫ ইং

(৪) আমার ইসলাম গ্রহন করার মাধ্যম হলো আমার সতীন

ভাগ্যবতী বোন যায়নাব (চৌহান)-এর সাক্ষাৎকার

একদিন সকাল এগারটার সময় যায়নাব ঐ আয়শার কাছে গেল। তার চেহেরা আনন্দে চমকাতে ছিল। শুক্রবারের দিন ছিল, সে বলল, আপনাকে একটি খুশির কথা শোনাবো, এখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ও জান্নাতে যেতে আর কোনো অপেক্ষা করতে হবে না। রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম এলেন, আমাকে বললেন, আয়শা! এই দুনিয়া তো জেলখানা কতদিন পর্যন্ত এখানে থাকবে? সোমবারে আমি তোমাকে জান্নাতে নিয়ে আসব। এ কথা বলে সে খুব হাসল। যায়নাব আরো তিনদিন আছে। সেখানে আবার দেখা হবে। সেখানে খুব সস্তির সাথে আনন্দের সাথে সোমবারে আসরের পর সে হঠাৎ করে বলতে লাগল, আমার নবী তো আমাকে নিতে এসে গেছেন। জোরে জোরে দরুদ শরীফ পড়তে লাগল। উঠতে চাইল কিন্তু পারল না। হটাৎ কালেমা শাহাদাত পড়ল, হেঁচকি এল এবং মৃত্যুবরণ করল।

আসমা আমাতুল্লাহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

যায়নাব চৌহান : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

প্রশ্ন : যায়নাব আপা! আপনি আসাতে খুবই খুশি হয়েছি। আপনার সত্তাটাই আল্লাহ তাআলার হেদায়েতের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। আব্বুর কাছে যখন আপনার গল্প শুনতাম মনে হতো যেন রূপকথা শুনছি। আপনাকে দেখার খুব আগ্রহ ছিল। আল্লাহ তাআলা সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন। আব্বু আমাকে বলেছেন, আপনার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সরাসরি আপনার মুখ থেকে শুনে যেন আরমুগানের পাঠকদের খেদমতে তুলে ধরি।

উত্তর : সত্যি বোন আসমা! তোমাদের ছোটবেলার গল্প যখন হযরতের কাছে শুনেছি তখন আমাদের মতো জাহান্নামের পথের পথিকদের জন্য তা ঈমানের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তত দুই বার হযরতের আলোচনায় আমি তোমাদের কথা শুনেছি। আমার একটা আফসোস ছিল তোমাদের দেখার। আল্লাহ তাআলা আমার পুরনো ইচ্ছা পূরণ করেছেন।

প্রশ্ন : এটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তিনি আমাদের উভয়ের বাসনাই পূরণ করেছেন। আপনাকে হয়তো আব্বু বলেই দিয়েছেন, আরমুগানের জন্য আপনার সাথে আমি কিছু কথা বলবো, সেজন্য আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো।

উত্তর : হ্যাঁ, আজ দিল্লীতে এ জন্য এসেছি।

প্রশ্ন : প্রথমে আপনার বংশীয় পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলুন!

উত্তর : আমি রাজস্থানের চুরু জেলার এক রাজপুত খান্দানের মেয়ে। আমার জন্ম ১৯৬৮ সালের ২০ শে এপ্রিল। আমার পিতাজী ছিলেন হাই স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। আমার প্রাথমিক লেখাপড়া হয়েছে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে। পরে চুরুতে একটি ডিগ্রি কলেজ থেকে বি এ করি। হনুমানগড়ের একটি শিক্ষিত খান্দানে আমার বিয়ে হয়। সে সময়টা ছিল ১৯৯০ সালের ৬ জুন। আমার স্বামী মধ্যপ্রদেশে রতলামে নায়েবে তহশিলদার ছিল। তাছাড়া সে ছিল চমৎকার হকি খেলোয়াড়। তার চাকরির সূত্রও ছিল এটা। বিয়ের পর আমি আমার শ্বশুরালয়ে ২ বছর থাকি।

তারপর আমরা রতলাম জেলার একটি তফশিলে থাকতে থাকি যেখানে আমার স্বামী চাকরি করতো। বদলির সুবাদে আজীনে পরে মন্দসুরে ছয় বছর থাকি। এই সময়ে আমার ২টি পুত্রসন্তান ও একটি কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। ২০০০ সালে আমার স্বামীর প্রমোশন হয়। তারপর তহশিলদার হয়ে সপরিবারে আমরা ভুপাল চলে যাই। আমাদের পরিবার ছিল খুবই চমৎকার। পরস্পর ভালোবাসা, আস্থা কোনটারই কমতি ছিল না। হঠাৎ করে কী হলো, কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। আমাদের প্রতি কারও নজর লাগলো কিনা! যদি বলি আমাদের ঘরে হেদায়েতের বাতাস লেগেছিল তাহলেই মনে হয় ভালো হয়। আমার অবস্থা খুবই বিস্ময়কর। বিপর্যয় আমার জীবনকে সাজিয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, এ কথাই তো শুনতে চাইছি। কীভাবে আপনি ইসলামের পথে আসলেন, কে আপনাকে এ পথ দেখালো? একটু খুলে বলুন।

উত্তর : আমার স্বামীর অফিসে একজন ব্রাহ্মণ ক্লার্ক ছিল। দেখতে যেমন অপূর্ব সুন্দরী, কাজকর্মেও তেমন অ্যাকটিভ। আমি যদি তাকে ওভার অ্যাকটিভ বলি তাহলেই মনে হয় ঠিক বলা হয়। মেয়েটির চালচলন, আকার-আকৃতি, গলার স্বর এক কথায় তার সব কিছুতেই ছিল ভয়ানক জাদু। বোন আসমা! আমার স্বামীর দোষ দেব না। বরং এই মেয়েটিই এমন ছিল, যার পরশে এলে পাথরও মোমের মতো গলে যেতে বাধ্য। আমার স্বামী নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে। নিজেকে সামলানোর খুব চেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলাই তো নারী-পুরুষের মধ্যে পরস্পর এক অদৃশ্য টান রেখেছেন। এই অদৃশ্য টান থেকে সে শেষ পর্যন্ত নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তার সাথে ধীরে-ধীরে সম্পর্ক

গড়ে ওঠে। তার ভালোবাসায় হারিয়ে যেতে থাকে। আমার একশ' ভাগ বিশ্বাস বিয়ে না করা পর্যন্ত তাদের মধ্যে শারিরীক কোনো সম্পর্ক হয়নি। কিন্তু এ-ও তো সত্য একটি শরীরে দুটি অন্তর তো আর থাকে না। তার সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর আমার প্রতি ভালোবাসায় ভাটা পড়তে থাকে। প্রথমে সে অনেকভাবেই চেষ্টা করে বিষয়টি গোপন রাখতে, কিন্তু অবশেষে বিষয়টি গোপন থাকে না। আমি জানতে পারি তার অফিসের সকলেই বিষয়টি জেনে গেছে। এমন একটি বিষয় মেনে নেয়া আমার পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব ছিল না। এভাবে আমাদের সম্পর্ক ধীরে ধীরে চরম অবনতির দিকে যেতে থাকে। অবশেষে আমার স্বামী সিদ্ধান্ত নেয় আমাকে ছেড়ে দিয়ে তাকে বিয়ে করবে। এ উদ্দেশ্যেই আমার স্বামী আমাকে হনুমানগড়ে রেখে আসে।

২০০০ সালের মে মাস। আমার সন্তানদের ছুটি চলছিল। আমার স্বামী দিল্লীতে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, সেখানে একটি ট্রেনিংয়ে তাকে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। দিল্লীতে পৌঁছার পর সে তার বন্ধবী আশা শর্মাকে ডেকে পাঠায়। আশা শর্মা দিল্লীতে এসে তার সাথে হোটেলে একই কক্ষে থাকতে অস্বীকৃতি জানায়। দাবি করে আগে বিয়ে তারপর একসাথে থাকা। বাধ্য হয়ে আমার স্বামী হোটেলে দুটি কক্ষ ভাড়া নেয় এবং দুজন আলাদা কক্ষে থাকতে শুরু করে। তারপর উকিলদের সাথে পরামর্শ করে। একজন উকিল তাকে এই মর্মে পরামর্শ দেন– আইনি বিপদ থেকে বাঁচার সহজ পথ হলো তোমরা উভয়ে মুসলমান হয়ে যাও, তারপর বিয়ে কর। পরামর্শটি তার বেশ পছন্দ হয়। আশাকেও সে রাজি করিয়ে ফেলে। অবশ্য শুরুর দিকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত মুসলমান হতে সে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে আমার স্বামীর পীড়াপীড়িতে রাজি হয়ে যায়। তারা উভয়ে দিল্লী জামে মসজিদে চলে যায়। সেখানকার ইমাম বোখারী সাহেব তাদের মুসলমান করতে অস্বীকৃতি জানান। তারপর আমার স্বামী আশাকে নিয়ে বিভিন্ন মসজিদে যায়। কিন্তু কোনো ইমামই তাদের মুসলমান করতে এবং কালেমা পড়াতে রাজি হননি।

তখন একজন উকিল আমার স্বামীকে পরামর্শ দেন, পুরনো দিল্লীতে সরকারি রেজিস্টার্ড কাজী আছে। তারা বিয়ে পড়ান। আমার স্বামী সেই কাজীর ঠিকানা নিয়ে পুরান দিল্লীতে চলে যায়। কাজী সাহেব আমার স্বামীকে বলেন, প্রথমে আপনারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণের হলফনামা সরকারি উকিলের মাধ্যমে তৈরি করে নিয়ে আসুন, তারপর বিয়ে হবে। আমার স্বামী বলে, আপনি আমাদের মুসলমান করুন তারপর হলফনামার ব্যবস্থা করবো। কাজী সাহেব

তাদের মুসলমান বানাতে অস্বীকার করেন এবং পরামর্শ দেন আপনারা মাওলানা কালিম সিদ্দীকির কাছে চলে যান। সেখান থেকে ঠিকানা নিয়ে তারা ফুলাত চলে যান। ফুলাত যাওয়ার পর জানতে পারেন হযরত দিল্লী চলে গেছেন। সেখানে অবস্থানরত এক মাওলানা তাদের কালেমা পড়িয়ে দেন এবং বলেন কালেমা পড়ার জন্য মাওলানা সাহেবের উপস্থিতি জরুরী নয়। এবার আপনারা মিরাঠ অথবা দিল্লী গিয়ে সরকারি কোনো নোটারির মাধ্যমে কাগজপত্র তৈরি করে নিন। সাথে মিরাঠের গুপ্তাজির ঠিকানাও বলে দেন। ঠিকানা নিয়ে তারা মিরাঠ চলে যায়। হলফনামা তৈরী করার পর কাজী সাহেব তাদের বিয়ে পড়িয়ে দেন। এ-ও বলে দেন– আদালতে গিয়ে আপনাদের বিয়ের বিষয়টি রেজিস্টার্ড করিয়ে নিন।

আশা শর্মা তখন আমার স্বামীকে বলে, মুসলমান যখন হলামই তখন তো ইসলাম সম্পর্কেও জানা দরকার। তারপর সে বাজার থেকে হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা বেশ কিছু বই সংগ্রহ করে। হিন্দী ভাষায় অনূদিত একটি কুরআন শরীফও সংগ্রহ করে। জনৈক ব্যক্তি তখন তাকে মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেবের সাথে দেখা করতে বলে। উখলায় কোনো একটি মসজিদে অনুসন্ধানের পর হযরতের সাথে দেখা হয়। মাওলানা তাকে 'আপকি আমানত' বইটি পড়তে দেন। আর বলেন– নিশ্চয়ই নিজের খান্দান, ফুলের মতো সন্তান এবং এমন একজন সৎ স্ত্রীকে ছেড়ে আসা খুবই বিস্ময়কর। কিন্তু আপনারা যদি সত্য দীলে মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে এই বিপর্যস্ত জীবনের মালিক যিনি তিনি চাইলে এই জীবনে আবার সৌন্দর্যও ফিরিয়ে দিতে পারেন।

বিশেষভাবে আমার স্বামীকে বলেন, আপনার উচিত আপনার প্রথম স্ত্রী, আপনার সন্তান এবং পরিবারের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেয়া। আর এখন থেকেই তাদের জন্য অন্তত হেদায়েতের দুআ শুরু করে দিন। আমার স্বামী বলেছে, মাওলানা সাহেব তাকে কুরআন শরীফের একটি আয়াত উদ্ধৃত করে বলেছেন– যে কোনো পুরুষ কিংবা নারী ঈমানদার হওয়ার পর যদি নেক আমল করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে পবিত্র জীবন দান করেন।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

উত্তর : আয়াতটির তরজমা একটু আমাকে বলুন।

প্রশ্ন: "যে কোনো পুরুষ কিংবা নারী নেক আমল করবে এবং সে ঈমানদার

তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে পবিত্র জীবন দান করেন।”

উত্তর: হ্যাঁ, একেবারে এ আয়াতটিই। আমার স্বামী বলেছে, এই আয়াতটি তার জীবনকে আলোকিত করে দিয়েছে। পুরো আয়াতটি তার মুখস্থ।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, তারপর বলুন আপনি কিভাবে মুসলমান হলেন? এটা তো আশা শর্মার ইসলাম গ্রহণের গল্প বললেন।

উত্তর: হ্যাঁ বোন, আমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী আশার ইসলাম গ্রহণের সাথেই তো জড়িয়ে আছে। পরে যা ঘটেছে তা হল এই- আমার স্বামী ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করার তেমন কোনো সুযোগ পেল না। কিন্তু ইসলামকে জানার আগ্রহ আশার মধ্যে ছিল অসামান্য। সে এ সম্পর্কে যতই পড়ছিল ইসলাম ততই তার অস্তিত্বের গভীরে বিস্তার করছিল। তারপর আমার সন্তানদের ছুটি শেষ হলো। স্বামীরও ছুটি শেষ। ছুটির পর সে ভুপাল চলে গেল। কিন্তু আমাকে রেখে গেল হনুমানগড়েই। আমার সাথে তার যোগাযোগও কমে গেল। আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। শেষে আমার ছোট ভাইকে ভুপাল পাঠালাম।

কাকতালীয়ভাবে সেদিন রাতে আশা ঘরেই ছিল। তার ইসলামী নাম আয়েশা। আমার ভাই আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো– আপনার ঘরে রাতের বেলা এই মেয়েটি কে? আমার স্বামী বললো, আমার অফিসে কাজ করে। অফিসিয়াল কাজে তাকে ডেকেছি। আমার ভাই এর প্রতিবাদ করে এবং তার সাথে রীতিমত ঝগড়াঝাটি হয়। তৃতীয় দিন ফোন করে সে আমাকে ভুপাল যেতে বলে। আমি আমার পিতাজীকে সাথে নিয়ে ভুপাল যাই। কয়েকদিন পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলতে থাকে। অবশেষে আমার স্বামী ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত তার কাগজগুলো আমার সামনে ছড়িয়ে দেয়। আমার জন্য এর চেয়ে বড় দুঃখের বা বেদনার আর কী হতে পারে! আমার পিতাজী উকিলদের সাথে পরামর্শ করলেন। এফ আর আই করলেন। কয়েকদিন আদালতে গেলেন। পুলিশ আসলো এবং তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। কয়েকদিন পর সে জামিনে মুক্তি পেল। কিন্তু খেসারতস্বরূপ তাকে চাকরি হারাতে হলো।

আমার ভালোবাসায় আমার পরিবারের লোকেরা আমার স্বামীর শত্রুহয়ে উঠলো। তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের মামলা দায়ের করলো। জীবনটা তখন তার জন্য বিভীষিকা হয়ে উঠলো। এ সময় আশার একমাত্র চিন্তা ও চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল ইসলাম। সে গভীর মনোযোগসহ ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করছিল এবং সে পরম ধার্মিক হয়ে উঠলো। ইতোমধ্যে তার চাকরিও চলে গিয়েছিল। ফলে ঘরে বসে সে কুরআন শরীফ পড়া শিখলো। মুসলমান মেয়েদের সাথে

যোগাযোগ করলো। তাদের ধর্মীয় সভা-সমাবেশে যাওয়া আসা-যাওয়া করতে লাগলো। পর্দা করতে লাগলো।

এদিকে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে লড়াই ছিল তুমুল। আমার শ্বশুরালয়ও ছিল আমার পক্ষে। অবস্থা যখন এমন তখন আমার স্বামী ও আয়েশা মিলে পরামর্শ করলো বিষয়টি দিল্লী গিয়ে মাওলানা কালিম সিদ্দিকীর সাথে আলোচনা করা দরকার। তারা দিল্লি চলে গেল। আয়েশা হযরতকে বললো– হযরত! আলহামদুলিল্লাহ আমি ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি ভালোই ধারণা লাভ করতে পেরেছি। আমার অবস্থা এখন এমন যদি পুরো জীবনটা জেলখানায় কাটাতে হয়; কিংবা যে কোনো ধরনের বিপদাপদে কাটাতে হয় আমার ঈমান নিরাপদ থাকবে এবং আমি এর বিনিময়ে পরকালে যে বেহেশত লাভ করবো সেই তুলনায় এ কষ্ট খুবই সামান্য।

এজন্য আমার মনের কথা হলো– এর প্রথম স্ত্রী যার সাথে এ দীর্ঘ একটা সময় পার করেছে– তাদের পরস্পরে আস্থা ও ভালোবাসা ছিল। এখানে বেচারীর কোনো দোষ নেই। সুতরাং আমার স্বামীর উচিত তার প্রথম স্ত্রীর সাথে গিয়ে থাকা। আমার মনের কামনা একটাই তাঁর ঈমান যেন মজবুত থাকে। সে যেন তার স্ত্রীকেও মুসলমান বানানোর চেষ্টা করে এবং মুসলমান বানিয়ে নিয়ে পুনরায় বিয়ে করে। তারপর আমাকে চাইলে রাখতে পারে আর না চাইলে ছেড়ে দিতে পারে। এজন্য আমি মনে করি কিছুদিনের জন্য আমার স্বামী জামাতে চলে যাক। যেন স্ত্রীর কাছে গিয়ে আবার মুরতাদ না হয়ে যায়।

আয়েশার কথা শুনে মাওলানা সাহেব খুব প্রশংসা করেন এবং তার কথায় একমত হন। তারপর আমার স্বামীকে চল্লিশ দিনের জামাতে নিযামুদ্দীন পাঠিয়ে দেন। তার জামাত গুজরাটে কাজ করে। জামাতের অধিকাংশ সদস্যই ছিল হায়দারাবাদের। তাদের সাথে তার সময় চমৎকার কাটে।

এ সময় খুব ভালো-ভালো স্বপ্ন দেখে। আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম তার অন্তরে স্থান করে নেয়। জামাত থেকে ফিরে আসার পর সে আয়েশার কাছে যায়। আয়েশা তাকে হনুমানগড়ে গিয়ে আলোচনা করতে বলে। কিন্তু আমার স্বামী এতে সাহস করে না। এদিকে আয়েশা একজন ভালো দা'য়ী হয়ে যায়। এরই মধ্যে ওর প্রচেষ্টায় ওর ছোটবেলার কয়েকজন সখী মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে আয়েশাই আমাকে ফোন করে। ফোনে বলে “আপনি মাসুদ সাহেবের (আমার স্বামীর ইসলামী নাম) সাথে আর কতদিন লড়াই করবেন? আর

কতদিন আপনাদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা চলবে? আপনি দশ মিনিট আমার কথা শুনুন। একদিনের জন্য ভুপাল চলে আসুন। আমি মাসুদ সাহেব থেকে আলাদা হতে প্রস্তুত আছি।" শুরুর দিকে আমি তাকে খুব গালাগালি করতাম। কিন্তু আল্লাহর এই বান্দী ছিল অত্যন্ত সাহসী এবং দৃঢ় চিত্তের অধিকারী। সে আমাকে বারবার ফোন করতে থাকে। আমি যখন কোনমতেই তার কথা মানতে রাজি হচ্ছিলাম না তখন সে আমাকে বললো– ঠিক আছে আমি আমার আল্লাহকে বলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো।

পরে আয়েশার কাছে জেনেছি সে দুই রাকাত সালাতুল হাজত নামায পড়েছে। আল্লাহ তাআলার কাছে এই বলে প্রার্থনা করেছে– হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ভালোবাস। তুমি তার অন্তরকে নরম করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তার হেদায়েতের ফায়সালা করে দাও। তুমি তাকে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দাও।

তারপর থেকে সে সবসময় তাহাজ্জুদ পড়ে আমার জন্য দুআ করে। কী বলবো বোন আসমা! এই বান্দীর সাথে আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক ছিল অভিমানের। তার দুআ আমার জন্য গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়ালো। তিন দিন পর আমার মন তার সাথে দেখা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। আমি আমার সন্তানদের রেখে আমার ভাইকে সঙ্গে করে সেখানে চলে গেলাম। আমার সাথে আমার স্বামীর সাক্ষাত করার সাহস ছিল না। আয়েশাই আমার কাছে এলো। আমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিল। আমাকে সে বুঝালো– আপনাকে আপনার স্বামীর সাথে থাকার একটাই পথ ইসলাম। আগে ইসলাম গ্রহণ করুন। তারপর পুনরায় বিয়ে সম্পাদন করে তার সাথে থাকুন। এতে প্রয়োজনে আমি নিজেকে আপনার স্বামীর পাশ থেকে সরিয়ে নিতে প্রস্তুত আছি। সে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরলো, আমাকে বিভিন্নভাবে বুঝাতে লাগলো। জান্নাত-জাহান্নামের কথা শোনাতে লাগলো। তার কথাগুলো ধীরে-ধীরে আমার অন্তরে প্রবেশ করতে শুরু হলো। ভাবলাম আমি মুসলমান হয়ে যাই। আমি তাকে বললাম– আমি মুসলমান হতে প্রস্তুত। সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমার স্বামীকে ফোন করে নিয়ে এলো। একজন মহিলা এবং তার স্বামীকে ডেকে পাঠালো। মহিলার স্বামী একজন হাফেয। তারা এসে আমাকে কালেমা পড়ালো এবং মোহরে ফাতেমী দিয়ে পুনরায় বিয়ে পড়ালো। তারপর সে একটি আলাদা কামরা যোগাড় করে আমার ঘর ছেড়ে

চলে গেল। কয়েকদিন ফাতেমা আপা যার ঘরে নিয়মিত এজতেমা হতো তার ঘরে থাকলো।

তারপর নিজে ছোট একটি বাড়ি ভাড়া নিল। এক সপ্তাহ পর্যন্ত সামান্য সময়ের জন্য সে আমার ঘরে আসতো। আমার খোঁজ-খবর নিত। আমাকে মোবারকবাদ জানাতো। সে বলতো! বোন যায়নাব! তুমি যে কত ভাগ্যবতী। আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তোমাকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করেছেন। এর উপহার অসামান্য। কিন্তু এই ঈমান তখনই মূল্য পাবে যখন তুমি তাকে জানবে– পড়বে। আসলে আয়েশা ছিল এক অদ্ভূত ধরনের মেয়ে। তার আত্মা তখনই ছিল বেহেশতে। কেবল শরীরটা ছিল দুনিয়াতে। সে এই পার্থিব জীবনকে একটি ধোঁকার ঘর এবং সামান্য সময়ের একটি সফরের বেশি মনে করতো না। তার কথায় সততা, আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা এমনভাবে উপচে পড়তো– এক সময় আমার কাছে মনে হতো এই মেয়ে 'পৃথিবীতে আমার সবচে' কল্যাণকামী।

এক সপ্তাহ পার হবার পর সে বললো– আজ থেকে আমি আর এই ঘরে আসবো না। এখন থেকে আপনি আমার ঘরে আসবেন। আমি তার ঘরে যেতে লাগলাম। এরই মধ্যে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে যত মামলা ছিল সব তুলে নিলাম। আমার স্বামী যখন অফিসে থাকতো, তখন কয়েক ঘন্টা আমি আয়েশার কাছে কাটাতাম। সে আমাকে কুরআন শরীফ শিখিয়েছে। উর্দূ শিখিয়েছে। একদিন সকাল এগারটার সময় আমি তার ঘরে গেলাম। তার চেহারা তখন আনন্দ উজ্জ্বল। সেদিন ছিল শুক্রবার। সে আমাকে বললো, তোমাকে একটি খুশির খবর দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাত এবং বেহেশতে যাওয়ার জন্য আমাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না।

গত রাতে স্বপ্নে দেখেছি; আমাদের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ এনেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন– আয়েশা! এই দুনিয়া হলো কয়েদখানা। এখানে তুমি আর কতদিন পড়ে থাকবে? সোমবার আমি তোমাকে বেহেশতে নিয়ে যেতে আসবো। এ কথা বলে সে খুব হাসলো এবং বললো– বোন যায়নাব! আর মাত্র তিন দিন। তারপর সাক্ষাত হবে বেহেশতে। সেখানে আমরা খুব সুখে থাকবো। সেখানে কোনরূপ দুশ্চিন্তা থাকবে না। তার কথাবার্তায় আমি খুবই বিস্মিত হচ্ছিলাম। পরের দিন আমি তার ঘরে গেলাম। তাকে বেশ উজ্জ্বল এবং উচ্ছ্বসিত মনে হচ্ছিল। আমাকে কুরআন শরীফ পড়ালো। বললো, আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমান দিয়েছেন। এখন আমাদের

চেষ্টা করতে হবে দাওয়াতের মাধ্যমে অন্যদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনার।

সোমবার যখন আমি তার ঘরে গেলাম– দেখলাম একটি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আমি ডাকলাম। বললাম– আয়েশা তোমার কী হয়েছে? আয়েশা বলল– সকাল থেকে জ্বর। আমি তাকে খুব পীড়াপীড়ি করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। ওষুধ খাওয়ালাম। বললাম– তুমি বললে আমি এখানে থেকে যাই অথবা আমার ঘরে তুমি চলো। জ্বর নিয়ে একাকী থাকা ঠিক নয়। সে বললো, ঈমানদার একা হবে কেন? তারপর সে এই কবিতা পড়লো–

তুম মেরে পাস্ হোত হো, জব দোসরা কোয়ী নেহী যেতা।

"যখন আমি থাকি একা, পাশে থাকো তুমি।"

আসমা আমাতুল্লাহ : আসলে কবিতাটা হবে– তুম মেনে

পাস হোতা হো, গোয়্যা জব কোয়ী দোসরা নেহী হোতা।

যায়নাব : হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। সে যাই হোক, আমি সেখান থেকে চলে এলাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম– তার সাথে আমি ঘরেই অবস্থান করছি। হঠাৎ অনিন্দ সুন্দর এক রূপময় হযরত আগমন করলেন। তাঁর সাথে মাওলানা কালিম সিদ্দিকীও আছেন। আমাকে বলা হলো ইনি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আয়েশাকে নিতে এসেছেন। তারপর তিনি আয়েশার হাত ধরে নিয়ে গেলেন। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বপ্রথম স্বপ্নে দেখার কারণে আমার মধ্যে যে আনন্দ থাকার কথা, তা ছিলো না, বরং ভেতরে ভেতরে প্রচন্ড বেদনা অনুভূত হতে লাগলো। রাত তখন তিনটা। উঠে তাহাজ্জুদ পড়লাম।

আল্লাহ তাআলার কাছে খুব কান্নাকাটি করলাম। ভোরে আয়েশার ঘরে চলে গেলাম। দেখলাম প্রচন্ড জ্বর। মাথায় পানির পট্টি দিলাম। আয়েশা আমাকে বললো– বোন যায়নাব! আমি আপনার জীবনকে বিরান করে দিয়েছি। আমাকে মাফ করে দেবেন, আল্লাহর দোহাই আমাকে মন থেকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু এই কষ্ট ও সংকটের পর আপনি যে ঈমান লাভ করেছেন– খুবই সহজে লাভ করেছেন। আপনার প্রতি আমার জীবনের শেষ অনুরোধ রইলো– আপনার তিন সন্তানকেই আলেম বানাবেন। আল্লাহর পথের দা'য়ী বানাবেন। এরা দুনিয়াতে দীনের কাজ করবে। মৃত্যুর পর আপনি আপনার আমলনামায় নেকীর এক বিশাল ভান্ডার পাবেন। আমি তাকে কিছু খেতে বলি। সে দুধ পান করতে

চায়। আর বলে, আমাদের নবীজি বলেছেন– দুধ খুবই উত্তম রিযিক। একই সাথে খাবার এবং পানীয়ের কাজ করে। আমি তাকে দুধ দিলাম। দুধ গরম ছিল। সে বললো– একটু ঠান্ডা করে দিন। হাদীস শরীফে অতিরিক্ত গরম খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

আমি দুধ ঠান্ডা করে দিলাম। আস্তে আস্তে শরীরের দুর্বলতা বাড়তে লাগলো। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। তার মাথা কোলে তুলে আমি দাবাতে লাগলাম। আসরের পর হঠাৎ করে বলে উঠলো– এই দেখুন! আমার নবী আমাকে নিতে এসেছেন। তারপর সে চিৎকার করে দরূদ শরীফ পড়তে থাকে। ওঠে বসার চেষ্টা করে। কিন্তু তার শরীরে বসার মতো শক্তি ছিল না। হঠাৎ কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে দুইবার হেঁচকি তুলে শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

প্রশ্ন: তারপর কী হলো?

উত্তর : জানিনা, কিভাবে যেন ফাতেমা আপা এসে উপস্থিত হলো। তিনি সবাইকে খবর দিলেন। তার কফিন থেকে আশ্চর্য ধরনের সুগন্ধি ছড়াচ্ছিল। শুধু ঘর নয়, পুরো মহল্লা যেন সুগন্ধিতে ভেসে যাচ্ছিল। জানাযায় প্রচুর লোক হয়েছিল।

প্রশ্ন: আপনার স্বামী কি আয়েশাকে তালাক দিয়েছিলেন?

উত্তর : আসলে আয়েশা আমার স্বামীকে চাপ দিচ্ছিলেন তালাক দেয়ার জন্য। কিন্তু সে তালাক দেয়নি। তার ইন্তেকাল আমার স্বামীকে চরমভাবে আহত করেছে বলতে পারি। তার জীবনটাই খামুশ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন: আপনার কেমন লেগেছে?

উত্তর : এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। পৃথিবীর যে কোনো নারীর জন্যই সতীন হলো জীবনের সবচে' বড় কাঁটা, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানেন–আয়েশার ইন্তেকালে আমি বেশি দুঃখ পেয়েছি না আমার স্বামী! তবে আমি অবশ্যই একথা বলতে পারি আমাকে যদি একশ'বার কসম দিয়ে বলা হয়– এই পৃথিবীতে আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় মানুষ কে, তাহলে আমি কোনরকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বলবো, এই পৃথিবীতে আমার সবচে' প্রিয় এবং সবচে' কল্যাণকামী মানুষ হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আয়েশা। আয়েশা ছিল মাটির পৃথিবীতে একজন জীবন্ত ওলী। বোনা আসমা! সত্যি কথা কি, আমার স্বামীর সাথে সাময়িক বিচ্ছেদের সময় আমি যে পরিমাণ কান্নাকাটি করেছি, আয়েশার ইন্তেকালে তারচে' একশ'গুণ বেশি কেঁদেছি।

প্রশ্ন : আপনার সন্তানদের কী লেখা-পড়া শিখিয়েছেন?

উত্তর : আমার সন্তানদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। দুই ছেলের নাম রেখেছি হাসান ও হুসাইন। তাদের উভয়কে একটি বড় মাদ্রাসায় ভর্তি করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! হাসান ছাব্বিশ পারা ও হুসাইন চার পারা মুখস্থ করেছে। আর মেয়েটার নাম ফাতেমা। সে-ও ষোল পারা হেফয করেছে। আমার আশা তারা আলেম হবে। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন আজমিরী রহ.-এর মতো মানুষের মাঝে ইসলাম প্রচার করবে।

প্রশ্ন: আপনার স্বামী সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আয়েশার ইন্তেকালে সে প্রচন্ড রকমের আঘাত পেয়েছে। বারবার শুধু বলে দুনিয়া থেকে অন্তর উঠে গেছে। এখন আল্লাহ তাআলা ঈমানের সাথে মৃত্যু দিলেই ভালো। যখন খুব বেশি পেরেশান হয়ে পড়ে তখন হযরতের কাছে পাঠিয়ে দিই। তিনি তাকে দাওয়াতের প্রতি উৎসাহিত করেন। এবারও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ওয়াদা করেছে আমাদের সাথে হাসিখুশি থাকবে।

প্রশ্ন: আপনার স্বামী কি আব্বাজানের কাছে আসা-যাওয়া করেন?

উত্তর : হ্যাঁ, আয়েশাও আপনার আব্বাজানের মুরীদ ছিল। আমি এবং আমার বাচ্চারাও মুরীদ। আমি প্রথমে যখন মুরীদ হওয়ার কথা বলি তখন তিনি অস্বীকার করেন। বলেন, মুরীদ অবশ্যই হওয়া চাই কিন্তু কোনো কামেল পীর এবং আল্লাহ ওয়ালার হাতে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য মানুষ যেমন সবচে' ভালো চিকিৎসক খোঁজে তেমন অন্তরের চিকিৎসার জন্যও সবচে' ভালো পীর সন্ধান করা উচিত।

তিনি এও বলেন– যে নিজেই চরম পর্যায়ের অসুস্থ সে কিভাবে অন্যের চিকিৎসা করবে। আমি তো আমার পীরের নির্দেশে মানুষকে তাওবা পড়াই। হয়তো তাদের বরকতে আল্লাহ তাআলা আমার গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। আমার স্বামী তখন বলে, হযরত আপনার বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাদের কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আপনাকে ছাড়া আমরা চিকিৎসা পাব কোথায়? অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি আমাদের মুরীদ করেন।

প্রশ্ন : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সত্যিই আপনার জীবন এক বিস্ময়কর উপাখ্যান।

উত্তর : বোন আসমা! সত্যিই আমার জীবন এক বিস্ময়কর উপাখ্যান। আমার জীবনে এমন অনেক বিস্ময়কর ঘটনা আছে, যদি সেগুলো বলি তাহলে দীর্ঘ রচনা হয়ে যাবে। আমাদের গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। অন্য কোনো সাক্ষাতে বিস্তারিত বলবো ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন: অবশ্যই আবার যখন আসবেন, কয়েক দিনের জন্য আসবেন। আমরা এখানে আরও কিছু মেয়েকে একত্রিত করবো। তারা সরাসরি আপনার কথা শুনবে।

উত্তর : না বোন! এটা কেবলই তোমাকে বলতে পারি। অন্য মেয়েদের সামনে আমি বলতে পারি না। তাছাড়া আমি তো কোনো মাওলানা সাহেব নই। আমি এমনিতেই ভীতু স্বভাবের।

প্রশ্ন: আচ্ছা ঠিক আছে। আল্লাহ হাফেয, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

আসমা আমাতুল্লাহ

মাসিক আরমুগান, মার্চ– ২০০৯

(৫) ইসলামের পর্দা আমার কাছে পছন্দ হওয়ায় আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি

বোন জামিলা (পুষ্প)-র সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

আমার পয়গাম, আমরা একে অন্যের কল্যাণ কামনা করি। হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকি, সুসম্পর্ক বজায় রাখি, বিভেদ ও দূরত্বের সীমারেখা ধ্বসিয়ে দিই। হিন্দু সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে অধীর আগ্রহী। কাছাকাছি হই। মানুষ দলে দলে ইসলামে চলে আসবে।

সফুরা ইয়াসমিন

বোন শাহনাযের আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টায় নওমুসলিমা বোন জামিলাকে গরীবখানায় আসার দাওয়াত দিয়েছিলাম। মাওলানা যুলফিকার আলীর বোন আফসানা সাহেবার সাথে বোন জামিলা এসেছেন। সালাম ও দো'আ বিনিময়ের পর চা নাস্তার মাঝেই বোন শাহনায কাগজ-কলম নিয়ে বসে যান। আমি বললাম, "আরমুগান ও আল্লাহ কী পুকার" পত্রিকায় যে সমস্ত ভাই-বোন নিজের মূল ধর্মের দিকে ফিরে আসে, অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে; দাওয়াতী কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়। আর এর সীমাহীন ফলাফল সামনে আসছে। এটা খুব জনপ্রিয়ও বটে। বোন শাহনায বলেন যে, কেবল ভারতবর্ষেই নয়, সৌদি আরব, ব্রিটেন, আফ্রিকায়ও এসব সাক্ষাৎকার সীমাহীন জনপ্রিয় এবং মানুষ এর থেকে উপকৃত হচ্ছে। মানুষ এগুলোর ফটোকপি করে বিতরণ করে। এরপর বোন জামিলা সাক্ষাতকার দিতে তৈরি হলেন। অন্যথায় তার দৃষ্টিভঙ্গি হল, আমি যা কিছুই হই আল্লাহর জন্য হয়েছি এবং এর জন্য আল্লাহর দরবারে পুরস্কারের প্রত্যাশী। দুনিয়ার নাম-ধাম ও খ্যাতিও আমার কাম্য ও কাঙ্খিত নয়।

নিয়ম মাফিক আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল :

প্রশ্ন : আপনার পূর্বের নাম কী ছিল?

উত্তর : আমার পূর্বের নাম ছিল পুষ্প।

প্রশ্ন : আপনার পিতার নাম?

উত্তর : আমার পিতার নাম শিবরাম ভগত, মা'র নাম সুমী বাঈ।

প্রশ্ন : কোন পরিবারের সঙ্গে আপনি সম্পর্কিত এবং সেটি কোথায়?

উত্তর : আমার সম্পর্ক পাঞ্জাবের রাজপূরা জেলার পাতিয়ালার ভগত খান্দানের সঙ্গে। আমরা তিন বোন।

প্রশ্ন : আপনি ইসলাম গ্রহণ করলেন কেন? আপনার পুরানো ধর্ম কিভাবে ছাড়লেন?

উত্তর : এর সঠিক ও সোজা উত্তর হল- আমার আল্লাহ আমাকে ভালবাসতেন। আমার প্রভু, প্রতিপালক আমার প্রতি দয়া করেছেন। আমাকে ঈমানের মতো মহামূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। কুফর ও আমার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিলেন। বাহ্যিকভাবে "মুসলিম মহিলাদের শরীর আবৃত করা অর্থাত পর্দা করা" এটাই আমার ইসলাম গ্রহণের উপলক্ষ্যে পরিণত হয়। বোনটি আমার! আমার কাহিনী বড়ই দীর্ঘ! আপনারা ধৈর্য ধরে শুনবেন কী? বোন শাহনায, বোন আফসানা ও আমি তিনজই সমস্বরে বলে উঠলাম : হ্যাঁ

প্রশ্ন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাইতো আমরা আপনার থেকে শুনতে চেয়েছি। আপনি নির্দিধায় বলুন আপনার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা।

উত্তর : (জীবনের পাতাগুলো একের পর এক উল্টাতে শুরু করলেন)

আমাদের পরিবারটি ছিল খুবই দরিদ্র। আমার খালার বিয়ে হয়েছিল এক ধনি পরিবারে। আমার যখন বিয়ে হয়, তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর। আমার খালা চেয়েছিলেন যে আমার বোন-ঝিও যেন ধনি পরিবারে এসে যায়। সেজন্য তিনি আপন দেবরের ছেলের সঙ্গে, আমার বিয়ে ঠিক করেন। যিনি ছিলেন সি.বি.আই. অফিসার। আমার মা ধনী-গরিবের ভয়ে ভীত হবার কারণে এ বিয়েতে খুব একটা রাজী ছিলেন না। এক ধরনের জোর-যবরদস্তি করেই এ বিয়ে হয়। বিয়ের পর জানতে পারি যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে সে অত্যন্ত বেপরোয়া স্বভাবের ও মদ্যপ। শ্বশুরবাড়িতে আমার অবস্থা ছিল চাকর-বাকরের চেয়েও খারাপ। কাঠের পুতুলের মত আমাকে শ্বশুরবাড়িতে ঘুরানো হত। ১৯৮০ সালে আমার বিয়ে হয় এবং ১৯৮৩ সালে আমার প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেসময় আমি অত্যন্ত করুণ দশায় হাসপাতালে ছিলাম। আমার মা'ও আমার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বেচারী আর কী-ইবা করতে পারতেন। অবস্থা এমনটাই ছিল যে আমি লোকের

থালা-বাসন ধুয়েছি। ঘর-দোর ঝাড়ু পর্যন্ত দিয়েছি। ইতোমধ্য আল্লাহ আমাকে দুই ছেলে ও এক মেয়ের মা হবার তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তীক্ষ্ণ মেধা দান করেছিলেন। ১৯৮০ সালে ২৫০ টাকা মাসিক বেতনে আমি এক সেলাই কারখানায় কাজ শুরু করি। সেখান থেকেই আমার ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কারখানাটি ছিল জনৈক হিন্দুর কিন্তু এর কর্মচারী ও শ্রমিক ছিল মুসলমান এবং বেরেলভী মুসলমান। আমি শাড়ি পরে কারখানায় যেতাম। হাতাবিহীন ব্লাউজ পরতাম। একদিন এক শ্রমিক আমাকে বলল, "বোনজী! আপনি আমাদের ঈমান খারাপ করছেন।" আমি বললাম, "ঈমান কী?" সে বলল, "আমরা মুসলমান! আমাদের এখানে মুসলিম মহিলারা পর্দা-পুশিদা মেনে ও শরীর ঢেকে চলে। এজন্য পুরুষদের ঈমানও নিরাপদ থাকে, মহিলাদের ঈমানও নিরাপদ থাকে।"

আমি বললাম, "ঈমান কী?"

সে বলল, এক কলেমার নাম যা পড়ান হয়। আমি বললাম, "ওরা তো মুসলিম মহিলা। তারা তাদের ধর্মের কারণে এরূপ চলে।"

মুসলমান শ্রমিকটি খুব দরদভরা কণ্ঠে বলল, বোনজি! আপনি যেই হন ও যাই হন, আমার দিল চায় যে আপনিও আমাদের মা-বোনদের মত কাপড় পরুন।

আমার মনে তার ঈমান ও পর্দা-পুশিদার কথা ধরল। আমি ভাবতে থাকি যে, কেমন সুন্দর ঈমান তার আর তাদের ওখানে মেয়েদের কতটা সম্মান করা হয়। আমার দিল অস্থির হয়ে উঠল। ঐ শ্রমিকটির ঈমানের ভেতর আসার জন্য। পরদিন আমি সেই শ্রমিকটিকে বললাম, "ভাই! আমি তোমার ঈমানের ভেতর আসতে চাই। আমাকে কী করতে হবে?"

সে বলল, একটি কালেমা আছে যা পড়তে হবে।

আমি বললাম, আমাতে তাড়াতাড়ি পড়াও।

বলল, "আমি তো পড়াতে পারি না। আমাদের বাবা পড়াবেন। তিনি অমুক দিন আসেন।"

এখন আমাকে সেই অমুক দিনের অপেক্ষা করতে হল অধীরভাবে। আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে সেই দিন এসে গেল। এক লম্বা চোগা এবং গলায় বিভিন্ন ধরনের রকমারী মালা ও টুপি পরিহিত বাবা কারখানায় এলেন। তিনি রুমাল ধরিয়ে আমাকে বলতে বললেন, "সাল্লী আলী কা ইয়া

মুহাম্মদ, ইয়া আল্লাহ! ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া আলী। আল মদদ কর মদদ। (বোন জামীলা যখন এই কলেমা শোনালে আমার তখন হাসি পাচ্ছিল এবং আশ্চর্যও হচ্ছিলাম।) মাঝখানে আমরা বললাম, এটা কালেমা নয়।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা ছিল আমার সেই যমানার ঈমান, ভাই যেমনটি বলেছেন। তিনি যা বললেন, আমিও তা বললাম এবং বহুদিন পর্যন্ত এটাই আমি আওড়াতাম। এরপর আমাকে কবরস্থানে যেতে বলা হল। আমি সেই বাবার মুরীদ হলাম। অতঃপর আমি হিন্দুস্থানের বড় বড় মাযারগুলোতে হাজিরা দিয়েছি এবং সেখানে যা কিছু হয় আমি তা দেখতাম ও করতাম।"

"এদিকে আমি শাড়ির পরিবর্তে স্যুট পরা শুরু করি এবং নিজেই কাপড় ডিজাইন করতে শুরু করি। আমার ডিজাইনকৃত ড্রেস ছিল খুব দামী। আমি পৃথকভাবে মেশিন কিনি এবং নিজেই ডিজাইন করে ড্রেস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করি। আমার কারবার বেশ জমে উঠল। ১৯৮২ সালে উখলা, ফিস-এ আমি আমার কারখানার ভিত্তি স্থাপন করি এবং পৃথকভাবে মুসলমান শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগ দেই। আমার অর্থ উপার্যন হয়ে উঠল একমাত্র নেশা। আর আল্লাহই আমাকে এই পরিমাণ যোগ্যতা দিয়েছিলেন যে, আমি নেহরু নগরে তিনতলা একটা গোটা ক্যাম্পাস ক্রয় করে ফেলি। হ্যাঁ, আরও একটা কথা মনে পড়ল, আমি যখন কারখানায় কাজ করতাম তখন বাবার খানকার দরবার ছিল। আমার মা আমার নামে একটা দোকান করে দিয়েছিলেন। আর এটাই ছিল তার সর্বসাকুল্যে স্থাবর সম্পত্তি। বাবার খানকাহর জন্য জমির প্রয়োজন ছিল। সুলতানপুর গওছাবাদে আমি আমার মাকে বললাম দোকানের কাগজপত্র আমাকে দিন। আমাকে একটা বাড়ি কিনতে হবে। আমি আমার মাকে মিথ্যে বলি। নইলে আমার মা আমাকে কখনোই কাগজ দিতেন না। কাগজপত্র নিয়ে সেই দোকান সেই সময় ১২ হাজার টাকায় বিক্রি করে ১১ হাজার টাকা বাবাকে খানকাহর জন্য দিয়ে দেই। আর ১ হাজার টাকা আমি নিজে রাখি। সে সময় আমি চাকুরি করতাম ২৫০ টাকা মাসিক বেতন। তিনটি বাচ্চা এবং নিজে ভাড়া বাসা। এক হাজার টাকা জমা করলাম এবং দিল্লী কোর্টপাতিয়ালা হাউসে গিয়ে ইসলাম কবুলের এফিডেভিটের কাজ সম্পন্ন করি। ব্যস, এরপর আল্লাহর নামে খরচ করার নেশা আমাকে পেয়ে বসে। আমি চাইতাম যে, দু'হাতে টাকা কামাই করব এবং আল্লাহর নামে খরচ করব। টাকা উপার্জনের নেশা আমাকে পেয়ে বসে। নেহরুনগরে আল্লাহ আমাকে সম্পত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে যেসব শ্রমিক কাজ করত, তারা নামায পড়ত। তারা নামায পড়তে যেত এবং বাইরে গিয়ে নামাযের বাহানায় ছবি দেখতে চলে

যেত। আমি যেসব লোক নামাযী তাদের কাজ দিতাম। কিন্তু তারা চালাকি করত। আমি ভাবলাম, আমাকে এমন জায়গায় কারখানা তালাশ করা দরকার যেখানে মসজিদ কারখানার পাশে হবে। অতএব আমি গফরনগরে হাজী কলোনীতে জমি খরিদ করি এবং কারখানা এদিকে সিফট করি। কিন্তু এদিকে আমি যেহেতু একাকী কাজ করতাম এবং মুসলিম এরিয়ায় মসজিদের দরুন শিফট হয়েছিলাম যাতে শ্রমিক-কর্মচারীরা অবশ্যই নামায পড়ে এবং বেশিক্ষণ বাইরে না থাকে। আর কাজেরও যেন ক্ষতি না হয়। কিন্তু এদিককার মুসলমানরা আমাকে খুব যন্ত্রণা দিচ্ছিল যে, কেমন মুসলমান হয়েছে যে, ছেলেদের দিয়ে কাজ করাই। এ জাতীয় আরও অনেক কথায় আমি পেরেশান হয়ে পড়ি।

এর জের পড়ে কারখানার ওপর। আমার কারখানার লাল বাতি জ্বলার উপক্রম। আমি আমার ছেলেদের কাছে নেহরুনগরে চলে যাই। কাজ বন্ধ করে দিই। কারণ ইসলামে শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো জায়েয নেই। আর আমি দরিদ্রদশায় পতিত হই ও অনাহার-অর্ধাহারের সম্মুখীন হই। আমি টুকরা কাগজ বিক্রি করতে শুরু করি। ফলে কিছুটা আশ্রয় জোটে। এদিকে কিছু ভাল মুসলমান বোনের সঙ্গে দেখা হয়। একজন আমাকে বলেন যে, আপনাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। আপনি আপনার কারবার শুরু করুন। এতো মনগড়া কথা। বোনটির স্বামী মওলভী যুলফিকার আমাকে এ ব্যাপারে পথ দেখান। তিনি আমাকে আপন মায়ের মতই আমার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আমি হাজী কলোনীতে পুনরায় কারখানা শুরু করি এবং নাইটি, টপ ও পাতিয়ালা সালোয়ার ডিজাইন করে মার্কেটে বিক্রি শুরু করি। এখানেও আমি বিল্ডিং নির্মাণ করি এবং নিজেও এ দিকেই চলে আসি। এরপরই আমি জানতে পাই যে আমি যে ইসলামের ওপর চলছি, কবর পূজা ইত্যাদি ঠিক নয়। এখানে এসেই সহীহ-শুদ্ধভাবে কলেমা পড়ি। এখানে এসেই নামায শিখি। কুরআন করীম পড়ি। তবলীগ জামা'আতে যাই। মুসলিম বোনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমি যখন নামায শিখি এবং তা আদায় করি তখন বুঝলাম যে হাদীসে যে বলা হয়েছে, "নামায মু'মিনের জন্য মে'রাজ" আসলেই তা মি'রাজ।

(এ কথা বলতে গিয়ে তিনি কান্না ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আমরা তার এই অবস্থাদৃষ্টে ঈর্ষান্বিত হই। আমরা বলি যে, আপনি তো আল্লাহর ওলি এবং অনেক উঁচু দরজার মানুষ।)

বোন জামিলা বলেন যে, আমি ওসব কিছু নই। এরপর অত্যন্ত ঝটপট

বলেন, কোনভাবে যদি সেই নামাযের অবস্থা ফিরে আসে। তিনি আমাকে বলতে থাকলেন, এমন কোনো আমল বলুন যাতে করে আমার নামাযের মধ্যে প্রথম দিককার অবস্থা ফিরে আসে।

আমরা বললাম, আল্লাহ অসীম দাতা ও দয়ালু। তাঁর দরবারে বিনীতভাবে কাতরকণ্ঠে যা-ই কিছু চাইবেন পাবেন। বোন জামিলা তাৎক্ষণিকভাবে বললেন, আমার সাথেও তো এ ব্যাপার ঘটেছে। যখনই আমি চেয়েছি সবকিছু পেয়েছি। বান্দাহ বড়ই অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বস্ত। সে চাইতেই জানে না, চায় না।"

প্রশ্ন. "আপনার বিশেষ কোন মুহূর্তের কথা বলুন।"

উত্তর. পবিত্র রমযান মাস। আমি বরাবর রোযা রাখি। নামাযও আদায় করি। কিন্তু দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারতাম না। ডায়বেটিসের দরুণ আমার হাঁটু অকর্ম হয়ে পড়ে। আমি যেখানে থাকি সেখানে আমার এমন অংশ আছে যেখানে আমি খুব সহজে ভাড়াটিয়াও রাখি। লায়লাতুল কদর এসে গেল। সবাই দাঁড়িয়ে নফল পড়ছিলেন। সে রাতে আমিও জেগে ছিলাম। পায়ের ব্যথার কারণে আমি উঠতে পারছিলাম না। কোন মুসলমান বোনও আমাকে এ রাতের মাহাত্ম সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেনি। আমার অন্তর ফেটে যাচ্ছিল যে, কেউ এসে আমাকে সান্ত্বনা দিক। এ রাতের মর্যাদা ও মাহাত্ম সম্পর্কে বলুক। এমতাবস্থায় আমি কিভাবে ইবাদত করব। আমাকে সাহায্য করুক। এরপর আমার অসহায় অবস্থা ফুটে উঠল। আমি বসে বসে সিজদায় পড়ে গেলাম। এবং এভাবে আমার মালিকের সামনে অস্ফূঠ আর্তনাদ সহকারে কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে আমি জোরে চিৎকার দিয়ে উঠি। আমার তখন হুঁশ ছিল না। ছিলাম আমি আর আমার আল্লাহ। অসহায় অবস্থা এমন যে ইবাদতও নামাযও দাঁড়িয়ে পড়তে পারব না। এর অনুভূতি ফিরে আসতেই হঠাৎ করেই আমার মনে হল আমি দাঁড়াতে পারি। আর মনে হতেই আমি সোজা দাঁড়িয়ে গেলাম এবং সে রাতে দাঁড়িয়ে খুব নামায আদায় করি ও চলাফেরায় সক্ষম হই। আমি চলাফেরা করতে শুরু করি এবং কয়েক বছর পর্যন্ত এমন থাকল যে, আমার যেন কোন অসুখ-বিসুখই ছিল না। ডায়বেটিসে চিনির মাত্রাও শেষ হয়ে যায়। এরপর বললেন, ব্যাস, বোন! আমরা খুবই অকর্মণ্য। কোন কাজের নই। আমরা দুনিয়াদারির মধ্যে ফেঁসে গেছি। এরপর সেই একই রোগ।

আমি ফাযাইলে আ'মাল পড়তে শুরু করি। আমি যখন পড়লাম যে, যার ছেলে কুরআনের হাফেজ হবে পরকালে সেই ছেলের মাকে জান্নাতে নূরের

টুপি পরানো হবে। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম যে, আল্লাহ! এখন আমি কী করব? আমার দুই ছেলে। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েও হয়ে গেছে। কেননা সে সময় তো বাস "সাল্লী আলী কা ইয়া মুহাম্মদ, আল-মদদ কর মদদ" এবং কবরস্থানে যাওয়াটাকেই ইসলাম মনে করতাম। ব্যাস, কেবল নিজেই মুসলমান হয়েছি। আমি খান্দানী অবস্থার ওপর থেকেছি। তাদের বিয়েও আমি হিন্দু মেয়েদের সাথে দিয়েছি। আর বাচ্চাদের অতঃপর এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রেখে দুঃখী করেছি। আমি তুমুল কেঁদেডয়। যে সব হাফেজের মায়েদেরকে টুপি পরানো হবে কিন্তু আমার জন্য কোন টুপি থাকবে না। আমার কোন ছেলে তো হাফেজ নয়। আমার এক দীনদার প্রতিবেশিনী ছিলেন, আমাকে সব সময় কাঁদতে দেখে তিনি বললেন, তুমি আমার ছেলেকে পড়াও, হাফেজ বানাও। অন্যরা বললেন, কোন গরিব ছেলেকে পড়াও। আমি গরিব বাচ্চা সন্ধান করতে লাগলাম। এহতেশাম নামের এক ছেলেকে পড়াবার জন্য সাহারনপুর মাদরাসার সুকড়ীতে রেখে আসি। আলহামদুলিল্লাহ! সে হেফ্জ করছে। এরপর লোকে আমাকে বলল, এভাবে টুপি পরানো হবে না। বাপ-মা নেই এমন শিশু তালাশ কর, তাকে হেফ্জ করাও। এখন আমি আরও কাঁদতে থাকি। লাগাতার যে কাঁদতে কাঁদতে জান বেরিয়ে যাবে। হায়! আমি বঞ্চিত থেকে যাব সেদিন। আমাকে টুপি পরানো হবে না। এবার আমি কোন গরিব হিন্দু বাচ্চা ঝুপড়িতে তালাশ শুরু করি। আল্লাহ একটা বাচ্চা মিলিয়ে দিলেন, যে এতিম। তার নাম রাখলাম আব্দুল্লাহ। তাকে রায়পুর সাহারনপুরের দিকে নিয়ে যাই। তাকে পড়াচ্ছি। মাশা'আল্লাহ এখণ সে ১২ পারা পড়ছে। রায়পুরে পড়ছে। দুই বাচ্চার কাপড়-চোপড় সব ব্যয়ভার বহন করি। আমার পৌত্র আমার কাছে থাকে। ১৩ বছর বয়স। তাকে হাউজওয়ালী মসজিদে পাঠিয়েছি। তার নাম আমান। দো'আ করুন সেও যেন হাফেজ হয়। আমীন।"

এসব শুনছিলাম আর বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছিলাম যে, আল্লাহ! এক নওমুসলিম মহিলা ফাযায়েলে আ'মালের হাদীছ পড়েছে, আর কিভাবে আমল করছে? অথচ আমাদের অবস্থা কি! আমরা জন্মসূত্রে মুসলমান হয়েও হেফ্জ তো দূরের কথা কুরআন কারীম দেখেও পড়তে পারি না। অনেকে একে মর্যাদার পরিপন্থী ভাবি। সন্তানের জন্য সর্বপ্রথম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুঁজি। আল্লাহর ভয়ে শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেল, যে আমাদের এই আচরণের দরুণ আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করবেন। আমি বললাম, বোন জামিলা! আপনি মুবারকবাদ পাবার যোগ্য। দো'আ করুন

আল্লাহ যেন আমাদেরকেও আপনার মত হবার তৌফীক দেন। আমীন! ছুম্মা আমীন।

আমরা ইতোমধ্যেই বেশ সময় নিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু মন চাচ্ছিল যে, নিজের জীবন বিত্তান্ত শোনান আর আমরা শুনতে থাকি। আমরা বললাম, আরও বিশেষ কিছু বলুন।

ফাযায়েলে আ'মালে পড়েছি যে, সুদখোরের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা হবে যে, তার পেটে সাপ-বিচ্ছু থাকবে।

আমাদের এখানে প্রতি সপ্তাহে এজতেমা হয়। আর আমি পাঞ্জাব প্রভৃতি জায়গায়ও যাই। সেখানে হিন্দু বোনেরাও আমার ওয়াজ শোনে। জলন্ধরে আমি যখন এই সুদ সম্পর্কিত হাদীছ শুনালাম তখন সবাই বিশ্বাস করে সেখানে সুদ লেনদেন করা ছেড়ে দেয়। হিন্দু হয়ে আর তারা অস্থির থাকত। তারা বলত যে, আপনাদের ধর্মের কথা আরও বলুন।"

তখন আমি বললাম, "আপনারা প্রোগ্রাম তৈরি করুন, ইনশাআল্লাহ আমরা যাব। দাওয়াতের বিষয়ে কথা বলব।

তিনি আরও বললেন, মানুষ জন পিপাসার্ত। আমি তো বেশি কিছু জানি না। ফাযায়েলে আ'মাল ও হিন্দীতে অনূদিত কুরআন শরীফ পড়েছি। আপনারা যদি সামনে আসেন, তাহলে দেখতে পাবেন মানুষ পিপাসার্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু ইশারা করতে দেরি, ইসলামের ছায়াতলে এসে যাবে। আমরা তখন নিজেদের ব্যাপারে আরও লজ্জিত হলাম এবং নিজদেরসহ সকল মুসলমানকে অভিযুক্ত করলাম যে, আসলেই আমরা আমাদের সীমারেখার মধ্যে থাকি। খাওয়া-দাওয়া, নিজেদের বাচ্চাদের খাওয়ানো ও পান করানো, সেই সাথে তাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার প্রভৃতি বানানোর আকাঙ্ক্ষা পোষণকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছি। আল্লাহর দরবারে আমরা তওবা করছি এবং কিছু করার সংকল্প করলাম।

প্রশ্ন. বোন শাহনায বলছিলেন যে, ২৫ বছর পর আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে একত্রিত হয়েছেন। আপনার স্বামী মুসলমান হয়েছেন এবং আপনাদের পুনরায় বিয়ে হয়েছে। ব্যাপারটা কি বলুন তো?"

উত্তর. আমার স্বামী ২৫ বছর থেকে আমার এবং আমার বাচ্চাদের কোন খোরপোষ দেননি। তিনি কিছুদিন হয় চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন এবং তিনি অবসরগ্রহণকালে প্রাপ্ত টাকা-পয়সা দিয়ে একটি ফ্লাট কিনেছেন। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তাকে সেই ফ্লাট বন্ধক রাখতে হয়। বাধ্য হয়ে

তাকে নেহরুনগরে অবস্থিত আমার ফ্লাটে যেখানে আমার দুই ছেলে তাদের বউ ছেলেমেয়ে থাকে, উঠতে হয়। আমি বরাবর সকল আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করি। কিছুদিন যখন বাপ ছেলে ও ছেলের বউয়ের কাছে থাকল তখন বড় বৌ তাকে বের করে দেয়। এরপর অপর ছেলের ঘরে গিয়ে ওঠে। একদিন দেখি কি আমার বড় বৌ তাকে খাবার দিচ্ছে যেভাবে কেউ দেয় কুকুরকে। আমি বৌমাকে বললাম, তুমি এভাবে খাবার দিচ্ছ? এভাবে তো কেউ কুকুরকেও খাবার দেয় না। যাই হোক, আমি নিয়মমাফিক খরচের টাকা দেবার জন্য রায়পুর হাফেজ ছেলেটির কাছে যাই। সেখানে দিল্লীর জামেআ মিল্লিয়ার এক ছেলে চাকরি ছেড়ে পড়তে গিয়েছে। এখন হেফ্জ করছে। রায়পুরে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দীনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। সে বলল, আম্মাজী! আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। কারণ আমার নওমুসলিম ছেলেটির মাধ্যমে সে আমার হাল-অবস্থা জানতে পারে। সে বলল, আপনার স্বামী হিন্দু। আপনার ওপর ফরয আপনি আপনার স্বামীকে দীনের দাওয়াত দেওয়া। তার আচরণের কারণে তার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক আছে বলে অনুভূত হতো না। আমি বললাম, বেটা! সে তো বড় রকমের মদ্যপ। মদ ছাড়া সে থাকতেই পারে না।

ছেলেটি বলল, আম্মা! আপনাকে যদি গ্লাস ভর্তি মদ হাতে তুলে দিয়েও তাকে দীনের দাওয়াত দিতে হয়, তাহলেও আপনি তাকে দাওয়াত দিন। এই দাওয়াত প্রদান এতটা জরুরী। আমার আশা ইনশাআল্লাহ তিনি অবশ্যই ঈমান আনবেন। আপনি এতটা উৎসাহী ও আবেগদীপ্ত। আপনি সকল অবস্থায় এ কাজ করুন।

আমি আমার ঘরে আসি। ফোন তুলে ধরি। ওদিক থেকে তিনি ফোন উঠান। কিন্তু তাকে কিছু বলার হিম্মত হলো না আমার। আশ্চর্য রকমের শরম বোধ হল । কিন্তু মনে মনে আল্লাহর কাছে কাঁদলাম, "হে আল্লাহ! তাকে যেন ঈমানের দাওয়াত দিতে পারি সেই হিম্মত আমাকে দাও। আমার বোন হিন্দু। কিন্তু সবগুলো কলেমা ও দরূদ জানে। সেও তার ভগ্নিপতির এই দুর্গতি দেখে ব্যথিত ছিল। সে দৈনিক তাকে বলে, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। তোমার জীবন সুন্দর হয়ে যাবে। দেখ, আমার বোন মুসলমান হওয়ায় তার জীবন আলোকিত হয়েছে। সে দৈনিক বলত। একদিন দেখি কি, আমার স্বামীকে সে জোর করে আমার ঘরে ধরে এনেছে। আমি নারাজ হয়ে বলি, তুই এই মদ্যপ-মাতালটাকে এখানে কেন এনেছিস?

সে বলল, ইনি মুসলমান হবার জন্য প্রস্তুত। গাফফার মনযিলের

মসজিদে বেলা ১০টার সময় জনৈক মাওলানার বয়ান চলছিল। তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে কলেমা পড়ানো হয়। সেখানে মাওলানা সাহেব আমাদের বিয়ে পড়ান। তাঁরই বয়ান ছিল। তিনি কলেমা পড়িয়ে চলে যাচ্ছিলেন। আমি ছিলাম ক্ষিপ্ত ও কুপিত। আমার ছেলে যুলফিকার মাওলানা সাহেবকে বললেন, আমার মা জামীলাকে বোঝান। তিনি পর্দা করে বসে আছেন। পর্দা ছাড়ুন এবং সব রাগ ঝেড়ে ফেলুন। মাওলানা সাহেব আমাকে বোঝালেন। আমি বুঝলাম। কিন্তু ২৫ বছর যাবত পৃথক বসবাস করে আসছি। আশ্চর্য রকমের আড়াল কাজ করে। সংকোচ ও জড়তা ঘিরে ধরে। এর ভেতর দিয়ে যতটা পারি তার খেদমত করছি। আজ ২২ দিন হল মদ স্পর্শও করেনি।

প্রশ্ন. আপনি তার নামায প্রভৃতি সম্পর্ক এবং ইসলামের অন্যান্য রোকন সম্পর্কে কী ভাবছেন?

উত্তর. মাশাআল্লাহ! পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে যাচ্ছে। কেউ তাকে বলেছে যে, ফুলাতে একজন বড় হযরতজী আছেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। তিন দিনের জন্য ফুলাত গিয়েছেন। কিন্তু হযরতজীকে পাননি। আমরা বললাম, তাকে আপনি দিল্লী বাটালা হাউস ও দারে আকরামে পাঠিয়ে দিন। সেখানে তার উপকার হবে এবং হযরতজীর সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। বোন জামিলা বলতে লাগলেন, আপনার বড়ই মেহেরবানী হবে আপনি যদি তার তরবিয়ত (ধর্মীয় প্রশিক্ষণ)-এর ব্যবস্থা করে দেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, হায়! যদি জায়গায় জায়গায় প্রশিক্ষণকেন্দ্র কায়েম হয়ে যেত! আর আল্লাহর কাছে মনে মনেই দো'আ করলাম, রাব্বুল আলামীন! আমাকে এর যোগ্য বানিয়ে দিন, যাতে করে নওমুসলিম ভাই-বোনদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে পারি এবং প্রশিক্ষণের জন্য দীন-দরদী ও মুখলিস (নিষ্ঠাবান) পণ্ডিতদের একত্র করতে পারি। যাতে করে তারা (নওমুসলিমগণ) ভাবতে পারে, আমরা ইসলামে এসে শান্তির মাঝে এসে গেছি। জান্নাতে এসে গেছি। ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার ছায়ায় এসে গেছি।

সে যাই হোক অনেক দেরি করে ফেলেছি। কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তখনও বাকী। আমি তাঁর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি।

প্রশ্ন. বোন জামীলা! আপনি যখন প্রথম থেকেই পৃথক এবং আপন শক্তিতে দাঁড়িয়ে নিজের সন্তাদের সাথে আছেন। তারপরও আপনার সন্তানদের হিন্দু থাকতে দিলেন কিভাবে?

উত্তর. "(তিনি বললেন) কোন মুসলমান আমাকে কিছু বলেনি। সত্য বলতে কি, হাজী কলোনীতে আসার পর আমি নিজে প্রকৃত মুসলমান

হয়েছি। তেমনি আমার দুই ছেলে বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ সব পড়ে। বড় বৌ খুব কট্টর। কিন্তু ছোট বৌ খুব নরম দিলের মানুষ। ছোট ছেলে আমার সঙ্গে কাজ করে বরং বলতে কি ফ্যাক্টরী, দোকান সব কিছু এখন সে-ই সামলায়। ব্যস! বউকে ভয় পায়।"

আমরা বললাম, "আমরা আপনার পুত্রবধূদের খানা খাওয়ার দাওয়াত দিই। আমরা কিছুটা চেষ্টা করে দেখি।"

তিনি খুব খুশি হলেন এতে। বললেন, "না, বরং আমি আপনাদের দাওয়াত দেব। সেখানে আমার পুত্রবধূদের ডেকে আনব। সকাল সকাল ডেকে পাঠাব। আপনারা তাদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং এরপর আপনাদের বাসায় খাবার দাওয়াত দেবেন।"

আমরা বললাম, "ঠিক আছে। কিন্তু নেককাজে দেরি করা ঠিক নয়।"

এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল এবং সবাই মাথা নিচু করে বসে রইল। মনে হচ্ছিল আমরা অন্য কোন জগতের কথা শুনছি।

আমি বললাম, আফসানা, আপনি খুব ভাগ্যবতী এবং মুবারকবাদ পাবার যোগ্যও। এরই মাঝে বোন জামিলা বলে উঠলেন, আমার এই পুত্র হিসেবে কথিত যুলফিকার ও পুত্রবধূ আফসানা তুলনাবিহীন বউ-বেটা। আমি তাদের সাথে হজ্বও করেছি।"

তিনি তাদের সম্পর্কে অজস্রভাবে প্রশংসা করতে থাকলেন। দো'আর স্রোত বইয়ে দিলেন। আর আমি ভাবছিলাম, বোন শাহনাযের কারণে ও জাবিদ আশরাফ সাহেবের কারণে আল্লাহপাক কত ভাল ভাল মানুষ, যাদের তুলনা নেই এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে। বোন জামিলা যেভাবে ঐসব পুত্র, পুত্রবধূর ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও স্নেহ-ভালবাসার আলোচনা করলেন, যদি লিখতে শুরু করি তাহলে সাক্ষাৎকার আরও দীর্ঘ হয়ে যাবে। আর ভয় করছে, তা অমুদ্রিত না থেকে যায়। আমি তো বোন শাহনায, আফসানা ও জামিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছি। এবং নিজের অবস্থার ওপর লজ্জিত যে, আল্লাহ! দুনিয়াতে এখনও নবীযুগের অনুসরণ-অনুকরণকারী লোক বর্তমান রয়েছে। আমাদের কী হবে যে, আমরা আমাদের নিয়ে মত্ত। সত্যি লিখছি, আমার শরীরের প্রতিটি পশম আল্লাহর ভয়ে কাঁপছিল ও কাঁপছে। আপনাদের সকলের কাছে দো'আর দরখাস্ত যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দীনের খেদমতের জন্য নির্বাচিত করেন। আমীন! ছুম্মা আমীন!

আরেকটি প্রশ্ন আমার মনের ভেতর ওলট-পালট করছিল যে, আমি এমন ইবাদতগুযার খোশ আখলাক মিশুক প্রকৃতির দানশীলা ও তাবলীগের জন্য সব সময় চলাচলকারীর আল্লাহর সঙ্গে একান্তে সংলাপও আশ্চর্য ধরনের হয়। অথচ এটা জরুরী নয়। নেকীর শর্ত কিন্তু অনুমান এমন স্বাভাবিক হয়।

প্রশ্ন. আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কোন কথা বলুন।

উত্তর. আমি একবার একটি স্বপ্ন দেখলাম যে, আমার একটি কামরা যা অত্যন্ত সুন্দর, আশ্চর্য ধরনের রঙের বাহার, যার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত।

সেখানে আমি এবং আরেকজন মসজিদে পড়ে আছি। অপরিসীম সুন্দরী, বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের অধিকারী মহিলা, হীরা-জওয়াহেরাত, যমরুদ ও মোতির থালা হাতে নিয়ে বসে আছে।

দ্বিতীয় স্বপ্ন এই যে, আমি সীমাহীন উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছি। অত্যন্ত শ্বেত-শুভ্র পোশাক পরিহিত আর আমার চতুর্দিকে স্বচ্ছ ও নির্মল পানি। আমার ঘুম ভেঙে গেল। এর ব্যাখা কি-তা আল্লাহই জানেন। কিন্তু আমি অত্যন্ত প্রশান্তি অনুভব করেছি। একবার দেখি কি, সমতল ভূমি। আমি আর আমার পৌত্র আমান সাথে। এমন সময় ভীষণ ভূমিকম্প হল। ভয়াবহ রকমের ভূমিকম্প। আমি আলহামদু শরীফ পড়তে লাগলাম। সাথে সাথে ভূমিকম্প থেমে গেল।

আর নয়, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার ঘরে ফেরার তাকীদ ছিল। তার স্বামী কৈলাশ বর্তমানে জামীল আহমদ এর বাসায় একা। আমরা তার শুকরিয়া আদায় করলাম।

শেষ প্রশ্ন. আরমুগান পাঠকের জন্য কোন পয়গাম?

উত্তর. আমার পয়গাম হল, একে অন্যের কল্যাণ কামনা করি। হিন্দুদের সাথে মিলেজুলে থাকি। বিভেদের দেয়াল ভেঙে ফেলি। হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমান দর্শন সম্পর্কে জানতে আগ্রহে অস্থির। কাছাকাছি আসি। লোকে দলে দলে ইসলামে আকৃষ্ট হয়ে চলে আসবে। সালাম, দো'আ ও ভবিষ্যতে স্থায়ী সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা আমাদের ঘর থেকে বিদায় নেবে। এখন আমি ভাবছি, যখন কেবল একজন অজ্ঞ-অশিক্ষিত শ্রমিকের শরীর ঢাকার কথায় এক বোন ঈমান গ্রহণ করল, ঈমান নসীব হল এবং তার মাধ্যমে হাফেজ হল, তার খান্দান ইসলামে এল, মুসলিম ও অমুসলিমের ভেতর তাবলীগ করা। খানকাহ নির্মান করা। মসজিদ মাদরাসায় দান করা করানো। না জানি কত কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। দেশ বিদেশের যেসব আলেম ওলামা আছে, তারা যদি দারিয়ে যায়, হিন্দুস্থানে আছে বিশ কোটি মুসলিম। সকল মুসলিম যদি দুনিয়া বাসিকে শান্তির পয়গাম জানিয়ে দেয়, তাহলে সমাজের পরিবেশ পাল্টে যেতো। হায়! মুসলমানরা যদি তাদের মর্যাদা বুঝতো। পরিশেষে আমার আবেদন মুসলমানরা যেন তাদের রক্তের সম্পর্কের ভাই বোনদের হেদায়েতের প্রত্যাশায় রাতের শেষে একাগ্রচিত্তে দু'এক ফোটা অশ্রু যেন আল্লাহর দরবারে ফেলায়।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

মাসিক আরমুগান, জুলাই ২০০৮ইং

(৬) আপনার আমানত কিতাব আমার অন্তর পরিবর্তন করে দিয়েছে

নওমুসলিমা খাদিজা (সীমা গুপ্তা)র সাক্ষাৎকার

এই বইটির নামই মানুষের অন্তরে এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যে, নাম পড়েই এক আশ্চর্য ধরনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, আমাদের আমানতটি কি একটু জানতে তো পারি! মাওলানা সাহেবের 'দুই শব্দের' ভূমিকাটি দুই-তিন লাইন পড়ার পর যেকোনো মানুষ বইটি শেষ না করে উঠতে পারবে না এবং ইসলাম ও মুসলমানের সাথে যারা শত্রুতা রাখে তারাও এই দুই শব্দের ভূমিকা পড়ার পর অন্যের বই বলে মনে করবে না। বইটির লেখককে বন্ধু মনে করবে। আমি বাসায় এনে বইটি খুব মনোযোগ সহকারে পড়ি। আপকি আমানত বইটি আমার ভিতরের দুনিয়াকে পাল্টে দেয়।

সিদরা যাতুন ফাওযাইন. আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

খাদিজা. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. দিল্লীতে কবে এলেন?

উত্তর. আমরা তিনদিন থেকে দিল্লীতেই অবস্থান করছি। আমার স্বামী ডাক্তার সাহেবও আমার সাথে আছেন। আমাদের দু'জনকে তিনদিন তাবলীগে সময় লাগানোর জন্য হযরত (মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব) নেজামুদ্দীন মারকাজে পাঠিয়েছিলেন। খুব ভালো লাগলো। গতকাল ছিল বৃহস্পতিবার। আলহামদুলিল্লাহ্! মাওলানা সা'দ সাহেবের বয়ান শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। সেখানে তো দিন-রাত দ্বীনেরই আলোচনা হয়। মারকাজের রাতগুলোও খুব মহাব্বাতের। খুব ভালো সময় কাটলো।

প্রশ্ন. আব্বু সম্ভবত আপনাকে আরমুগানের জন্য আমার সাথে কিছু কথা বলতে বলেছেন?

উত্তর. হ্যাঁ! হযরত আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনদিন জামাতে সময় লাগিয়ে উখলায় (দিল্লীতে হযরতের মহল্লার নাম) এসে জুমার নামায পড়তে। মুছান্না, খাদিজার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে। আমরা হযরতের হুকুমে এসেছি। ডাক্তার সাহেব আমাকে এখানে রেখে 'জামেয়া মিল্লিয়া'তে কোন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন। আজ বিকেলেই আমাদের ফিরতে হবে।

প্রশ্ন. দয়া করে আপনার বংশীয় পরিচয় দিন?

উত্তর. আমি পশ্চিম ইউ.পি.এর এক বড় গ্রামে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ইং এক ব্যবসায়ী লালাহ পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মপরবর্তী নাম ছিল সীমা গুপ্তা। গ্রামের এক স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করি। প্রাইমারির পর গার্লস ইন্টার কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বি.কম. করি। অতঃপর এক প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে সমাজ বিজ্ঞানে এম.এ. করেছি। আমার দুই ভাই, এক বোন। এক ভাই বড় এবং দুই ভাই বোন আমার ছোট। আমার পিতা কেরানায় ব্যবসা করেন। তিনি খুবই নম্র-ভদ্র প্রকৃতির মানুষ। আমার মাও খুব নেক ও সাদা সিধে মহিলা।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু বলবেন?

উত্তর. আমাদের গ্রামে হিন্দু-মুসলমান একত্রে বসবাস করে। মুসলমানদের বড় একটি অংশ আমাদের মহল্লার সাথে গা ঘেঁষা এলাকায় বাস করে। তাদের সাথে আমাদের পরিবারের গভীর সম্পর্ক। আব্বুর কেরানায় দোকান থাকার ফলে লেনদেন হতো সকলের সাথে। আমাদের বাড়ির এক ঘর পরেই একজন জমিদার খান সাহেব বাস করতেন। তার এক মেয়ে আমাদের সাথে প্রাইমারি স্কুলে পড়তো। তাদের বাড়িতে আমাদের যাতায়াত হতো। তাঁর আর এক মেয়ে সাবিহা খান আমার সাথে ইন্টার পর্যন্ত পড়াশোনা করে। তার সাথে আমার খুবই বন্ধুত্ব ছিলো। তার পরিবার খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ধার্মীক ছিলো। সাবিহার বড় ভাই খুবই ভদ্র ও সুন্দর। সে আমাকে দেখে সাবিহাকে বলতো, তাকে দেখে এমন লাগে যেন সে আমাদের পরিবারের একজন। এমনিতে সে খুবই লাজুক যুবক। আমি যদি ঘরে থাকতাম তাহলে সে লজ্জায় বাহিরে বের হয়ে যেতো। তার সাথে আমার কিছুটা আশ্চর্যজনক সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিলো। আমি কখনো সাবিহাকে বলতাম, সাবিহা তোমার ভাই তো মেয়েদের চেয়েও বেশী লাজুক। সাবিহা বলতো বোন! এখন তো সময় উল্টো হয়ে গেছে। এখন মেয়েরা কোথায় লজ্জা করে? ছেলেরাই তো লাজুক। এমন ভাবে কখনো কখনো যুগের খারাপ দিকগুলো ও তার দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতাম। এক পত্রিকায় নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার খবর বাপ তার নিজ মেয়ের সাথে কুকর্ম ও আপন মামার বেহায়াপনার খবর পড়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত যুগ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা আলোচনা করি। আমি বললাম, কলি যুগ চলে এসেছে। একে ঠিক করার জন্য আমাদের ধর্মীয়গ্রন্থ অনুযায়ী কল্কি অবতার আসবেন এবং তিনি এই দূরাবস্থাকে ঠিক করবেন। আমি বললাম, জানি না আমাদের জীবদ্দশায় কল্কি অবতার আসবেন? না আমাদের মৃত্যুর

পরে আসবেন?

সাবিহা বলল : সীমা! তুমি যেই কল্কি অবতারের কথা বলছো, তিনি তো এসে চলেও গেছেন। আমি বললাম তুমি কিভাবে জানলে? সে বললো, আমি তোমাকে একটি বই দিচ্ছি। এই বলে সে আলমারি থেকে "কল্কি অবতার ও মুহাম্মদ সাহেব' নামের একটি ছোট বই আমাকে দিয়ে বললো, দেখো এই যিনি বইটির লেখক তিনি অনেক বড় স্কলার ডা. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়। আমি বইটি গ্রহণ করলাম।

সে দিনই আমি সাবিহাকে তার ভাই-এর প্রতি আমার দুর্বলতার কথা বলি। সে বললো, ভাইজানও তোমাকে পছন্দ করে। কিন্তু সে লজ্জায় তোমার সামনে আসে না। আমি বললাম, তোমার ভাই কি বিয়ে করার জন্য হিন্দু হতে পারবে? সে বললো, একজন মুসলমানের হিন্দু হওয়া তো অসম্ভব। হ্যাঁ! ইসলাম সর্ম্পকে যে কিছুই জানে না সে অন্য কথা। কারণ ইসলাম এমন সত্য ধর্ম; মানুষ তা জানার পর ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারে না। অন্তর থেকে ইসলামি বিশ্বাসকে ত্যাগ করতে পারবে না। সে বললো, আমাদের চক্ষু দেখছে যে, এখন দিন। সূর্য উদয়মান, এখন যদি আমাকে কেউ বলে দশ লক্ষ টাকা নাও আর বলো, এখন হচ্ছে রাত। অথবা রাইফেলের নল মাথায় ঠেকিয়ে বললো; বলো, এখন হচ্ছে রাত। তা হলে হতে পারে লোভে কিংবা ভয়ে আমি বলে ফেলবো যে এখন হচ্ছে রাত। কিন্তু আমার অন্তর বলতে থাকবে যে, কিভাবে দিনকে রাত মনে করি। সাবিহা বললো, সীমা! যদি তুমি বিশ্বাস করো এবং ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করো। আর সত্যকে জানার চেষ্টা করো, তাহলে তুমি ভাইজানকে হিন্দু বানানোর পরিবর্তে নিজেই জরুরী মনে করবে বিবাহ হোক আর না হোক আমাকে মুসলমান হতে হবে।

আমি বললাম সাবিহা! এটা তো কথায় আছে যে, মুসলমান নিজ ধর্মের প্রতি যতো কঠোর হয় অন্য কনো ধর্মাবলম্বিরা এতো কঠোর হয় না। সাবিহা বললো, মানুষের স্বভাবই হলো সত্যের উপর কঠোর হওয়া। মিথ্যা ও সন্দেহযুক্ত বিষয়ের উপর কেউ কঠোর হতে পারে না। দীর্ঘক্ষণ আমরা কথা বলতে থাকি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমি বাসায় চলে আসি। বাসায় ফিরে সাবিহার কথাগুলো ভাবতে থাকি। রাতে শোয়ার সময় ঐ বইটি নিয়ে পড়তে লাগলাম। বইটি কলেবরে ছোট হওয়ায় রাতেই পড়ে ফেলি। আশ্চর্য হলাম যে, সেই কল্কি অবতার তো হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দেওবন্দ থেকে এই বইটি প্রকাশিত। সেই বইয়ের পিছনে আরো কয়েকটি বইয়ের নাম তালিকাবদ্ধ ছিলো। 'নরাশংস আওর

অন্তিমসন্দেষ্টা, ইসলাম এক পরিচয়, মরণে কে বাদ ক্যায়া হোগা, (মৃত্যুর পর কী হবে?) আপকি আমানত আপ কি সেওয়াঁমে,ইসলাম কিয়া হ্যাঁয়' ইত্যাদি। পরের দিন আমি সাবিহাকে বললাম আমার এই বইগুলির প্রয়োজন। সে বললো, 'আপ কি আমানত আপ কি সেওয়াঁমে' আমার মামা মাওলানা সাহেবের নিকট পাওয়া যেতে পারে। আমি তোমাকে এনে দিবো। আমি সাবিহাকে বললাম, ভুলে যেয়ো না কিন্তু। তাঁর মামার কাছে যাওয়ার সুযোগ হয় নি। আমি তাকে দশদিন পর্যন্ত তাকিদ দিতে থাকি। বলতে বলতে আমি অস্থির হয়ে যাই। দশদিন পর সে আমাকে ছোট একটি বই 'আপকি আমানত আপকি সেওয়াঁমে' এনে দিল।

বইটির নামই মানুষের অন্তরে এমন প্রভাব সৃষ্টি করে। নাম পড়ে প্রথমেই এক আশ্চর্য ধরণের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, 'আমাদের আমানতটি কি? একটু জানতে তো পারি! মাওলানা সাহেবের 'দুই শব্দের' ভূমিকাটি দু'তিন লাইন পড়ার পর যেকোন মানুষ বইটি শেষ না করে উঠতে পারবে না এবং ইসলাম ও মুসলমানের সাথে যারা কঠিন শত্রুতা রাখে, তারাও এই দুই শব্দের ভূমিকা পড়ার পর অন্যের বই বলে মনে করবে না। বইটির লেখককে বন্ধু মনে করবে। আমি বাসায় এনে বইটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি। আমার মা ও ছোট বোনকে বললাম, তোমাদেরকে আমি সুন্দর একটি বই পড়ে শোনাব। তাদেরকে বসিয়ে বইটি পড়তে লাগলাম। তারা বলল, এই বইটির লেখক কে? আমি বললাম, মুজাফফরনগরের এক মাওলানা সাহেবের লেখা বই। আমার মা বললেন, তার সাথে তো আমার সাক্ষাৎ করার উচিত। বইটির পিছনের টাইটেলে আরো কিছু বই এর নাম লেখা ছিল। 'ইসলাম এক পরিচয়, মরণে কে বাদ ক্যায়া হোগা, ইসলাম ক্যায়া হ্যাঁয়? কেতনী দূর কেতনী পাস? ওহি এক একতা কা আঁধার, নরাশংস আওর অন্তিম ঋষি, কল্কি অবতার আওর মুহাম্মদ সাহেব, বেদ আওর কুরআন?' ইত্যাদি। আম্মু আমাকে বললেন, বেটি! এই সবগুলি বই সংগ্রহ করে নাও।

মুছান্না বোন! সত্য কথা হলো, 'আপ কি আমানত' বইটি আমার ভিতরের দুনিয়াকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। ব্যাস! আমি শুধু চিন্তা করতে লাগলাম যে, আমি মুসলমান হয়ে এই সমাজে কিভাবে বসবাস করবো? যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই তাহলে নারী মানুষ কোথায় গিয়ে স্থান নিবো। কে আমাকে ঠাঁই দিবে। আমার চলে যাওয়ার পর পরিবার কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। আমার ভাই বোনদের কী অবস্থা হবে? আমার সরল সোজা পিতা-মাতা আমার বিরহে কিভাবে জীবন যাপন করবে? এ ধরণের

চিন্তার তুফান বয়ে যাচ্ছিল। ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো। আমার অপর এক বান্ধবী ফাতেমাকে বইগুলো সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য পাঁচশত টাকা দিলাম। এক সপ্তাহ পর সে আমাকে 'মরণে কে বাদ ক্যায়া হোগা' নামক মাত্র একটি বই এনে দিয়ে বাকি টাকা ফেরত দিলো। বললো, বাকি বইগুলো পাওয়া যায়নি। আমি 'মরণেকে বাদ ক্যায়া হোগা' বইটি পড়ি। জান্নাত-জাহান্নামের বিশদ আলোচনা এবং গুনাহগারদের শাস্তির কথা এই বইয়ে এমনভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে অনুভূতিহীন মানুষও ভয় পেয়ে যাবে। বইটি পড়ার পর থেকে জান্নাত-জাহান্নাম আমার চোখের সামনে ভেসে থাকে। আমার মনে হয় আমি চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি। রাতে যখন বিছানায় শুতে যাই, তখনও আমার চোখের সামনে কবর, হাশর, জান্নাত-জাহান্নামের দৃশ্য ভেসে ওঠে। দুবার স্বপ্নে জান্নাত দেখেছি। আর জাহান্নাম যে কতবার দেখেছি তার কোন হিসাব নেই।

এবার আমার আম্মুর কাছে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন, ধর্ম থেকে দুনিয়া সামলানো খুবই কঠিন। বর্তমান সমাজে ধর্ম পরিবর্তন করা এতো সহজ নয়। ভিতর থেকে সত্যকে সত্য মনে করো এতেই যথেষ্ট। সেই মালিক অন্তরের ভেদ খুব ভালো করে জানেন। সাবিহাকে বললাম, আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই তাহলে তোমার ভাই আমাকে বিয়ে করতে পারবে কি-না? সাবিহা বললো ভাই আমাকে কয়েকবার বলেছে, সীমা যদি মুসলমান হয়ে যায় আব্বু-আম্মু তার সাথে আমার বিয়ে করাবে কি-না? সে এখন চাকুরী করার জন্য বিদেশে আছে। সে আরো বলল, তার ভাইয়ের ফোন এলে এ ব্যাপারে কথা বলবে। পরে সাবিহা জানালো, ভাইজান বলেছেন, আব্বু-আম্মু যদি রাজি থাকেন। আইনগত জটিলতাগুলি সেরে নিন। সীমার পিতা-মাতা যদি সন্তুষ্ট থাকে এবং সে মন থেকে মুসলমান হয় তাহলে আমি তাকে বিবাহ করবো। কিন্তু আমি কোন বিপদের ভার নিজ কাঁধে নিতে পারবো না।

এমন সময় কোনভাবে একটি কুরআন শরীফের হিন্দি অনুবাদ সংগ্রহ করি। নিজে নিজেই পড়তে শুরু করে দেই। সাথে সাথে আম্মুকে পড়ে পড়ে শোনাই। একদিন এমন কিছু স্বপ্ন দেখি, যার ফলে আমি মুসলমান হতে অস্থির হয়ে উঠি। রাতে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চোখে ঘুম আসতো না, আমি হাত মুখ ধুয়ে কুরআন শরীফ পড়তাম। বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, আমি বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। এ ব্যাপারে আমাকে কেউ বললো যে, ফুলাত, 'আপ কি আমানতের' লেখক মাওলানা সাহেবের ওখানে তোমার এ কাজ সহজ হবে। আমি পনের বছরের একটি ছেলেকে

প্রস্তুত করে তাকে সাথে নিয়ে ফুলাতে পৌঁছি। মাওলানা সাহেব সফরে ছিলেন। সেখানে কিছু লোক আমার ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেন। আমি বললাম শুধু ইসলাম গ্রহণ করা এবং সত্যকে গ্রহণ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাকে কলেমা পড়ানো হলো এবং মিরাট পাঠিয়ে এক উকিল সাহেবের মাধ্যমে এফিডেভিট করিয়ে দেয়া হলো। আমি এক মাওলানা সাহেবের বাসায় অবস্থান করি। তার বোনেরা আমাকে খুব আদর করেন। সপ্তাহ খানেক পর মাওলানা সাহেব সফর থেকে ফিরলেন।

প্রশ্ন. আপনাকে পরিবারের লোকেরা খোঁজাখুঁজি করেনি?

উত্তর. আমাকে শুধু খোঁজাখুঁজিই নয় বরং আমার বাসা ছেড়ে চলে আসা পুরো এলাকায় কেয়ামত সৃষ্টি হয়ে যায়। খোঁজাখুঁজি শুরু হলে আমার বংশের লোকজন একত্রিত হলো। আমার ছোট বোন তাদেরকে বলে দেয় যে, সাবিহার ভাইকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। বরং এমন কিছুই হয়নি। তখন তো শুধু আমার ইসলাম গ্রহণ করাই উদ্দেশ্য ছিলো। এই সময় পুরো এলাকায় হিন্দু সমাজে হৈ-চৈ পড়ে যায়। সাবিহার বাবা বলেছে যে, আমার ছেলে বিদেশে। কিন্তু মানুষ তা মেনে নিচ্ছিল না। বরং উল্টো বলছিলো, আপনারাই মেয়েটিকে গায়েব করে রেখেছেন। পত্রিকায় খবরের পর খবর ছাপতে থাকে। কয়েকবার সরাসরি দাঙ্গা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু কিছু বুদ্ধিমান লোক পরিস্থিতি শান্ত করে।

প্রশ্ন. এরপর কী হলো?

উত্তর. এক সপ্তাহ পর মাওলানা সাহেব ফুলাতে ফিরলেন। আমার ব্যাপারে তাঁকে অবগত করানো হলো। মাওলানা সাহেব বললেন, সেখান থেকে আমার কাছে ফোন এসেছে। আমি বলেছি আমাদের এখানে এ ধরণের কোন মেয়ে আসেনি। পুরো এলাকায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়ার উপক্রম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, তোমাদের এখানে তো এ কথা প্রসিদ্ধ যে তুমি কোন ছেলেকে বিয়ে করতে চাও। আমাকে বললেন, তুমি সত্য কথা বলো। আমি বললাম, প্রথমে বিষয়টি এমনই ছিল। কিন্তু এখন ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেই আমি মুসলমান হয়েছি। আমি কিছুদিন ইসলামের উপর পড়া-লেখা করতে চাই। পরবর্তীতে যদি সেই ছেলের সাথে বিয়ে হয়ে যায় তাহলে ভালো। অন্যথায় আপনি যে কোন ছেলের সাথে আমার বিয়ে করিয়ে দিন। কোন অসুবিধা নেই। মাওলানা সাহেব আমাকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে কয়েকজন উকিলের সাথে কথা হলো। তারা পরামর্শ দিলো, কোন ছেলে যদি তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয় এটা

হবে উত্তম সিদ্ধান্ত। এতে আইনি কাজ-কর্ম খুব সহজ হবে। মাওলানা সাহেব বললেন, আগ্রায় একজন ডাক্তার সাহেব আছেন। তিনি কোন নওমুসলিমাকে বিয়ে করতে চান। তার বাসস্থান হলো উড়া। তুমি যদি বলো, তাহলে তোমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেই।

এ সিদ্ধান্তে আমি খুবই ব্যথিত হই। কাঁদতে থাকি। মাওলানা সাহেব বুঝতে পারলেন যে, আমি ঐ ছেলেটিকেই বিয়ে করতে চাই। আমাদের এলাকার পরিস্থিতি আরো নাজুক হয়ে পড়ে। মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, তুমি এখন বাসায় চলে যাও এবং নিজ পরিবারের উপর দাওয়াতী কাজ করো। এটাই হবে উত্তম সিদ্ধান্ত। আমি বললাম, সেখানে গিয়ে আমি একেবারে নি:সঙ্গ হয়ে পড়বো। আপনি আমাকে এই শিরক ও কুফরের কাছে ফিরিয়ে দিবেন না। সেখানে আমাকে কিভাবে সাহায্য করবেন। মাওলানা সাহেব বললেন বোন! তুমি এখন চলে যাও। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে তোমার সাথে ওয়াদা করছি যে, তোমার পিতা-মাতার সাথে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বের করবেন। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমি অনেক কান্নাকাটি করি। বারবার পানি পান করলাম। মাওলানা সাহেবের যে সাথী আমাকে দিল্লী নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে অনেক বুঝালেন যে, হযরতের কথা মেনে নাও। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমার জন্য রাস্তা খুলে দিবেন। আমি বললাম, আপনি কোন চাকরের সাথে বা মেথরের সাথে অথবা কোন ফকিরের সাথে বিয়ে পড়িয়ে দিন। কিন্তু আমাকে সেখানে পাঠাবেন না। তিনি বললেন, হযরত যা বলেছেন এর খেলাফ আমরা আপনার কোন সাহায্য করতে পারবো না। আমি বাধ্য হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরার জন্য বের হলাম। বাসের টিকেট কেটে আমাকে বাসে উঠিয়ে দেওয়া হলো। মাগরিবের পর বাসায় গিয়ে পৌঁছি। আমি পরিবারের সকল সদস্যদের সামনে আম্মুকে বললাম, আমি কি আপনার কাছে বলে যাইনি যে, আমি তীর্থে যাচ্ছি? আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আপনি পরিবারের লোকজনকে বলেননি কেন? আজ দশদিনের মধ্যে ফিরে এসেছি কি-না?

সাবিহার পরিবারের লোকজন ছাড়াও আরো বহু মানুষকে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছিল। কোনভাবে ছাড়া পেয়েছে। আমার বংশের লোকজন একত্রিত হয়ে আমাকে গালমন্দ করতে লাগলো। আমি চিন্তা করলাম, খাদিজা তো সত্যের উপর আছে। আর সত্যবাদীদের ভয় করা উচিত নয়। আমি বললাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছি। আর আমার নাম সীমা নয় খাদিজা। ইসলাম থেকে আমাকে কেউ সরাতে পারবে না। আমার ফুফু এবং চাচা আমাকে অনেক মারধর করেছে। কত নির্লজ্জ গালিগলাজ

করেছে এবং কতো খারাপ ভাষায় বকুনি দিয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। আমার পিতা-মাতা তো নরম প্রকৃতির ছিলেন। আমার মা তো ইসলামের সত্যতা মেনেই নিয়েছিলেন। আমাকে শহরের কাছেই চাচার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে আমি নামায পড়তে চেষ্টা করতাম। কিন্তু পরিবারের লোকজন খুবই বাড়াবাড়ি করতো।

একদিন রাত ১২টার সময় এশার নামায আদায় করতে জায়নামাজে দাঁড়ালাম। যখন রুকুতে গেলাম আমার চাচাতো ভাই আমাকে নামায পড়তে দেখে খুব জোরে আমার কোমরে লাথি মারলো। যখন সেজদায় গেলাম পুরোনো যুগের একটি লোহা আমার ঘাড়ে রেখেদিলো। এমন মনে হচ্ছিল যে, হয়তো আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর উপর নির্যাতনের ঘটনাগুলো মনে পড়লো। তাদের বাসায় কোন কিছু খেতে অস্বীকার করলাম। তাদের এখানে না-পাকির কারণে খেতে ইচ্ছে হতো না এবং খানার সাথে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার ভয়ও কাজ করতো। চাচা আমার পিতা-মাতাকে ডেকে এনে আবার ফুফুর বাসায় পাঠিয়ে দেন। আমি বললাম, আমি কারো বাসায় খানা খাবো না। এর মধ্যে বিষ প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে। হোটেলের খাবার খাবো যা মা এনে দিবেন। ফুফুর এখানে এতো সতর্কতা অবলম্বন করার পরও তিনবার আমাকে বিষ প্রয়োগের অপচেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ যাকে রাখতে চান তাকে কে মারতে পারে? একবার বিড়াল বিষযুক্ত ক্ষীর খেয়েছিলো। একবার আমাকে পূর্বেই স্বপ্নে দেখানো হয়েছিলো। একবার ফুফুর নাতিই খেয়ে ফেলে। তাকে ১৫দিন পর্যন্ত হাসপাতালে থাকতে হয়েছিলো।

প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলা ওখান থেকে আপনাকে কিভাবে বের করলেন?

উত্তর. আল্লাহ তা'আলা হযরতের ওয়াদার লাজ রাখলেন। হযরত বললেন, তখন ফেতনা-ফাসাদ ও খারাপ পরিস্থিতির ভয়ে তোমাকে তো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি চলে যাওয়ার পরই কে যেন গায়েব থেকে কুরআন কারীমের এই আয়াত আমার কানে পড়ে শোনালেন; যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ মহিলা যে ঈমান গ্রহণ করে হিজরতের জন্য আসে এই ব্যাপারে সত্য হিসেবে ইয়াকীন হওয়ার পর তাকে কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রশ্ন. হ্যাঁ! হ্যাঁ! আব্বু খুব আফসোসের সাথে বারবার বলছিলেন যে, আমি কুরআনে হাকীমের বিরোধিতা করে ফেলেছি। প্রথম মনে হয়নি, সকলেই দু'আ করো আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

উত্তর. আপনার কি জানা আছে সেই আয়াতটি কী?

প্রশ্ন. হ্যাঁ, বারবার আব্বু তা পড়ছিলেন।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ.

'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। -আল-মুমতাহানা-১০

উত্তর. হযরত বলেন যে, এই আয়াতটি আমার মাঝে কম্পন সৃষ্টি করেছে। বারবার সালাতুত তাওবা পড়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছি। হে আল্লাহ! আপনার কাছে যদি দাওয়াত মাহবুব হয়ে থাকে এবং আপনার এই অযোগ্য বান্দাকে আপনার এ কাজের সাথে জুড়িয়ে থাকেন; তাহলে আমার ভূলত্রুটি এবং গুনাহগুলিকে ক্ষমা করে দিন। হে আমার আল্লাহ! আমি অনেক বড় অপরাধী। অজ্ঞাতভাবে আমার থেকে কুরআনে হাকীমের বিরোধিতা হয়ে গেছে। আমার আল্লাহ! আমার বাচ্চা কিভাবে কেঁদে কেঁদে ফিরে গেছে! আমার আল্লাহ! আমি আপনার উপর ভরসা করে তার সাথে ওয়াদা করেছি। আপনি আপনার বান্দার ওয়াদার ইজ্জত রাখুন। আমার আল্লাহ! আমার ভুলত্রুটি আপনি ছাড়া কে সংশোধন করে দিতে পারে? মাওলানা সাহেব বলেছেন, পনের দিন পর্যন্ত প্রতি নামাযে তোমার নাম নিয়ে দু'আ করেছি এবং তোমার ফিরে আসার শুকরিয়া হিসাবে রোজা, সাদকা ও নফল নামায মান্নত করেছি। আল্লাহ হযরতের দু'আ ও ওয়াদার ইজ্জত রেখেছেন। ছয় মাস পর্যন্ত আমার ওপর একের পর এক মসিবত অতিবাহিত হচ্ছিল। এ সময় যদি ছয় মাসের দাস্তান শোনাই তাহলে এটি একটি লম্বা বই হয়ে যাবে। আমি একটি ডাইরিও লিখেছি। আমার মা আমার সাথে কাঁদতো। ছয় মাস পর আমার মা বাবাকে রাজি করালেন যে, উজয় উরার লালা বংশের নওমুসলিম ডাক্তার সাহেবের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্য। মালা পরিয়ে এখন বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হবে পরে সে তার মতো বিয়ে করে নিবে।

প্রশ্ন. তিনি আপনার মাকে পেলেন কিভাবে?

উত্তর. আসলে আম্মুর এক পুরোনো বান্ধবী ছিল, যাকে আমরা নিজের খালার মতো মনে করতাম। তিনিও আমার সাথে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম প্রকাশ করেন নি। তিনি ত্যাগী বংশের মেয়ে ছিলেন। আমার সাথে চলমান নির্যাতন ও নিপীড়ন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আমাদের এখানে একটি তাবলীগ জামাত এসেছিলো। তিনি পানি পড়ানোর ছুতায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আমার পুরো কাহিনী শোনান। সেই জামাতে ঐ ডাক্তার সাহেব ছিলেন, যিনি হযরতের এক সাথীর চেষ্টায় সাত মাস পূর্বে মুসলমান হয়েছিলেন। কোনভাবে নিজ চাকুরী থেকে ছুটি নিয়ে এবং পরিবারকে ট্রেনিং এর বাহানা দিয়ে জামাতে এসেছিলেন। আমির সাহেব বললেন যে, তাঁর দাড়িও লম্বা হয়নি তিনি যদি চান এবং তার সাথে বিবাহ পড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে খুব ভালো হবে। সেও লালা বংশের তার পরিবারকে প্রস্তুত করতে পারবে। এর উপরই কথাবার্তা ঠিকঠাক হলো। ডাক্তার সাহেব পনের দিন চিল্লা লাগিয়ে পরামর্শ সাপেক্ষে সেখান থেকে বাসায় ফিরে গেলেন এবং পরিবারের কাছে আমাকে বিয়ে কারার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

আমার পিতা পরিবারের লোকজনকে এই বলে বুঝালেন যে, দূরে চলে যাবে তো মুসলমানদের থেকে দূরত্ব বাড়তে থাকবে। আমার শ্বশুরালয় থেকে ১১ জন লোক এলো, ডাক্তার সাহেবের সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেলো। ডাক্তার সাহেব বিনোদনের বাহানায় আমাকে দিল্লী, শামলা, ইত্যাদি স্থানে নিয়ে আসেন। এ দিকে মাওলানা সাহেবের সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখেন। আমাকে নিয়ে মাওলানা সাহেবের এখানে এলেন। একদিন মাওলানা সাহেব আমাকে ডাক্তার সাহেবের সাথে দেখতে পেয়ে এতো খুশি হলেন; যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায়না। আনন্দে বার বার গাল বেয়ে অশ্রু ঝড়ছিল। আর বলছিলেন, আমার আল্লাহ! আপনি কেমন কারীম দয়াবান মেহেরবান! কুরআনে হাকীমের একটি প্রকাশ্য হুকুম অমান্য করে একজন মু'মেনাহকে কুফুরের দিকে ফেরত দানকারী মুজরিমের ওয়াদার আপনি কেমনে সম্মান রাখলেন। মাওলানা সাহেব বললেন, তোমার ফিরে আসার জন্য ২৫টি রোজা ২০০ রাকাত নফল নামায এবং ৩০০০ টাকা ছাদকা মান্নত করেছি। মাওলানা সাহেব খুব আনন্দের সাথে বললেন, অন্দ্রার যেই ডাক্তার সাহেবের সাথে তোমার বিয়ের কথা বলেছিলাম ইনিই হলেন সেই ডাক্তার শরেক সাহেব। আমার আল্লাহ বিয়ে করিয়ে আমার

বাসায় পাঠিয়েছেন।

প্রশ্ন. খুবই আশ্চর্য কথা?

উত্তর. আল্লাহ তা'আলা তার দ্বীনের দাওয়াতের কার্মীদের বড় বড় নেয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দেন।

প্রশ্ন. আপনার সেই ছয় মাসের নির্যাতিত হওয়ার কাহিনী-সম্বলিত ডাইরিটি কি আপনার কাছে আছে?

উত্তর. এখনতো সাথে আনিনি। পরে ফটোকপি করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো। হযরতও বলেছেন যে সেটা আরমুগান পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবেন। ইনশাআল্লাহ ।

প্রশ্ন. আপনার স্বামী কি নিজ পরিবারের সাথে থাকেন?

উত্তর. না! তিনি তো এখন মহারাষ্ট্রের নাগপুরে এক সরকারি হাসপাতালে অস্থায়ীভাবে চাকুরী করছেন। তিনি দিল্লীতে চাকরীর জন্য দরখাস্ত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ ইন্টারভিউও হয়ে গেছে। এম.ডি.এর জন্য কোয়ালিফাই করেছেন। এখন দ্রুতই আমরা দিল্লীতে চলে আসবো। আমরা দু'জনই এক সাথে থাকবো।

প্রশ্ন. আপনার পিতা-মাতার কি হলো?

উত্তর. পরশু বাবাকে দিল্লীতে খবর দিয়ে এনেছিলাম। হুমায়ুনের কবরের পার্শ্ববর্তী পার্কে সাক্ষাৎ হয়েছে। এখন তিনি নিজ গ্রাম ছেড়ে দিয়ে আমাদের সাথে চলে আসার প্রোগ্রাম বানিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ দু'জনই মুসলমান হয়ে গেছেন।

প্রশ্ন. খাদিজা বোন ! আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসলে ঈমান তো আপনাদেরই। আমরা বংশীয় ঈমানদার, ঈমানের কিইবা কদর করতে পারবো। আপনি আমাদের জন্য দু'আ করবেন। আমরাও যেন এই ঈমানের কিছু অংশীদার হতে পারি।

উত্তর. মুছান্না বোন! আপনার পরিবারের জুতার সাদকায় আমি ঈমান পেয়েছি। আপনি কেমন কথা বলছেন! আপনার পরিবারের জন্য যদি আমার সাত পুরুষও দু'আ করে তাহলেও কম হবে।

প্রশ্ন. এটা আপনার মহত্বের কথা। মোটকথা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

উত্তর. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি খুব দ্রুত দিল্লী চলে আসছি তখন খুব তৃপ্তির সাথে কথা হবে। আরো মজার মজার কথা শুনাবো। ডাক্তার সাহেব বাইরে অপেক্ষা করছেন। আচ্ছা আসি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
সিদরা যাতুন ফাওয়াইন
মাসিক আরমুগান-এপ্রিল ২০০৯ ইং

(৭) ইস্কুলের সাথী কালিম সাহেব এবং আমার অধ্যায়নের আগ্রহ

ডা. ইরাম ছাহেবার একটি সাক্ষাৎকার

'আরমুগান'-এর মাধ্যমে পাঠক বোনদের খেদমতে বিনীত নিবেদন পেশ করব। একজন মুসলমানের দায়িত্ব সমগ্র মানবমণ্ডলীর কাছে ইসলামের বাণী ও পয়গাম পৌছে দেওয়া। এক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদেরকেও দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে। বরং সত্যি বলতে কি দাওয়াতের বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যাবে দাওয়াতের বেলায় পুরুষেরও আগে মহিলাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, তাঁর বিপুল বন্ধু-বান্ধব, উপকারী ও একান্ত আপনজন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও হেরা পর্বতে প্রথম ওহী নাযিল হবার পর তাঁর আহবানের সর্বপ্রথম লক্ষ্য (টার্গেট) আপন জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদীজা (রাঃ)-কেই বানিয়েছিলেন। এ থেকে প্রমাণ হয় মহিলাদেরকেও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে হবে বরং পুরুষদের থেকে বেশি বোঝা দরকার।

আ. যা. ফা.: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ডা. ইরাম: ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আপনি বড় ঠিক সময়ে এসেছেন। আব্বুর কাছ থেকে সব সময় আপনার কথা শুনতাম। তিনি বলছিলেন 'আরমুগান'-এর জন্য আপনার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে। সম্ভবত আপনি ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে, আমাদের এখান থেকে অর্থাৎ ফুলাত থেকে 'আরমুগান' নামে একটি উর্দূ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাতে ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার প্রকাশের ধারাবাহিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তর. জী, হ্যাঁ। আমি কিছু কিছু সংখ্যা দেখেছি। কিন্তু এখন আর আমি নওমুসলিম কোথায়? প্রিয়ে! তোমার থেকে কমপক্ষে দশ বছর আগে আমি বাহ্যিকভাবেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম। আর প্রকৃতঅর্থে এবং মেযাজগত ও জন্মগতভাবে আমি মুসলমানই ছিলাম।

প্রশ্ন. আপনার কথা অবশ্য ঠিক। কেননা প্রত্যেক মানব শিশুই ইসলামী ফিতরতের ওপরই জন্মগ্রহণ করে থাকে।

উত্তর. সাধারণভাবে প্রত্যেক মানব শিশুই ইসলামে জন্মগ্রহণ করে থাকে। আর এতো আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোবারক ইরশাদ। এতে কারো সন্দেহ হতে পারে না। কিন্তু আমাদের পরিবার বিশেষত আমার পিতা নিজেও মেযাজগতভাবে মুসলমান ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ইসলাম কবুলের আগেও শতকরা একশ'ভাগ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পছন্দ করতেন।

প্রশ্ন. মেহেরবানী করে প্রথমে আপনার পরিচয় দিন।

উত্তর. আমার নাম ইরাম। আমার পিতার নাম অনিল মোদী। কর্নাটক প্রদেশের বিজাপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সোশ্যালিস্ট পার্টির সভাপতি পিলু মোদীর আপন ভ্রাতুস্পুত্র। তিনি আমেরিকা থেকে এম.ডি. করেছিলেন এবং খুব ভাল ডাক্তার ছিলেন। কিছু কিছু বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনের একান্ত অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে তিনি মীরাটে আসেন এবং ব্যাংক স্ট্রীটে একটি বাড়ি কিনে তারই এক অংশে তিনি তাঁর ক্লিনিক বানান। আমার দু'ভাই বয়সে আমার ছোট। একজনের নাম তারেক, অপর জনের নাম শারেক। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আমার পড়াশোনা বিজাপুরেই হয়। মীরাট আসার পর মীরাট কলেজে আমি বি.এস.সিতে ভর্তি হই। বি.এস.সি. পাসের পর পি.এম.টি. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি এবং মাওলানা আযাদ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. তিন বছর সম্পূর্ণ করার পর আমার বোনের পীড়াপীড়িতে লন্ডন যাই। সেখানেই এমবিবিএস সম্পন্ন করি এবং এরপর এম.এস. করি। অতঃপর রুদাওয়ালীর এক সৈয়দ পরিবারে ডা. সৈয়দ আমরের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। তিনি একজন ভাল নিউরোলজিস্ট। লাখনৌর সঞ্জয়গান্ধী পি.জি.আই.-এ আমাদের উভয়ের চাকুরি হয়। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা উভয়েই এখন প্রোফেসর হয়ে গেছি। আমার বোন যিনি লন্ডনে থাকেন তাঁর কোন সন্তানাদি নেই। তিনি খুব পীড়াপীড়ি করতেন আমরা যেন লন্ডনে চলে যাই। অবশেষে তাঁর একান্ত আগ্রহে তিন বছর আগে ২০০১ সালে আমরা এখানকার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে লন্ডনে চলে যাই। আমার ননদের বিয়ে আমার ছোট ভাই শারেকের সঙ্গে হতে যাচ্ছে। আর সে উপলক্ষে আমাদের ভারতে আসা।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছু বলুন। আপনি কিভাবে ইসলাম কবুল করলেন?

উত্তর. আসলে আমার পিতা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা খুব পছন্দ করতেন।

বিরিয়ানী, কোরমা-কাবাব প্রভৃতির তিনি ছিলেন ভক্ত। তিনি শুধু যে উর্দূ জানতেন, তাই নয় তিনি ভাল ফারসীও জানতেন। পার্সী ধর্মের সাথে তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি আমার নাম ইরাম, আমার ছোট ভাইদের নাম শারেক ও তারেক রাখেন। স্বয়ং নিজের নামও ডা. অনিল ওয়ারেছ মোদী লিখতে শুরু করেন। আমরা বিজাপুর থাকতাম। দক্ষিণ ভারতের পরিবেশ খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমরা মীরাটে আসার পর এখানকার আশ্চর্যজনক পরিবেশ দেখলাম বিশেষত মীরাট কলেজে গ্রামের জাট ও চৌধুরী ছাত্ররা খুবই বাজে ও নোংরা আচরণ করত। তারা এত নিচু ও হীন আচরণ করত যে, আমার মনে হতো হয়তো আমাকে এখানকার পড়াশোনাই ছেড়ে দিতে হবে অন্য কোন কলেজে যেতে হবে। কিন্তু আল্লাহ পাক এই নোংরা পরিবেশের ভেতরই আমার হেদায়াতের ফয়সালা করতে চাচ্ছিলেন। ঐ সব নোংরা ছাত্রদের মধ্যেই কয়েকজন ভদ্র ও ভালো ছাত্রও ছিল। তাদের মধ্যে আপনার বাবাও ছিলেন, যাঁর শরাফত ও ভদ্রতাদৃষ্টে আমাদের সকল সাথীই কেবল নয় শিক্ষকরা পর্যন্ত অভিভূত ছিলেন। শ্রদ্ধাবশত তাঁকে সকলে কালীম ভাই বলত। আমি বহুবার এমন দেখেছি বিভিন্ন ফিল্ম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এমন সময় কালীম ভাই এসে গেছেন আর অমনি সবাই চুপ মেরে গেছে। ক্লাসে তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিগণিত হতেন। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল বেশ ভাল। তিনি কাব্যচর্চাও করতেন এবং ভাল ছবি আঁকতেন। আমাদের কলেজে গোটা প্রদেশব্যাপী একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। এতে তিনি ১ম স্থান অধিকার করেছিলেন। কালীম ভাই ক্লাসের এই নোংরা আচরণের দরুণ খুব কষ্ট পেতেন। আমি ঘরে গিয়ে তাঁর ভদ্র স্বভাব ও আচরণের কথা বলতাম। আমার পিতা কখনো সময়-সুযোগমত তাঁকে বাসায় ডেকে আনতে বলতেন। তিনি দৈনিক গ্রামের বাড়ি ফুলাত থেকে খাতূলীর পথে ট্রেনে করে মীরাট ছাউনি এবং এরপর মীরাট কলজ থেকে আপ-ডাউন করতেন। কখনো কখনো তিনি বেগমপুর থেকে কলেজ যাবার পথে পায়ে হেঁটে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েও যেতেন।

একদিন সকালবেলা তাঁকে ডাকলাম এবং আমার পিতার সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তাঁকে দেখে আমার পিতা এবং আমার পিতাকে দেখে তিনি খুবই প্রভাবিত হন। আমাদের ক্লাসের বাজে ছেলেগুলোর অধিকাংশ মীরাট কলেজের হোস্টেলে থাকত। এরই মধ্যে রাখী বন্ধনের উৎসব এসে গেল। কালীম ভাই সাড়ে আটটার সময় আমাদের বাড়িতে

এসে হাজির। তিনি আমাকে বললেন, বোন ইরাম! ক্লাসের নোংরা ও পঙ্কিল পরিবেশে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছি। চল, আমরা কিছু রাখী কিনে হোস্টেলে যাই। আমি পঁচিশটি রাখী কিনলাম এবং কালীম ভাই-এর সাথে হোস্টেলে গেলাম ও সমস্ত জাট ও চৌধুরী ছাত্রদেরকে ভাইয়া ডেকে তাদের হাতে রাখী বেঁধে দিলাম। এতে তারা খুব লজ্জিত হল। ফলে আমাদের ক্লাসের পরিবেশ বদলে গেল। এই কৌশল খুবই কার্যকর হওয়ায় আমাকে তা খুবই প্রভাবিত করল। আমি এ ঘটনা আমার পিতামাতাকেও অবহিত করলাম। যার দরুন আমার পিতামাতা তাঁকে সীমাতিরিক্ত সম্মান করতে থাকেন।

উর্দূ ভাষা শেখার প্রতি আমার ছিল প্রবল আগ্রহ। আমার পিতারও খুবই ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল আমি উর্দূ পড়ি। তাঁর ধারণা ছিল বরং তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতেন উর্দূ ভাষা থেকেই ভাল ও শালীন সভ্যতার গন্ধ পাওয়া যায়। আমি কালীম ভাইকে বললাম আমাকে উর্দূ পড়াতে। তাঁর হাতে সময় নেই বলে তিনি আমাকে জানান। এরপর কলেজে উর্দূ বিভাগে গিয়ে মওলভী মাসরূরকে সন্ধান করেন যিনি উর্দূ ভাষায় এম.এ. করছিলেন এবং তাকে বলে-কয়ে আমাকে পড়াতে রাজী করান। তিনি আমাকে লাইব্রেরীতে দৈনিক আধা ঘণ্টা পড়াতে থাকেন। আমি খুব তাড়াতাড়িই উর্দূ শিখে ফেলি। এ সময় কালীম ভাই আমাকে 'ইসলাম কিয়া হ্যাঁয়' এবং 'মরনে কি বাদ কিয়া হোগা' (মৃত্যুর পর কী হবে?) নামক দু'টো বই পড়তে দেন। বই দু'টো আমাকে খুব প্রভাবিত করে। 'মরনে কি বাদ কিয়া হোগা' নামক বইটিতো আমার ঘুমই হারাম করে দেয়। মৃত্যুর পর আযাব সম্পর্কে আমার ভীষণ ভয় ছিল। আমি আমার অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে বলি। মৃত্যু পরবর্তী শাস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি আমাকে ঈমান আনতে ও ইসলাম কবুল করতে বলেন। আমি আমার পিতাকে ব্যাপারটা বললাম। তিনি আমাকে যা-ই করি না কেন খুবই চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বললেন। তিনি আমাকে আরও বললেন, তুমি এখন বড় হয়ে গেছ। নিজের সিদ্ধান্ত তুমি এখন নিজেই নিতে পার। অতঃপর ১৯৭৪ সালের ১ জানুয়ারী কলেজ লাইব্রেরীতে বসে কালীম ভাই-এর হাতে আমি ইসলাম কবুল করি।

আলহামদুলিল্লাহ। আমার পিতামাতা আমার এই ফয়সালায় কোনরূপ আপত্তি করেননি। '১৯৭৯ সালে আমার বোনের পীড়াপীড়িতে আমি লন্ডনে যাই এবং '১৯৮৪ সালে এম.এস. করে মীরাটে ফিরে আসি। কালীম ভাইকে আমার পিতা আমার বিয়ের ব্যাপারে পূর্ণ এখতিয়ার দিয়ে দিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! কালীম ভাই আমার জন্য খুবই উপযোগী একটি সম্পর্ক

তালাশ করেন এবং দিল্লীর এক সৈয়দ পরিবারে আমার বিয়ে হয়। আমার স্বামী ডা. আমের একজন ডি.এম. (ডক্টর অব মেডিসিন) এবং ভাল নিউরোলজিস্ট। অধিকন্তু তিনি খুবই দীনদার, ভদ্র ও সজ্জন ব্যক্তি। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন লোকে তাঁকে খুবই সম্মান ও সমীহ করে। তাঁর ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের দরুণ মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। তাছাড়া তিনি তাঁর বিষয়েও একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচিত হন।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনি কেমন অনুভব করলেন?

উত্তর: আসলে যেমনটি আমি আগেই বলেছিলাম যে, আমি এবং আমার পুরো পরিবার বিশেষত আমার পিতা স্বভাবগতভাবেই মুসলমান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর আমার মনে হল যেন সকালের হারিয়ে যাওয়া লোকটি সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসেছে। সে যেমন খুশি হয় আমার অবস্থাও ছিল ঠিক তেমনি।

প্রশ্ন. লন্ডনের মত পাশ্চাত্যের পরিবেশে নিজেকে মুসলমান ভেবে কেমন অনুভব করেছেন?

উত্তর. লন্ডনে আসার পর আলহামদুলিল্লাহ। শরীয়তের ওপর আমল করার ব্যাপারে আমাদের অনুভূতি খুবই সজাগ হয়ে গেছে। আমার স্বামী এখানে এসে দাড়ি রেখেছেন। আমি নিজেই অনুভব করছি যে, বেপর্দা ও বেহায়াপনা, এখানকার উলঙ্গপনার প্রতি আমার ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাহাজ্জুদ নামায আলহামদুলিল্লাহ খুব নিয়মিতভাবেই আদায় করি। কমপক্ষে রোগমুক্তি যে একমাত্র আল্লাহর হাতে এ ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মুসলমান রোগীও একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আমাদের এখানে আসে। আমরা রোগীকে ও.টি.র ক্ষেত্রে টেবিলে শুইয়ে দেবার আগে আমি তাকে কলেমা পড়াই, তাকে সান্ত্বনা দেই এবং এও বোঝাই যে, হতে পারে মৃত্যুও। এজন্য অন্তর-মনকে ভালভাবে আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করুন। অমুসলিম রোগী এলে আমাদের ক্লিনিক তাদের জন্য আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয়ও বটে। আমাদের উভয়ের টেবিলের ওপর খুব ভাল ভাল ইসলামী সাহিত্য ও বই-পুস্তক থাকে। যার ভেতর থেকে আপন আপন অংশ রোগীরা নিয়ে যায়। আসলে আমরা পাশ্চাত্যকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও বস্তুবাদনির্ভর পাশ্চাত্য বিশ্ব অস্থির এবং

তাদের অধিকাংশ লোকের জীবনের স্বাদ ও শান্তি থেকে মাহরূম হয়ে আত্মহত্যার প্রান্তে দাঁড়ানো। তাদের অস্থিরতা ও বেচাঈন অবস্থার চিকিৎসা কেবল ইসলামের পবিত্র শিক্ষামালার মধ্যেই নিহিত। হায়! যদি তাদেরকে এই নিয়ামতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া যেত।

প্রশ্ন. অমুসলিম রোগীদের ইসলামী সাহিত্য হাতে তুলে দেওয়ার দ্বারা কি কোন প্রকারের দাওয়াতী ফলাফল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের উভয়ের দাওয়াতে এই ত্রিশ বছরে সর্বমোট ২৭৩ জন লোক মুসলমান হয়েছে। আমার শ্বশুর হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-র হাতে বায়আত ছিলেন এবং তিনি দিল্লী থেকে আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। আমার স্বামীও তাঁরই একজন খলীফা মাওলানা ওলী আদম সাহেবের সঙ্গে বায়াতের সম্পর্ক রাখেন। আমরা আমাদের লন্ডন অবস্থানের উদ্দেশ্যও ইসলামের দাওয়াত মনে করি। আমার সবচেয়ে' খুশির বিষয় হল, আমার বোন যিনি আমার পিতামাতার চেয়েও আমাকে বেশি চাইতেন, ভালবাসতেন, আমাদের লন্ডন আসার দু'মাস পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং গত বছর তিনি খুবই ভাল ঈমানী হালতে কলেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করতে করতে জায়নামাযের ওপর ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পরও কি আপনি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনার ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! কালীম ভাই আমার ওপর জোর দেন যেন আমি প্রতিদিনের পাঠ্যসূচি ঠিক করে ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনার ধারা অব্যাহত রাখি। আমি নিয়ত করেছি, মোটামুটি দৈনিক পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মত পড়ব। কিন্তু ৫০ পৃষ্ঠার সূচি আমি ঠিক রাখতে পারিনি। আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে গত তিরিশ বছরে দৈনিক গড়ে ২৫ পৃষ্ঠা যে পাঠ করেছি একথা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না। আমি একশত এর অধিক সীরাত গ্রন্থ পড়েছি। হযরত মাওলানা আলী মিঞা (সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, সারা ভারতে এ নামেই বেশি মশহূর।– অনুবাদক) লিখিত সব বই এবং হযরত মাওলানা (আশরাফ আলী) থানভী (রহ.)-র প্রায় সমস্ত বই আমি পড়েছি। মাওলানা মওদুদীর নানা বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়। আমরা খ্রিস্টানদের লিখিত বই-পুস্তকও দেখে থাকি।

প্রশ্ন. এভাবে তো আপনি কয়েক লাখ পৃষ্ঠা পড়ে থাকবেন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! গড়ে প্রতিদিন ২৫ পৃষ্ঠার মত তো পড়েছি। এ হিসাবে বছরে দশ হাজার পৃষ্ঠার কাছাকাছি হবে। প্রথম দিকে আমার পড়াশোনার প্রতি খুব একটা বেশি আগ্রহ ছিল না। কালীম ভাই আমার ওপর জোর দেন, যবরদস্তিমূলকভাবে হলেও আপনাকে নিসাব পুরো করতে হবে। আমার উপকারী বন্ধুর নির্দেশ জেনে কয়েক মাস জোর করেই পড়া শুরু করলাম। অবস্থা তো আমার এখন এমন হয়েছে যে, খাবার না খেলে তত খারাপ লাগে না যত খারাপ লাগে বই না পড়লে। পিপাসার্ত মনে হয় তখন। কখনো নতুন বই না পেলে পুরানো বই আবার পড়ি। আর এভাবেই আমাদের ছোটখাটো একটা লাইব্রেরী গড়ে উঠেছে। আর এর একটা অংশ কিছুটা হলেও স্মৃতিতে গেঁথে যায়।

প্রশ্ন. আপনার ছেলেমেয়ে কতজন এবং তারা কোথায় পড়াশোনা করছে?

উত্তর. আমার তিন সন্তান। বড় ছেলে হাসান আমের, ছোটটার নাম হুসাইন আমের। আর মেয়েটার নাম ফাতেমাতুয-যাহরা। দুই ছেলেই ডিউজবেরি মাদরাসায় লেখাপড়া করছে। হাসানের বয়স দশ বছরের বেশি। সে কুরআন মজীদ হিফ্জ শেষ করছে। আলিমিয়াত-এর ১ম বর্ষে পড়ছে। হুসাইন-এর বয়স নয় বছর। তারও ১৬ পারা মুখস্ত হয়ে গেছে। ফাতেমা একটি ইসলামী স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। তার বাপই তাকে ঘরে কুরআন শরীফ পড়িয়েছে। আমরা উভয়ে কর্মসূচি তৈরি করেছি যে, আমরা আমাদের বাচ্চাদের রুযী-রোযগারের চিন্তা থেকে মুক্ত করে দেব যাতে করে তারা নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় একাগ্রচিত্তে নিজেদের জীবনকে দাওয়াতের জন্য ওয়াক্ফ করে দিতে পারে।

প্রশ্ন. আপনার পিতামাতার কথা ভাবেন নি?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আমি যে বছর এম.এস. করি এরপর এর পড়া লেখা শেষে যখন ভারতে ফিরে আসি তখন আমি কালীম ভাইকে ডেকে পাঠাই এবং পিতার ব্যাপারে কিছু করার জন্য আবেদন জানাই। তিনি আমার পিতাকে পড়ার জন্য অনেক বই-পুস্তক প্রদান করেন। হযরত মাওলানা আলী মিঞা (রহ.)-র 'নবীয়ে রহমত' নামক বইটি তাঁকে খুবই প্রভাবিত করে।

ইসলামের দ্বারা তিনি প্রথম থেকেই তো প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু এতদিন যাবত একটি ধর্মে থাকা এবং পরিবার ও খান্দানের লোক বিশেষ করে চাচা জনাব পিলু মোদী ও তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু আর. কে. করনজিয়ার কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণে সংকোচ বোধ করছিলেন। ডক্টর আমের-এর সঙ্গে আমার

বিয়ে তিনি নিয়মমাফিক ইসলামী তরীকায় বরং মুসলমানী প্রথামাফিক দেন এবং বিয়েতে প্রচুর খরচও করেন। যদিও বিয়েতে ব্যয়বাহুল্য ইসলামী তরীকা নয়, তবুও মুসলমানরা সেই পথই ধরেছে। পি.জি.আই.তে চাকুরিকালে আমার পিতা একবার গোমতীনগরে আমাদের বাসায় উঠে ছিলেন এবং দু'দিন থেকেও ছিলেন। সে সময় আমরা দু'জনই ছুটি নিয়েছিলাম এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়িও করেছিলাম। তিনি এই বলে পাশ কাটাতে চেষ্টা করেন যে, আনুষ্ঠানিক প্রথায় কিইবা যায় আসে? মন-মস্তিষ্কের দিক দিয়ে আমি তো তোমাদের আগে থেকেই মুসলমান আছি। কিন্তু আমার স্বামী বললেন, নিঃসন্দেহে মন-মস্তিষ্কের ইসলামই আসল ইসলাম। আর আমরাও একেই ইসলামের রূহ হিসাবে মানি ও স্বীকার করি। কিন্তু এও তো সত্যি যে, রূহ তথা আত্মা, আত্মার জন্য দেহও জরুরী। দেহ না হলে আত্মা থাকবেটা কোথায়? আপনি কলেমাটা পড়ে নিন। তিনি তৈরি হলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন। আমার মাম্মীও সাথেই ছিলেন। পিতার ইসলাম গ্রহণের পর তাকে মানানো আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। তিনিও কলেমা পাঠ করেন। মীরাট এসে দু'মাস পর তাঁর মারাত্মক হার্ট এ্যাটাক হয়। তাঁর হার্টের দু'টো ভাল্বই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমরা তাঁকে লাখনৌ নিয়ে আসি। কিন্তু জীবনের ফয়সালাকারী তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়ে ফেলেছিলেন। লাখনৌয়েই তিনি ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ! জীবন সায়াহ্নে তাঁর ঈমানী হালত খুবই ভাল ছিল এবং তিনি ইসলামের ওপর সীমাতিরিক্ত আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

প্রশ্ন. আপনার ভাইদের অবস্থা কি?

উত্তর. আমার পরের ছোট ভাইটি তারেক, সি.এ. করেছে এবং মুম্বাই-এ একটি বড় কারখানার ম্যানেজার পদে কর্মরত। মুম্বাই-এ একটি তাবলীগি পরিবারে তার বিয়ে হয়েছে। সবার ছোট শারেক এম.বি.এ. পাস করার পর লাখনৌ-এর একটি হোটেলে ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত। আমার স্বামীর ছোট বোন রাশেদার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। এই ২৯ জুন তাদের বিয়ে হবে ইনশা আল্লাহ।

প্রশ্ন. আল্লাহ পাক স্বয়ং আপনাকে হেদায়াত দানে ধন্য করেছেন এবং আপনি নিজেও দাওয়াতের কাজ করছেন। কোন অমুসলিমের হেদায়াত পাবার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি সর্বাধিক প্রভাবশালী বলে আপনি মনে করেন?

আপনার সমগ্র দাওয়াতী জীবনে এ ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কি?

উত্তর. এমনিতে তো বর্তমান যুগটি জ্ঞান-বুদ্ধির যুগ। অস্থির ও বিক্ষুব্ধ মানবতার জন্য জ্ঞান ও বুদ্ধির নিক্তিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবার মতো ধর্মের পরিচিতি মানুষকে সীমাহীন প্রভাবিত করে। কিন্তু আমি আমার ইসলাম গ্রহণ এবং নিজের থেকেই হেদায়েত প্রাপ্ত লোকদের অবস্থার ওপর চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আপনি আপনার দাওয়াতী বক্তৃতা ও ভাষণ দ্বারা আপনার সমর্থক তো বানাতে পারবেন কিন্তু এতটা প্রভাবিত করবার জন্য যাতে করে একজন মানুষ যে দীর্ঘকাল একটি জীবনপদ্ধতি আঁকড়ে ধরে আছে সে তা বাদ দিতে ও পরিবর্তন করতে তৈরি হয়ে যাবে। সেজন্য দাওয়াতের সাথে আপনার মহৎ কর্মের প্রয়োজন। আমি মনে করি, আমাদের পরিবারকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে বরং আমাদের উভয়কে দাওয়াতের ওপর টেনে তুলতে আপনার আব্বার স্বভাবজাত ভদ্রতা এবং দাওয়াতের সাক্ষাৎ অবয়ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। আসমানী কিতাবের সঙ্গে নবী প্রেরণ আমার এ ধারণার পেছনে সবচে' বড় দলীল। মানুষের কিতাবের সঙ্গে (প্রকৃত) মানুষ চাই। অর্থাৎ কথার সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য প্রয়োজন। কেবল তখনই বিপ্লব সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন. ধন্যবাদ ইরাম ফুফু! আমি আপনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনি আরমুগান-এর পাঠকদের উদ্দেশে কিছু বলবেন? কেননা আমাদের পাঠকদের কাতারে মহিলারাও আছেন। তাদের জন্য বিশেষ কোন পয়গাম বা বার্তা?

উত্তর. 'আরমুগান'-এর মাধ্যমে পাঠক বোনদের খেদমতে বিনীত নিবেদন পেশ করব। একজন মুসলমানের দায়িত্ব সমগ্র মানবমণ্ডলীর কাছে ইসলামের বাণী ও পয়গাম পৌঁছে দেওয়া। এক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদেরকেও দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে। বরং সত্যি বলতে কি দাওয়াতের বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যাবে দাওয়াতের বেলায় পুরুষেরও আগে মহিলাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর বিপুল বন্ধু-বান্ধব, উপকারী ও একান্ত আপনজন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও হেরা পর্বতে প্রথম ওহী নাযিল হবার পর তাঁর আহবানের সর্বপ্রথম লক্ষ্য (টার্গেট) আপন জীবনসঙ্গিণী হযরত খাদীজা (রা.)-কেই বানিয়েছিলেন। এ থেকে প্রমাণ হয় মহিলাদেরকেও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে হবে বরং পুরুষদের থেকে

বেশি বোঝা দরকার। দাওয়াতের ময়দানে অমুসলিম জাতিগোষ্ঠী; বিশেষত পাশ্চাত্য বিশ্বের কাছাকাছি গিয়ে তারা এই বাস্তব সত্য সম্পর্কেও জেনে থাকবেন যে, যেই বস্তুবাদিতা ও নগ্নতা পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখ ঝলসানো চাকচিক্যদৃষ্টে আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছি এবং একে উন্নতির স্বর্ণচূড়া ভাবছি তা কতটা পতনোন্মুখী। তা অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ইসলামী শিক্ষামালার প্রতি সতৃষ্ণ তাকিয়ে আছে এবং ইসলামের অনুগ্রহ বর্ষণ করে আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর কত বড় অনুগ্রহ করেছেন।

প্রশ্ন. মন চাচ্ছিল, আপনার থেকে আপনার দাওয়াতী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানব। কিন্তু আপনাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আল্লাহ চাহেন তো আগামী সাক্ষাতে আমাদের এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার সুযোগ হবে। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

উত্তর. অবশ্যই। আসলেই দাওয়াতী জীবনে বিরাট অভিজ্ঞতা ও হেদায়েতের বিস্ময়কর সব ঘটনা আমাদের দু'জনের জীবনে দেখা গেছে। আল্লাহ চাহেন তো ভবিষ্যতে অন্য কোন সাক্ষাতে সেসব নিয়ে আলাপ করা যাবে। আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ ও শান্তিতে রাখুন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা যাতুল ফাওযাইন
মাসিক আরমুগান জুলাই ২০০৪ইং

মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসী ভাগ্যবতী নারী
মোহতারামা শাহনাজ এর সাক্ষাৎকার

> সকল মুসলমানদের কাছে আমার আবেদন এই যে, তারা তাদের অবস্থানকে চিনবে এবং অমুসলিম ভাইদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। সাথে সাথে নিজের আচার-আচরণকে ইসলাম দ্বারা সুসজ্জিত করবে, নিজেকে দা'য়ী হিসেবে তৈরি করবে এবং নিজের আ'মলের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর পরিচয় করাবে। যদি আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর আদর্শ মানুষের সামনে চলে আসে, তাহলে মানুষ খেলোয়াড় ও লিডারদেরকে আদর্শ না করে একমাত্র আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর্শ বানাবে। এর থেকে অধিকতর আকর্ষণ কোন আদর্শেই হতে পারে না। দ্বিতীয়ত যেভাবে রেডিও, টিভি ও মিডিয়ার মাধ্যমে (শরিয়তের সীমায় থেকে) ইসলামকে মানুষ পর্যন্ত পৌঁছানো যায় এ প্রচেষ্টা চালাবে।

আসমা. আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

শাহনাজ. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. শাহনাজ ফুফু! আলহামদুলিল্লাহ! প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেশে এসেছি। এই সুন্দর পবিত্র ভূমির দাবি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যথা এবং দাওয়াতের প্রেরণা লাভ করে যাওয়া। আপনি আমাদের মাসিক 'আরমুগান' (উর্দূ পত্রিকা) সম্পর্কে অবগত আছেন যে, কিছুদিন যাবত দা'য়ীদের দাওয়াতী প্রেরণা সৃষ্টি করার লক্ষে পত্রিকায় সৌভাগ্যবান নওমুসলিম ভাই-বোনদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হচ্ছে। আব্বুর ইচ্ছা ছিলো, আমি আপনার সাথে কিছু আলোচনা করি, যাতে এই কথাগুলো আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মদিনা মুনাওয়ারা থেকে আপনার কথাগুলো 'আরমুগানে' প্রকাশিত হওয়াটা বিরাট বরকতের ব্যাপার।

উত্তর. আমাকেও ভাইজান ফোন করে বলেছিলেন। অবশ্যই আমার জন্যে সৌভাগ্যের বিষয় যে, এমন মহত ও মুবারক দাওয়াতী কাজে আমারও একটি অংশ থাকবে।

প্রশ্ন. প্রথমে আপনার বংশ পরিচয় বলুন?

উত্তর. আমি জম্মু শহরের এক শিক্ষিত মালহুতরা পরিবারে ৪মে ১৯৭৫ ইং সনে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা কালদীপ মালহুতরা। তিনি কমার্সের প্রভাষক ছিলেন। আমার আম্মু অতীব হতভাগিনী ও বিপদগ্রস্তা এক মহিলা ছিলেন। তাঁর বিয়ের পর কোনো দিন সুখ-শান্তি ভাগ্যে জুটেনি। আমার বয়স যখন ৫-৬ বছর তখন অকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমার এক বড় ভাই ছিলেন, তখন তার বয়স ছিলো ১০ বছর। একদিন আমার আম্মু আমাকে নদীতে ফেলে দেওয়ার জন্য এক নদীর তীরে নিয়ে যান। এক ব্যক্তি তাকে পুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেন, আমার মেয়েকে নদীতে নিক্ষেপ করতে এসেছি, কারণ আমার মতো যদি তারও ভাগ্য খারাপ হয়, তাহলে সারাটা জীবন তাকেও বিপদ-আপদ, যন্ত্রণা সইতে হবে। এর চেয়ে ভালো হবে সে এখনই মারা যাক। সেই লোকটি তাকে খোশামোদ করলেন এবং বুঝালেন যে, এই মেয়েটির ভাগ্য তো খুব ভালো। আপনি তার ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না। তাকে নিয়ে ঘরে ফিরে যান। না জানি কোন সমবেদনার সাথে এই কথাগুলো বলেছিলেন, যার ফলে আমার আম্মু আমাকে নদীতে নিক্ষেপ না করে বাসায় নিয়ে এলেন।

এর একবছর পর আমার আম্মু ইন্তিকাল করেন। মায়ের মৃত্যুর ৬ মাস পর বাবা ২য় বিবাহ করলেন। আমার সাথে আমার সৎ মায়ের (আল্লাহ তা'য়ালা তার অনুগ্রহের বিনিময় দান করুন) আচরণ ছিল অত্যন্ত কঠোর। সর্বদাই আমার উপর কাজের খুব চাপ থাকতো। এই কঠিন অবস্থার মধ্যেই আমি এস.এস.সি পাস করি। আমার বাসা আমার জন্য জেলখানায় পরিণত হলো। এমনকি বাসাটি যেন একটি 'জাহান্নাম'। সৎ মায়ের এ ধরণের অসহনীয় নির্যাতনের কারণে আমার মন এতো সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, কয়েকবার আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করি। একবার অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে নিয়েছিলাম এবং কয়েকবার পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টাও করি। কিন্তু আমার দয়াময় আল্লাহর দয়া ছিলো, তাই আমার আত্মহত্যার কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। সৎ মা আমার বিরুদ্ধে বাবার কাছে অভিযোগ করে তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলতো। তিনি আমাকে দয়া ও অনুকম্পা করার পরিবর্তে কড়া শাসন করতেন।

আমি মন্দিরে যেতাম। মাজারে যেতাম। এবং পূজার পরিবর্তে মূর্তিদের কাছে এই প্রশ্ন করতাম যে, আমাকে বলে দিন, কবে আমার রাত পোহাবে?

কবে ভোর হবে? কিন্তু তারা তো হলো নিষ্প্রাণ মূর্তি। আমার প্রশ্নের কী উত্তর দেবে? আহ! যদি আমি কুরআনের সেই ধ্বনী জানতাম তাহলে প্রাণহীন মূর্তির ধারে কাছেও যেতাম না। এখন আমি কুরআন শরিফ পড়ছি। আমার মনে হচ্ছে, কুরআনের এ আয়াতখানা আমার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলো।

إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.

'যদি তোমরা তাদেরকে আহ্বান করো, তাহলে তোমাদের আহ্বান তারা শুনবে না, যদিও শুনে তবু উত্তর দেয় না এবং কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শরিক করাকে অস্বীকার করবে এবং খবর রাখনে ওয়ালার মত কেউ বলে দেবে না।' (সুরা-ফাতির-১৪)

একদিন আমি এক মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করতে দেখি। আমার বান্ধবীকে বললাম যে, আমার মৃত্যুর পর আমাকে কবরে দাফন করাবে, আগুনে পোড়াবে না। আমার সৎ মা প্রতিদিন আমাকে শাসাতো এবং আব্বুর দ্বারা শাসন করানোর জন্য প্রতিদিন নতুন নতুন ফন্দি বের করতো। একদিন আমাকে মানি ব্যাগ থেকে ৫০০ টাকা চুরি করে নেওয়ার অপবাদ দিলেন। আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। আমার ধারণা হলো, আজ আমাকে চুরির অপবাদ দিলো; কে জানে কাল এর চেয়ে বড় কোন অপবাদ লাগিয়ে বসে। আমার অস্তিত্ব তাঁর কাছে সহ্যই হতো না। একদিন ১০০ টাকা ও কয়েক জোড়া কাপড় নিয়ে বের হয়ে যাই এবং চিরদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে দেই।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু বলুন?

উত্তর. আসলে আমি এ বিষয়টি বলার জন্যই এই কথাগুলো বললাম। আমার সৎ মার অনুগ্রহ যে, তার নির্যাতনই আমার হেদায়াতের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। আমার দয়াময় পথপ্রদর্শক স্রষ্টা, (তার উপর আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক) যিনি আমাকে নির্যাতনের অন্ধকার থেকে বের করে আমার উপর রহমত ও হেদায়াতের বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমার কাছে একটি কাপড়ের ব্যাগ ছিল। আমাদের বাসাটি ছিল একটি ছোট গলির ভেতর। আমি গলি দিয়ে বের হচ্ছিলাম। এমন সময় আমার আব্বুও কলেজ থেকে ফিরছিলেন। তিনি আমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলেন কিন্তু তার দৃষ্টি আমার উপর পড়েনি। যদি দেখতে পেতেন তাহলে

আমাকে এভাবে যেতে দিতেন না। আমাকে ফিরিয়ে নিতেন এবং না জানি কি শাস্তি আমাকে সহ্য করতে হতো। বাড়ি থেকে আমি কোনো দিন বের হইনি। প্রথমে রেল স্টেশনে গেলাম। দিল্লীর টিকেট নিলাম এবং দিল্লীর ট্রেনে উঠে বসলাম। আমার এটাও জানা ছিল না, ট্রেনের কোন বগিতে উঠতে হবে। সৈনিকদের এক বগিতে উঠে বসলাম। আমি মেয়ে বলে তারা আমাকে বসার স্থান করে দিলেন। গাড়ি চলতে লাগলো। সৈনিকদের বগিতে রিজারভেশন টি,টি এলো। সৈনিকদের বগিতে আমাকে দেখে টিকেট চাইলো। আমি বসে থাকলাম পাশে বসা সৈনিক বললো, এটা আমার বোন। আমাকে বোন বানানোর পর থেকে পুরোটা পথ বোনের মতই লক্ষ্য রেখেছেন এবং উপরের সিট খালি করে আমাকে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং বারবার সান্তনা দিচ্ছিলেন যে, বোন! তুমি কোন চিন্তা করো না।

আমি ভোরে দিল্লীতে পৌঁছলাম। স্টেশন থেকে বেরোতেই একটি 'সিটি বাস' দেখতে পেয়ে উঠে বসলাম। আমার সামনের সিটে দু'জন যুবক বসা ছিলো। তারা পরস্পর কথাবার্তা বলছিলো। কথাবার্তা শুনে তাদেরকে ভদ্র বলে মনে হলো। আমি তাদেরকে বললাম, ভাইয়া! আমাকে এখানকার কোনো গার্লস হোস্টেলের সন্ধান দিতে পারবেন? তারা আমার ঠিকানা জানতে চাইলে; আমার ঠিকানা বললাম। তারা আমার দূরাবস্থা অনুভব করতে পেরে আমাকে বললো, গার্লস হোস্টেল এখান থেকে অনেক দূরে, আপনি এককাজ করুন; আমার বোনের সাথে সাক্ষাত করুন এবং সেখানে কিছুক্ষণ আরামও করে নিবেন। তিনি শিক্ষিত মেয়ে। গার্লস হোস্টেলে তিনি নিজেই আপনাকে পৌঁছে দিবেন। আমাদের বাসায় কোন পুরুষ লোকও নেই। তার ভদ্রতা দেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। তিনি আমাকে সাউথ এক্সটেন্সে তার তার বোনের কাছে নিয়ে গেলেন। তার বোন আমার সাথে খুব সুন্দর ব্যবহার কারলেন। নাস্তা পরিবেশন করলেন এবং দু'একদিন নিশ্চিন্তে থাকতে বললেন।

তিনি আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন যে, আমি নিজেই আপনাকে কোনো ভালো হোস্টেলে পৌঁছে দেবো। তার নিকটতম এক আত্মীয়ের সাথে আমাকে সাক্ষাৎ করতে বললেন, আর বললেন সাক্ষাতের পর হোস্টেলে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিবো। ইসরাত সাহেবের অফিসে গেলাম। কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর তার অফিসের একজন মহিলাকে ডেকে আমাকে ইসরাত সাহেবের এক বিধাব বোনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তার বোনের এক আত্মীয় আরিফ সাহেব। তিনি তাদের এখানে যাতায়াত

করতেন। তিনি আমাকে মূর্তিপুজার ব্যাপারে বুঝালেন। তার কথাগুলো আমার বিবেক গ্রহণ করলো এবং মূর্তিপুজাকে বোকামী মনে হতে লাগলো। একের পর এক কয়েকজন মুসলমানের ব্যবহার, তাদের ভদ্রতা এবং এক যুবতী মেয়ের সাথে সতর্কতামূলক আচরণ এবং অল্প অল্প ইসলমী শিক্ষার পরিচয় আমাকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুললো।

আকদিন আমি নিজেই আরিফ সাহেবের কাছে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ ব্যক্ত করলাম। তিনি আমাকে বুঝালেন যে, ঈমান প্রত্যেক মানবের জন্য আবশ্যকীয়। কিন্তু তুমি অসহায় অবস্থায় আমাদের এখানে থাকছো; কোনো অসহায়তা বা আমাদের অল্প কিছু করুণার প্রতিদান দেওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করাটা ঠিক হবে না। বুঝে শুনে নিজের সবচাইতে বেশি প্রয়োজন মনে করে ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। তাহলেন আমাদেও জন্য এর থেকে আনন্দের ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, আমাদের এক বোন চিরকালের দোযখের আগুন থেকে বেঁচে যাবে। বললাম, আমি অনেক চিন্তা করে ও আনন্দের সাথে ইসলাম গ্রহণ করতে চাচ্ছি। তিনি আমাকে কালেমা পড়ালেন। আমি ইসলাম শেখার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তিনি আমাকে দীন শেখার জন্য মেওয়াতে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন. মেওয়াতের গ্রাম্য পরিবেশ আপনার কছে কেমন লেগেছে?

উত্তর. প্রথমে কিছুটা বিষণ্নতা লেগেছে। কিন্তু পরবর্তিতে সব ঠিক হয়ে যায়। ইসলাম শেখার জন্য ওখানে অবস্থান করা আমার জন্য খুব ভালো হয়ে ছিল। নামাজ, রোজা ইত্যাদি সবকিছু খুব ভালো করে শিখে ছিলাম। ৯-১০ মাসে কুরআন শরীফ ও কিছু উর্দূবাষাও শিখে ফেলেছি।

প্রশ্ন. মাওলানা জাবেদ আশরাফ সাহেবের সাথে আপনার বিয়ে হলো কিভাবে?

উত্তর. মেওয়াত থেকে দিল্লী ফেরার পর আরিফ সাহেব বারবঙ্কির এক ছেলের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দেন। ছেলেটি ধার্মিক ছিল না। আমার ধর্মই ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভয়ে ভয়ে আরিফ সাহেবকে বললাম যে, আমার জন্য একটি ধার্মিক ছেলে সন্ধান করুন। চাই একেবারে দরিদ্রই হোক না কেন। আমার ইচ্ছানুযায়ী তিনি সেই ছেলের সাথে আমার সম্পর্ক বেঙে দিলেন। আরিফ সাহেব তার মেয়ের সম্বন্ধের জন্য 'কওমী আওয়াজ' নামক এক পত্রিকায় পাত্র চেয়ে একটি বিজ্ঞাপন দিলেন। মাওলানা জাবেদ আশরাফ নদভী সাহেব আগে একটি বিয়ে করে ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাজ্যেও বিষয়, সেই বিবাহ বেশীদিন টিকেনি। তাদের মধ্যে অমিল থাকায় তালাক

হয়ে যায়।

সে সময় তার পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ঐ বিজ্ঞাপনটি দেখে আরিফ সাহেবের এখানে এলেন। আরিফ সাহেব সম্ভবত মাওলনা সাহেবের দ্বিতীয় বিবাহের কারণে কিংবা আমাকে ভালোবাসার ফলে অথবা নিজ মেয়ের সাথে মানানসই না হওয়ার কারণে, উনাকে আমার কথা বললেন এবং আমাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিলেন। সে সময় আমি আমার জীবনী এবং ইসলাম গ্রহণের কাহিনী 'কাড়ুয়া সাঁচ' নামে একটি বই লিখে ছিলাম। আরিফ সাহেব মাওনালা সাহেবকে বইটি দেখালেন। মাওলানা সাহেব বইটি দেখে ভীষণ প্রভাবিত হলেন এবং সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সাক্ষাৎ হলো এবং বিবাহের দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেল। কয়েক দিন পর একদিনি জহরের পর আমার বিয়ে হয়ে গেল। মাওলানা সাহেব আত্মীয়-স্বজন ও বংশীয় প্রতিবন্ধকতার ভয়ে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে পাছিলেন না। তাই আমাকে লাখনৌ নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি তার একজ বন্ধু মুফতি আব্দুল হামিদ সাহেবের নিকট মুম্বাইয়ে নিয়ে যান। এখানে আমরা একবছর ছিলাম। মুফতি সাহেব ও তার মা আমার সাথে এমন ব্যবহার করলেন যে, আপন ভাই এবং মাও করতে পাওে না।

প্রশ্ন. আপনি মদিনা মুনাওয়ারায় কীভাবে এলেন?

উত্তর. আমার আল্লাহর অনুগ্রহের 'বায়ূ প্রবাহ' চলছিলো। অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ চলতেই থাকলো। মাওলানা সাহেব (মাওলানা জাবেদ আশরাফ নদভী) মদিনা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেলেন, এবং আমাকে উমরার ভিসায় এখানে নিয়ে এলেন। দেশে ফিরতে আমার মন চাচ্ছিল না। কয়েক বছর এখানে অবৈধ ভাবেই ছিলাম। মদিনা মুনাওয়ারায় আমাকে আল্লাহ তা'আলা তিনটি সন্তান দান করেছেন। আল্লাহর রহমতে আমাকে মদিনার গলিতে হারিয়ে যাওয়ার স্বাদ উপভোগ করিয়েছেন। মাওলানা সাহেবের আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে একেবারে মিষ্টভাষী, বুদ্ধিমান, শান্ত, ভদ্র একজন স্বামী দান করেছেন। আর তারই উসিলায় আমার মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান। এতে আমার সমস্ত চিন্তা দূরীভূত হয়ে গেছে।

প্রশ. মুফতি আশেকে এলাহী বুলন্দশহরী (রহ.)-এর পরিবারের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কীভাবে হলো?

উত্তর. আমার স্বামী খুবই লাজুক প্রকৃতির মানুষ। বড় কোনো ব্যক্তি অথবা আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করতে তিনি খুব হিমশিম খান। আমি জানতে পারলাম যে, আমাদের এখানে একজন বড় আলেম মুফতি সাহেব

থাকেন। আমি তাঁর বাসায় যাই এবং মুফতি সাহেবের স্ত্রী (আম্মুজান) এর সাথে সাক্ষাৎ করি। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমার প্রতি স্নেহশীল হন। তিনি মুফতি সাহেবের সাথে আমার কথা আলোচনা করলেন। মুফতি সাহেব অমুসলিমদের প্রতি দাওয়াতী কাজে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তিনি আপনার পিতা মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সাথে খুবই সম্পর্ক রাখতেন। তিনি আমার স্বামীকে খবর দিয়ে নিলেন এবং তারা দু'জনই আমাকে বোন বানিয়ে নিলেন এবং সত্যিই মা-বাপের মতই তত্ত্বাবধান করলেন। আম্মুজান দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এখনও আমার বাচ্চাদের কাপড় নিজ হাতে সেলাই করে দেন। আমি যদি কোন জিনিসের দাওয়াত দেই তাহলে তিনি নিজ হাতে কোন কিছু বানিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি আমাকে এবং আমার বাচ্চাদেরকে কেমন ভালোবাসেন তা বর্ণনাতীত। হযরত মুফতি সাহেব আমাদের পুরো পরিবারকে খুবই ভালোবাসেন। আলহামদুলিল্লাহ! হযরতের বাড়ির সকলেই আমাকে নিজের বোনের মতো বরং তার চেয়ে বেশি আপন মনে করে।

প্রশ্ন. আমাদের দাদীও দেখি আপনাকে 'মেয়ে' বলে সম্বোধন করেন এবং আপনাকে খুবই স্মরণ করেন। তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক হলো কীভাবে?

উত্তর. আপনার পিতা মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সাথে আমার স্বামী মাওলানা জাবেদ সাহেবের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিলো। একবার তিনি তাঁর মাকে নিয়ে উমরায় এসেছিলেন, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং মদিনার বাসিন্দা হওয়ার ফলে কিছু মেহমানদারী করার চেষ্টা করেছিলাম। তাঁর সাথে আমার খুব মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যায়। আমি তোমাদেরকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলছি। খেদমতে আল্লাহ তা'আলা অনেক প্রভাব রেখেছেন। মানুষ যদি খেদমতের অভ্যস্ত হয়, তাহলে পাথরের মতো অন্তরেও স্থান করে নিতে পারে। জন্মগতভাবেই আমি বড়দের খেদমতের সৌখিন। বড়দের কাপড় ধুয়ে দেওয়া, তাদের মাথা মালিশ করে দেওয়া, হাত-পা টিপে দেওয়া আমার কাছে খুব ভালো লাগে। বৃদ্ধা মহিলাদের খেদমতের প্রয়োজন হয়, আর বড়রা অল্পতেই অন্তর থেকে দু'আ দিতে থাকেন। অল্প একটু কুরবানী করে যদি বড়দের খেদমত করে তাহলে তার এই দু'আতেই দুনিয়া ও আখেরাত পাওয়া যায়। আমি বড়দের দু'আয় অনেক ফল পেয়েছি।

প্রশ্ন. মদিনা মুনাওয়ারায় বহু দূর দূরান্ত থেকে অনেক লোকজন আসে। শুনেছি আপনার ছোট ছোট পাঁচজন ছেলেমেয়ে আছে এবং টিউশনিও করেন। এরপরও পরিচিত কেউ এলে তাদের খেদমতের জন্য ঝাঁপিয়ে

পড়েন। এতে কি আপনি ক্লান্ত হন না?

উত্তর. আমার আল্লাহ আমাকে মদিনায় অবস্থানের সৌভাগ্য দান করেছেন। মদিনার আবহাওয়ায় মেহমানের সম্মান ও মেহমানদারী আবহ রয়েছে। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদিনার মেহমানদের খেদমত ও মেহমানদারীর স্বাদ আস্বাদন করি। আমি মনে করি তাঁরা হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেহমান। তাঁর পর্যন্ত যখন আমাদের অবস্থা পৌঁছে, তিনি তাঁর মেহমানদের মেহমানদারীর কারণে কতোইনা খুশি হন। যদি এমনই হয় তাহলে আবার ক্লান্তি কিসের?

প্রিয় ভতিজি আমার! এই নিয়তেও আমি স্বাদ অনুভব করি যে, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেহমানদের খেদমতের সৌভাগ্য হচ্ছে। আমি তো বাচ্চাদের খেদমতকেও আল্লাহর হুকুম মনে করে করি। স্বামীর বোঝা কমানোর জন্য টিউশনি করি। আলহামদুলিল্লাহ! এই নিয়তের কারণে প্রতিটি কাজেই তৃপ্তি অনুভব করি এবং কাজ সম্পূর্ণ করার পর আমি খুবই আনন্দবোধ করি। আসলে আমাদের ধর্ম নিয়ত শুদ্ধ করার হুকুম দিয়ে আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছে। যদি নিয়ত ঠিক হয়ে যায় তাহলে সব কাজেই মজা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন. শুনেছি মদিনা মুনাওয়ারায় আপনার রুজি-রুজগার করায় অনেক সমস্যা এবং অন্যস্থান থেকে আপনার অফার থাকা সত্ত্বেও আপনি মদিনা ছাড়তে চান না! বিষয়টি কি সঠিক?

উত্তর. যে ব্যক্তি একবার মদিনা দেখেছে সে জান্নাত ছাড়া অন্য কথাও যেতে চাইবে, এটা কীভাবে সম্ভব? আমার ইচ্ছা যে, 'জান্নাতুল বাকীর' মাটি আমার ভাগ্যে নছিব হোক। এটাই আমার সর্বশেষ তামান্না। তুমিও দু'আ করবে (কাঁদতে কাঁদতে)। যখন আমি মদিনার কবুতরগুলিকে দেখি, তো দু'আ করি, হে আমার আল্লাহ! আপনি 'জান্নাতুল বাকীর' পবিত্র দানা এদের ভাগ্যে রেখেছেন; আমার ভাগ্যেও আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পা মোবারকের স্পর্শে ধন্য এই পবিত্রভূমি নসীব করুন।

প্রশ্ন. আপনার পরিবারের কি কোন খোঁজ-খবর নিয়েছেন? তারা কি আপনাকে খোঁজে নি?

উত্তর. সম্ভবত তারা খোঁজা-খোঁজি করেনি। কারণ তারা তো নিশ্চিত ছিলো যে, আমি আত্মহত্যা করেছি। কয়েক বছর থেকে আমার পিতা ও ভাই এর সাথে যোগাযোগ হচ্ছে। মদিনা ভার্সিটিতে জম্মুর এক ছাত্র পড়া-

শোনা করে। তিনি আব্বুকে আমার ঠিকানা দিয়েছেন। আমি ভিসা বাড়ানোর জন্য হিন্দুস্তানে গিয়েছিলাম। তখন দেখা করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও একবার পুরানো দিল্লীতে সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছিলো। আমাকে দেখে আব্বু অনেক সময় কেঁদেছেন। আমার পুরো অবস্থা শুনার পর তিনি অনেক লজ্জিত হলেন। এখন তিনি দু'একদিন পর পরই আমার কাছে ফোন করেন। মাওলানা জাবেদ আশরাফ ও আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি। এখন তিনি মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা আপনার পিতা মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের কাছে আবেদন করেছি এবং তিনি তাঁর ঠিকানা নিয়েছেন। তিনি তাঁর সাথীদের দ্বারা কাজ নিবেন। আর আশ্বাস দিয়েছেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবেন। ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন. আপনার সৎ মা কি বেঁচে আছেন? তাঁর সাথে কি কোন যোগাযোগ হয়েছে?

উত্তর. হ্যাঁ তিনিও বেঁচে আছেন। ফোনে একবার তার সাথে কথা বলেছি। তিনি খুব ক্ষমা চাচ্ছিলেন। কিন্তু আমার সৌভাগ্যের সূচনা এবং আঁধার থেকে আলোর পথে আসা তারই অনুগ্রহ মনে করি। কারণ, তার নির্যাতন ও জুলুমই আমার সৎপথ পাওয়ার মাধ্যম হয়। আমি মুলতাযাম ও দু'আ কবুল হওয়ার স্থানসমূহে একজন বড় মুহসিন হিসেবে তার জন্য আল্লাহর কাছে আহাজারি করে হেদায়াতের দু'আ করেছি। গত হজ্বে আরাফার ময়দানে তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি দু'আ করেছি।

প্রশ্ন. বাচ্চাদের লেখা পড়ার জন্য আপনি কী নিয়ত করেছেন?

উত্তর. এখানে স্কুলে তারবিয়াতের পদ্ধতি আশ্চর্যজনক। আমাদের ইচ্ছা প্রতিটি সন্তানই দা'য়ী এবং দীনের বড় খাদেম হবে। আলহামদুলিল্লাহ! আমি হযরত মুফতি আশেক এলাহী বুলন্দশহরী সাহেবের জীবদ্দশায় তাঁর স্বরচিত তাফসির 'আনওয়ারুল বয়ান' এর হিন্দি অনুবাদ শুরু করেছিলাম। আমার ইচ্ছা যে, আল্লাহ তা'আলা যেন কুরআনে হাকীমের এই খেদমত আমার দ্বারা কবুল করেন। তাই, আমরা বাচ্চাদের তারবিয়াতের চিন্তা মাদরাসা থেকে বাসায় বেশি করছি।

প্রশ্ন. 'আরমুগানের' পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন?

উত্তর. সকল মুসলমানদের কাছে আমার আবেদন এই যে, তারা তাদের অবস্থানকে চিনবে এবং অমুসলিম ভাইদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। সাথে সাথে নিজের আচার-আচরণকে ইসলামের আদর্শ দ্বারা সুসজ্জিত করবে।

নিজেকে দা'য়ী হিসেবে তৈরি করবে এবং নিজের আমলের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর পরিচয় করাবে। যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর আদর্শ মানুষের সামনে চলে আসে, তাহলে মানুষ খেলোয়াড় ও লিডারদেরকে আদর্শ না বানিয়ে একমাত্র আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর্শ বানাবে। এরচে' অধিকতর আকর্ষণ কোন আদর্শেই হতে পারে না। দ্বিতীয়ত; রেডিও, টিভি ও মিডিয়ার মাধ্যমে (শরিয়তের সীমায় থেকে) ইসলামকে মানুষ পর্যন্ত পৌঁছান যায়, এর জন্য প্রচেষ্টা চালাবে।

আর আমার জন্য দু'আ করবেন; আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকেও তাঁর ধর্মের দাওয়াত দেওয়ার জন্য কবুল করেন এবং আমার দ্বারা যেন কিছু কাজ নেন। এটাই আমার আশা যে, আমি এবং আমার বংশধর দীনের খেদমত বিশেষত: দীনের দাওয়াতের জন্য যেন কবুল হয়ে যায়। আমাদের পরিচিতদের মধ্যে অনেকে বলেন, তোমরা এতদিন থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করছো অথচ এখনো একটি বাড়িও বানাও নি? আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, আমরা তো পবিত্র জান্নাতুল বাকীর ধূলো হবার আশায় পড়ে আছি। দুনিয়ায় বাড়ি-ঘর বানানোর জন্য তো প্যারিসে অথবা নিউ ইয়র্কে যেতাম। এটাতো তাদের উত্তর দেওয়ার জন্য বলি। অন্যথায় আমার তো খেয়াল হয় যে, দুনিয়ায় জীবন-যাপনের মজা ও স্বস্তি মদিনা মুনাওয়ারার জীবনেই রয়েছে। প্যারিসের লোকদের তো এই মাটির সৌভাগ্য হবে না।

প্রশ্ন. অনেক অনেক ধন্যবাদ শাহনাজ ফুফু! আপনার উপর তো খুবই ঈর্ষা হয়। আমাদের জন্য দু'আ করবেন।

উত্তর. প্রিয় আসমা! বহুদিন থেকে তোমার নাম শুনেছি এবং আরমুগানে পড়েছি। তোমাকে দেখার জন্য আমার চক্ষু অস্থির ছিলো। আমি তোমার উপর ঈর্ষা করি। আমরা মদিনা মুনাওয়ারায় থাকছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শহরে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু তুমি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – এর কাজ বরং সবচাইতে মাহবুব কাজ করছো। আল্লাহ তা'আলা এতে অনেক বরকত দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে বারবার হারামাইন শারিফাইন এর বিশেষ যিয়ারাতকে বরকতের সাথে কবুল করুন। আমীন!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা যাতুল ফাওযাইন
মাসিক আরমুগান, ডিসেম্বর ২০০৪

(৯) ইসলাম গ্রহন করতে দেরি করার কারণ মুসলমানদের অপরিচ্ছন্নতা
মুহতারামা সালমা আঞ্জুম (মধু গোয়েল)
এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

আমাদের জীবন ইসলামি শিক্ষাধারার বাস্তব নমুনা হওয়া উচিত। ইসলামের প্রতিটি শিক্ষার মধ্যে আকর্ষণ রয়েছে। দেখুন! পঞ্চাশের অধিক সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারের হেদায়াতের মাধ্যম কেবল আব্দুর রহমান ভাই–এর এক প্রতিশ্রুতি। একটি হাট-খাজনা আদায়ের বাস্তব আমল। সত্যি বলতে কি! আমাদের মাধ্যমে যতো লোক মুসলমান হয়েছে এবং হবে, সকলেরই মাধ্যম তার ঐ ইসলামি আমল বা আদর্শ।

আসমা যাতুল ফাওযাইন. আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সালমা আঞ্জুম. ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আরমুগান পত্রিকার পাঠকদের জন্যে কিছু জরুরী কথা জানতে এসেছি।

উত্তর. আমার উপযোগী কোনো খেদমত থাকলে তা নিজের জন্য সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে করি।

প্রশ্ন. অনুগ্রহপূর্বক আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন?

উত্তর. আলহামদুলিল্লাহ! আমার নাম এখন সালমা আঞ্জুম। পূর্বের নাম ছিলো মধু গোয়েল। গাজিয়াবাদের এক ধার্মিক হিন্দু গোয়েল পরিবারে আমার জন্ম। আমার পিতা লালা সিঙ্গল সেন গোয়েল। তিনি একজন সাধারণ সবজী ব্যবসায়ী ছিলেন। আমার শৈশবেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আমার লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করেন আমার মাতা কৈলাশ বতী এবং আমার বড় ভাই বাবু জগদ্বীশ গোয়েল। গাজিয়াবাদের নিকটবর্তী গুলধর গ্রামে বসবাস করতাম। আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মু যার ইসলামি নাম উম্মে নাসিম এবং আমার বড় ভাই বাবু জগদ্বীশ তার ইসলামি নাম কালীম গাজী, দ্বিতীয় ভাই হীম কুমার তিনি আলহামদুলিল্লাহ! এখন মাওলানা নাসিম গাজী।

আমার ছোট বোন এখন যার নাম আসমা। আলহামদুলিল্লাহ! পুরো পরিবার এখন মুসলমান। আমার বড় তিন বোন যারা মুসলমান হয়নি, তাদের মধ্যে একজন লিজা, তিনি জীবিত আছেন। আর দু'জন রাজেশ্বরী ও লাইলা দেবী মারা গেছেন।

প্রশ্ন. আপনার পরিবারের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছু বলুন?

উত্তর. আমার বড় ভাই জগদ্বীশ তিনি খুবই ধার্মিক হিন্দু ছিলেন। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে গভীর ধারণা রাখতেন। ইসলাম ও মুসলমানের সম্পর্কে তার বিরাট ঘৃণা ছিল। মুসলমানের দোকান থেকে শাক-সবজিও ক্রয় করা তিনি পছন্দ করতেন না। যদি কখনও ক্রয় করে ফেলতেন তাহলে সেটাকে ভালোভাবে ধুয়ে পবিত্র করাতেন। তিনি গাজিয়াবাদ নগর পল্লিকায় ট্যাক্স ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে নিজ মালিককে খুশী করার ও তাঁর পযর্ন্ত পৌঁছবার মাধ্যম মনে করতেন। তিনি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার সম্পর্ক রাখতেন। একদিন তিনি বাজার পরিদর্শনে বের হন। দুপুরের সময় ছিল। গাজিয়াবাদের ভাট্টির একজন মুসলমান জনাব আব্দুর রহমান সহেব। তিনি চুড়ি-ফিতার ব্যবসা করতেন। কোন সাপ্তাহিক 'হাট বারের' দিনদোকান নিয়ে এলেন। কিন্তু তার কাছে খাজনার টাকা ছিল না। তিনি খাজনা আদায়ের ঘরে এসে আবেদন করলেন যে, আমি বিকালে ফিরার পথে খাজনার টাকা জমা দিয়ে যাব। আমাকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হোক। ভাই বাবুজী বললেন, ফেরার পথে কি কেউ খাজনার টাকা জমা দিয়ে যায়? তিনি উত্তর দিলেন, বাবুজী! মুসলমান দিয়ে যায়। বাবুজীর অন্তরে এই কথাটি দাগ কাটলো এবং প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কোথাও না গিয়ে সন্ধা পর্যন্ত সেখানেই বসে রইলেন যে, দেখবো কিভাবে মুসলমান খাজনা আদায় করে!

জনাব আব্দুর রহমান সাহেব গ্রাহকদের ভীড় থকা সত্ত্বেও প্রতিশ্রুত সময়ের পূর্বেই দোকান বন্ধ করে বিকাল পাঁচটা বাজার ১৫ মিনিট আগে খাজনা আদায়ের ঘরে এসে খাজনার টাকা জমা দেন। বাবুজী তার এই প্রতিশ্রুতি পূরণে খুবই প্রভাবিত হন এবং তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। মূলত; ওয়াদা পূরণের এই ইসলামি নীতি-পদ্ধতিই আমাদের পরিবারের হেদায়াত লাভের উসিলায় পরিণত হয়। বাবুজী ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি বাসায় ফিরে খুব ধীর মস্তিষ্ক চিন্তাশীল মুসলমান জনাব

কাজী জামিল সাহেবকে পেলেন। তিনি বাবুজীকে ইসলামি লিট্রেচারের ব্যবস্থা করে দেন। সেই সাথে ছোট ভাই নাসিম গাজীকেও কাছে টানেন। বাবুজী ইসলামি বই পুস্তক পড়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতঃপর বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনদের সাথে কথা বলার সময় ইসলামের প্রশংসা করতে থাকেন এবং ইসলাম গ্রহণের আকাঙক্ষা ব্যক্ত করেন। বন্ধুরা এ থেকে ফিরে আনতে খুবই চেষ্টা চালায়।

এ সময় ছোট ভাই (হীম কুমার) মাওলানা নাসিম গাজী ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন। এমন সময় এলাকার মানুষ চাপ সৃষ্টি করে ও ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য মিথ্যে হত্যা মামলায় জড়িয়ে দেয়। মামলা শুরু হলো। সে সময় গাজিয়াবাদে সাদিক নামে এক মাস্তান বাস করতো। সে জানাতে পারে যে, আজ মামলার তারিখ আর কিছু লোক মিথ্যা স্বাক্ষী প্রদান করতে আসছে। সে আদালতের সমানে ছুরি-চাকু ইত্যাদি জাতীয় অস্ত্র নিয়ে বসে যায় এবং হুমকি দেয় যে, যারা মিথ্যা স্বাক্ষী দিতে আসবে তারা এর পরিণতি দেখতে পাবে। এই ভয়ে সে দিন আর কেউ স্বাক্ষী দিতে আসেনি। মামলায় বাবুজী নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে খালাস পান। সাদেক সাহেবের এই সহানুভূতিপূর্ণ আচরণে বাবুজী আরও প্রভাবিত হন। বাসায় এলে ভাবী ও বাচ্চাদের সাথে পরামর্শ করেন এবং স্ব-পরিবারে মুসলমান হন। পাঁচজন ছেলে চারজন মেয়েসহ তারা সকলেই মুসলমান হয়ে যায়। এদের মধ্যে তিনজনই বলরিয়াগঞ্জ মাদরাসা থেকে আলেম হন।

মাওলানা নাসিম ভাই যখন বলরিয়াগঞ্জে মাদরাসাতুল ফালাহ এ পড়াশোনা করতেন তখন পরিবারের লোকেরা যেন মুসলমান হয়ে যায় সে জন্য অনেক কাজ করতেন। তারই প্রচেষ্টায় আমার ছোট বোন আসমা মুসলমান হয় এবং আজমগড়ের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার বিয়ে হয়। তার স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বড় পোস্টে চাকুরি করেন। তারপর নাসিম ভাই মা ও আমার উপর মেহনত করতে থাকে।

তিনি খুব দরদমাখা ভাষায় আমাদের চিঠি লিখতেন। তার দরদ ভরা একটি চিঠি, মায়ের কাছে 'নওমুসলিম পুত্রের' চিঠি! শিরোনামে প্রকাশিতও হয়েছে। কয়েক বছরের চেষ্টা ফিকিরের পর আমার মা মুসলমান হয়েছেন।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু বলুন?

উত্তর. হ্যাঁ, আমার ব্যাপারে বলতে যাচ্ছি। শৈশবকাল থেকেই

ইসলামের প্রতি আমার বিরক্তি ছিল। এর মূল কারণ ছিলো, আমাদের এলাকায় এবং গাজিয়াবাদে অধিকাংশ এলাকায় মুসলমানদেরকে খুবই অপরিচ্ছন্ন থাকতে দেখতাম এবং তাদের বাড়ি ঘর ও খুব অগোছালো ও নোংরা থাকতো। নাসিম ভাই যখনই গাজিয়াবাদে আসতেন আমাকে ঘণ্টা খানেক বুঝাতেন। এটা আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর লাগতো। কখনও কখনও কানে আঙুল দিয়ে রাখতাম। কখনও আবার কানে তুলা দিয়ে রাখতাম। মুখ ফিরিয়ে দেওয়ালে দিকে ফিরে শুয়ে যেতাম। কিন্তু তিনি বলতেই থাকতেন। একবার তিনি আমাকে আজমগড়ে নিয়ে যান, সেখানে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এক পরিবারের সাথে দেখা হয়।

গাজিয়াবাদে ইব্রাহীম খান সাহেবের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন। তার বাড়ির মহিলাদের দেখে আমি খুবই প্রভাবিত হলাম। নাসিম ভাই দশবছর পর্যন্ত আমাকে বুঝাচ্ছিলেন। কখনো কখনো তিনি কেঁদে ফেলতেন। আমার ইসলামের কথা বুঝে আসতো কিন্তু আমি অপরিচ্ছন্ন মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইতাম না। আমার ভয় হতো, না জানি ঐ সকল মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে আব্দুর রহমান সাহেবের ছেলের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দেয়। তাই আমি মুসলমান হতে ভয় পেতাম। একবার আমি আজমগড় গিয়েছিলাম; নাসিম ভাই আমাকে স্বাগতম জানালেন। একদিন তার অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নের দৃষ্টে মনে আঘাত লাগলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভাইয়া! তুমি কী চাও বল তো? তিনি বললেন বোন মধু! ইসলামের কলেমা পড়ে চিরস্থায়ী আগুন থেকে বেঁচে যাও। আমি বললাম, আচ্ছা পড়াও। তখন আমি কলেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম। নাসিম ভাইয়ের আনন্দের সীমা ছিল না। খুশীতে তিনি আমাকে গলায় জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। কেননা দীর্ঘ দশ বছরের অব্যাহত চেষ্টা-সাধনা, যত্নের সাথে লেগে থাকা আর ক্রমাগত দাওয়াতী প্রচেষ্টার পর আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরকে ইসলামের জন্যে খুলে দেন। এটা প্রায় আঠারো বছরের পুরনো কথা।

প্রশ্ন. আপনার বিয়ে হলো কীভাবে?

উত্তর. বিয়ের ব্যাপারে আরো কিছু শর্ত ছিল, দীর্ঘদিন পর্যন্ত কট্টর হিন্দু থাকার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সব কিছু মন-মানসিকতা তৈরী হয়নি। তাই আমার প্রথম শর্ত ছিল, আমি কোন দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে বিবাহ করবো না।

ছেলেকে পৃথক থাকতে হবে। ভাই বোন বেশী থাকতে পারবে না অর্থাৎ বড় পরিবার হতে পারবে না। ইত্যাদি। সে সময় আমার ইসলাম গ্রহণ করার বয়স কেবল একবছর হয়েছিলো। হাকিম আলীমুদ্দিন সাম্ভলী সাহেব আমার স্বামী মাহমুদ সাহেবের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তিনি সে সময় রুজগারের জন্য খাতুল্লি থেকে ফুলাত এসে অবস্থান করছিলেন। তিনি তার মায়ের সাথে পরামর্শ সেরে খাতুল্লি গিয়ে ভাইদের সাথে পরামর্শ করলেন। সেখানে আপনার দাদা হাজী আমীন সাহেব তাঁর বংশের মুরুব্বি ছিলেন; তিনিও সমর্থন করলেন। গাজী আবেদ সাহেব সম্পর্ক পাকা-পাকি করার জন্য গাজিয়াবাদ এলেন। ইঙ্গিতে আপনার আব্বু (মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব) কে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এলেন। আত্মীয়তায় আগ্রহী দেখে সবাই পরামর্শ করেন যে, তাড়াতাড়ি বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া যাক। মূলতঃ আমার ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস ছিল না। যাক, একপর্যায়ে সাদা-মাটাভাবে বিয়ে হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের মঝে আপনার পিতা (কালীম ভাই) উপস্থিত ছিলেন। দু'মাস পর আমার মা ও ভাই আমার স্বামীর কাছে এমনভাবে উঠিয়ে দিলেন যেন কয়েক বছরের পুরানো বিবাহিত মেয়েকে উঠিয়ে দেওয়া হলো।

প্রশ্ন. মাহমুদ চাচা তো কত সুন্দর দাড়ি রেখেছেন, আপনি এ বিষয়টি কেমন অনুভব করছেন?

উত্তর. আমার কাছে খুব ভালোই লাগে। আমার স্বামী মাহমুদ সাহেব একজন খুবই ভালো স্বামী এবং আর্দশ মুসলমান। তার সাথে বিয়ে হওয়ায় আমি গর্বিত। এজন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদার করি। তার দাড়ি আমার খুব ভালো লাগে বরং এখন আমার কছে ইসলামের প্রতিটি জিনিসই ভালো লাগে। আমার পরিবারের অধিকাংশ লোকেরই দাড়ি আছে।

মরহুম বড় ভাই বাবুজী বড় বাহাদুর মুসলমান ছিলেন। হিন্দু মহল্লায় থাকতেন। বাবরি মসজিদের সমস্যা ও এর পূর্বে গাজিয়াবাদে বিভিন্ন দাঙ্গা হয়েছিল। তখন মুসলমান বন্ধুদের ফোন আসতো যে, আমরা আপনাকে নিতে আসছি। এই অবস্থায় ঐ মহল্লায় আপনার অবস্থান ঠিক হবে না। বাবুজি খুবই স্থিরতার সাথে উত্তর দিতেন আপনি যদি আমাকে আশ্বস্ত করতে পারেন যে, মুসলমানদের মহল্লায় মালাকুল মাউত (আজরাইল) আসতে পারবে না। আর হিন্দু মহল্লায় সময়ের পূর্বেই চলে আসবে। তাহলে

আমি যেতে প্রস্তুত। উল্টো সুন্নতী লেবাসে রাস্তায় পত্রিকা পড়তে বসে যেতেন। তার ঈমান খুবই মজবুত ছিলো।

ইসলাম গ্রহণের পর আমাদের বংশের লোকেরা অনেক হুমকি দিয়েছে এবং লোভ ও দেখিয়েছে। রাম গোপাল কালওয়ালা বারবার বাবুজীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে এবং কোটি টাকার প্রস্তাব দেয়। বলে, যে কোন শর্তে আপনি ইসলাম থেকে ফিরে আসুন। কিন্তু তিনি সত্যের মুকাবেলায় লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতিকে প্রত্যাখান করেছেন। সারাজীবন তিনি শুধু পাক্কা মুসলমানই ছিলেন না বরং তার উসিলায় বহু মানুষকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দান করেছেন। আমার ছোট ভাই মাওলানা নাসিম গাজীও, যিনি এ দেশের একজন প্রসিদ্ধ দা'য়ী (ধর্মপ্রচারক), মানবীয় সর্ম্পকে ভাইদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁনোর জন্য রাজনৈতিক কোন লোভ-লালসা ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর জন্যই দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ! তার থেকে জামায়াতে ইসলামির লোকেরাও উপকৃত হতো। বহু লোক তার দাওয়াতে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন. আল্লাহ না করুন যদি আপনি হেদায়াত না পেতেন তাহলে কী হতো?

উত্তর. আল্লাহ না করুন যদি আমি হেদায়াত না পেতাম তাহলে, এর অবস্থা কল্পনা করলেও আমার শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। আমার পশমগুলি শিউরে উঠে। দেখুন না আমার অবস্থা খারাপ হচ্ছে। আমার দুই বোন দুনিয়া থেকে চলে গেছে। তারা ইসলামের খুব কাছে এসেছিলো। কিন্তু তাদের ভাগ্যে হেদায়াত ছিল না। আমার পিতাও ইসলাম থেকে মাহরূম হয়ে দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন।

যখন আমি চিন্তা করি আমার ঘুম হারাম হয়ে যায়। কখনও মুসলমানদের উপর আমার খুবই জিদ উঠে। ১০ বছর পযর্ন্ত আমি এ জন্যই মুসলমান হইনি যে, আমি যে সকল মুসলমানদেরকে দেখেছি, তারা অধিকাংশই অপরিচ্ছন্ন থাকতো। তাদের উঠা-বসা, চলা-ফেরার পরিবেশ ছিলো চুরি-চামারী ও জুয়া-তাস ইত্যাদি। তবে মূর্খতাই বেশি ছিলো, যা আমার জন্য প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড়িয়ে ছিলো। যদি মুসলমানরা আসল ইসলামের ওপর আমল করতো। তাহলে আমার দুই বোন ও পিতা ঈমানের নেয়ামত হতে বঞ্চিত হতো না।

প্রশ. চাচীজান! আপনি গোস্ত না খেলেও এত মজা করে গোস্ত-মুরগী পাক করেন কিভাবে?

উত্তর. আমার স্বামী মাহমুদ সাহেব একজন ভালো 'মুসলমান স্বামী'। আমি নামাজ যিকির ইত্যাদিতে বেশী সময় দিতে পারি না। তবে তাঁর খেদমতকে ইবাদত মনে করি। আমি একজন সৎ মুসলমানের স্ত্রী। আমি নিজেকে স্বামীর জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। তার গোস্ত খাওয়ার খুব শখ। তাই গোশত পাকাতে আমার ভালো লাগে। আমি গোস্ত খাওয়ার হুকুম আল্লাহর নেয়ামত মনে করি। আমি আমার বাচ্চাদেও গোস্ত খেতে উৎসাহী করি। আমি অনেক চেষ্টার পরও খেতে পারি না। এটা আমার দুর্বলতা ও মাহরুমী মনে করি।

প্রশ্ন. মা-শা-আল্লাহ আপনার বাচ্চাদের খুব ভাল প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। আয়েশা আপু, সুফিয়া আপু ও সালমান ভাই আপনার তিন সন্তান খুবই সৌভাগ্যবান এবং নেক মুসলমান। আপনি তাদের কীভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন?

উত্তর. বাচ্চাদের তারবিয়াতের ক্ষেত্রে আমার থেকে তাদের পিতার ভূমিকা বেশি। তিনি খুবই সৎ ও সাচ্চা মুসলমান। অধিকাংশ সময় অমুসলিম এলাকায় কাটিয়েছেন। তিনি প্রতিবেশীদের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। যখন কোন মহল্লা ছেড়ে চলে আসতেন; তখন হিন্দুরা কেঁদে কেঁদে বিদায় দিতেন। আমরা দীর্ঘদিন একটি ছোট্ট কুঁঠিতে থেকেছি। বাসার মালিক রাম কিশোর খুবই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি দু'টো বিষয়ে ডিগ্রিধারী। কিন্তু তিনি আমার স্বামীর ভালোবাসা ও আখলাক চরিত্রে খুবই প্রভাবিত হয়ে ছিলেন এবং ইসলামের প্রতি ঝুঁকে গিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন মাহমুদ সাহেব! দেবতাদের পূজা করতে করতে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। চিন্তা করি এই মিথ্যা ভগবানদের ছেড়ে দেই এবং আপনার মত এক সত্য মালিককে ধরি। তার ভাগ্যে হেদায়াত ছিল না। বেচারা ঈমান থেকে মাহরুম হয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। আমার বাচ্চাদের সাচ্চা মুসলমান বানাতে ফিকির করছি এবং ছোট থেকে নামাযের সময় সতর্ক করে দিয়েছি। অনৈসলামিক অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকতে বলছি। আমার মুসলমান হওয়ার পর এখন অমুসলিমদের খারাপ লাগে, যেমন পূর্বে মুসলমানদের খারাপ লাগতো। এখন আমি অমুসলিম মহল্লায় বসবাস

কালীন বাচ্চাদের জন্য অমুসলিম ছেলেদের সাথে খেলা-ধুলা করতেও পছন্দ করি না।

প্রশ্ন. হিন্দু আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?

উত্তর. ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। আমরা দরিদ্র জীবন যাপন করতাম। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সব কিছুই দান করেছেন। আমরা ভাই-ভাগ্নে হিন্দু আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করি। তারাও আমাদের সাথে মেলামেশা করে, সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করে। আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখা তাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। নাসিম ভাই তাদের ভেতর দাওয়াতী কাজ করছেন।

প্রশ্ন. 'আরমুগানের' মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কোন পয়গাম দিবেন?

উত্তর. আমি শুধু এতটুকুই বলতে চাই যে, মুসলমানরা নোংরা না থাকে। এ কারণটি অনেক মানুষের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের তো এই দুনিয়াকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিখানো দরকার। আমাদের জীবন যেন ইসলামী শিক্ষাধারার বাস্তব নমুনা হয়। ইসলামের প্রতিটি শিক্ষার মধ্যে আকর্ষণ রয়েছে। দেখুন! পঞ্চাশের অধিক সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারের হেদায়াতের মাধ্যম কেবল আব্দুর রহমান ভাই– এর এক প্রতিশ্রুতি। একটি হাট-খাজনা আদায়ের বাস্তব আমল। বলতে গেলে আমাদের মাধ্যমে যারা মুসলমান হয়েছে সকলের মাধ্যম হলো একটি ইসলামী আমল। আফসোস, আমরা নিজেরা অপরিচ্ছন্ন থাকি। তাই অপরিচ্ছন্নতাকে হিন্দুস্থানে মুসলমানের পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্ন মনে করা হয়। আমাদের এই খারাবিকে দূর করার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন. অনেক অনেক শুকরিয়া চাচিজান! আপনি আমাদের জন্য দু'আ করবেন।

উত্তর. অবশ্যই, তুমিও আমার জন্য দু'আ করবে। তুমি তো আল্লাহর নেকবান্দী, আল্লাহ হাফেজ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা যাতুল ফাওযাইন
মাসিক আরমুগান,ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ইং

(১০) কুরআন কারীমের মাধ্যমে আমার আগ্রহ বেরে গেছে
নওমুসলিমা হালিমা সা'দিয়ার সাক্ষাৎকার

আমার মনে হয় মুসলিম বোনেরা ইসলামের মূল্য বুঝে না। তারাও এই প্রচলিত অপসংস্কৃতির মাঝে নিজ ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলছে। কিছু মুসলিম মহল্লায় গেলে বুঝা কঠিন হয়ে যায়, এটা মুসলিম এলাকা না অমুসলিম এলাকা? পর্দাহীনতা ও বেহায়াপনা, এমনকি পাশ্চাত্যের ফ্যাশন অনুযায়ী তাঁরা চলছে। ইসলামের পূর্বের নারীদের ইতিহাস পড়া উচিত। আমি মনে করি এতে নারীদের ওপর ইসলামের অনুগ্রহ অনুভব হবে এবং ইসলাম যে ফিতরত তথা স্বভাব ধর্ম তার মূল্যায়ন হবে।

আসমা. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হালিমা. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আমি আম্মুর কাছে আগেই জানতে পেরেছি যে, আজ আপনি আসবেন। ভালোই হলো আপনি এসে পৌঁছেছেন। এ সুযোগে আপনার কাছে আপনার ইসলাম গ্রহণের মর্মান্তিক কাহিনীটি জানতে চাই। আপনি কি একটু শুনাবেন?

উত্তর. কেন? তাঁর তো সব জানাই আছে!

প্রশ্ন. ব্যাপারটা হলো, আমাদের জমিয়তে-শাহ ওলিউল্লাহ থেকে 'আরমুগান' নামে একটি উর্দূপত্রিকা প্রকাশিত হয়। আর তাতে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী সৌভাগ্যবান ভাই-বোনদের সাক্ষাতকার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়। যাতে পুরনো মুসলমান ভাই-বোনেরা তা থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে।

উত্তর. আমার ঘটনা দ্বারা কী শিখবে? আমি তো নিজেই আমার ঘটনা নিয়ে লজ্জিত। ঠিক আছে, কিছু জানতে চাইলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

প্রশ্ন. সংক্ষেপে আপনার পরিচয় দিন?

উত্তর. দক্ষিণ দিল্লীর এক হিন্দু পরিবারে আমার জন্ম। আমার পিতা ডি.ডি.আই-এ চীফ একাউন্ট্যান্ট পদে চাকুরি করেন। আমার তিন ভাই, তিন জনই পৃথক পৃথক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত আছেন। আমিও ইংরেজীতে এম,এ, করে কমিউনিকেশনে ডিপ্লোমা করেছি। আমিও এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে সেক্রেটারী পোস্টে কাজ করি। আমি আমার ইসলামি নাম

রেখেছি হালিমা। যদিও এই নামে খুব কম লোকেই ডাকে। বর্তমানে আমার বয়স ৩৩ বছর থেকে কিছু বেশি।

প্রশ্ন. আপনার ইসলাম গ্রহণ করার সম্পর্কে কিছু বলবেন?

উত্তর. ভারত সরকার সরকারী কর্মজীবিদের বিদেশি ভাষা শেখার জন্য একটি ইনিস্টিটিউট স্থাপন করেছেন। সেখানে অফিসের পক্ষ থেকে আমাকে আরবি শেখার জন্য পাঠানো হয়েছিল। অধিকাংশ আরবি শিক্ষক ছিলেন মুসলমান। তাঁরা আরবির সাথে সাথে উর্দূও শেখাতে লাগলেন। আমার পিতা খুব ভালো উর্দূ জানতেন ও বলতেন। তাই আমি উর্দূ শিখতে গিয়ে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হইনি।

আমাদের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে একজন ছিলেন ডা. মুহসিন উসমানী সাহেব। তিনি ছাত্রদেরকে আরবি শেখানোর পাশাপাশি ইসলামের সাথে পরিচয় করান এবং আরবি সম্পর্কে অল্প কিছু ধারণা হওয়ার পর আমাদেরকে কুরআনে হাকীম থেকে আরবি পড়াতে লাগলেন। ডা. মুহসিন উসমানী সাহেব ঐ সময় দিল্লী ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাদের সকল আরবি শিক্ষার্থীকে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত ইসলামি বইপত্র দিলেন। আপনার পিতার রচিত বই 'আপনার আমানত'ও এক কপি দিলেন। মূলত: বইটি সহমর্মিতার ভাষায় লিখা হয়েছে। বইটি পড়ার পর কুরআন শরীফ-এর প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দান করলেন। আমি ড. মুহসিন সাহেবকে সুসংবাদ দিলাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। তিনি আমাকে কলেমা পড়ালেন। এরপর আমি ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও নামায ইত্যাদি শেখার জন্য নিজামুদ্দীন মারকাযে যেতে লাগলাম। সেখানে দক্ষিণ হিন্দুস্তানের এক মাওলানা সাহেবের বাড়িতে গিয়ে নামায ইত্যাদি শিখতাম। সে সূত্রে অনেক মুসলমান মহিলার সাথে আমার সম্পর্ক হয়। ফলে তাদের বাড়িতে আমার যাওয়া আসা শুরু হয়ে যায়।

প্রশ্ন. আপনার পরিবারের লোকেরা কি আপনার ইসলাম গ্রহণ করার কথা জানে?

উত্তর. না, এখন পর্যন্ত তাঁরা আমার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারটি জানে না।

প্রশ্ন. আপনি কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?

উত্তর. এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু এর চাইতে বড়

সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমি।

প্রশ্ন. আপনাকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে! আপনার সমস্যাটা কী একটু জানতে পারি?

উত্তর. আমার জীবনের সবচাইতে কষ্টকর দিক হলো, আমি কুরআনে হাকিম, আরবি শেখার একটি বই মনে করে পড়েছি। এটাতো কুরআনে হাকিমের অনুগ্রহ যে, এর মাধ্যমে আমার একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলাকে চেনা সম্ভব হয়েছে এবং বাহ্যিকভাবে কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার তৌফিক হয়েছে। কিন্তু কুরআন পাকের যে ধরনের বিশ্বাস হওয়া উচিত ছিলো এবং মৃত্যুর পর দোযখের আগুন ও পাপের শাস্তির যে ভয় হওয়ার দরকার ছিলো সেটা মোটেও হয়নি। আমি এই নিয়তে খুব বেশি বেশি কলেমা পড়ি, যাতে পড়তে পড়তে হৃদয়ে বসে যায়। কিন্তু আমি পরিষ্কার অনুভব করি যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আমার গলার নিচে নামে না, শুধু মুখে মুখে মুসলমান হয়েছি। দেব-দেবীর পূজা আমার কাছে আশ্চর্য লাগে। কিন্তু 'লা-ইলাহা' বলে যেভাবে আল্লাহর বড়ত্বের সামনে অন্য কিছুর অসারতার ধারণা ভিতরে প্রবেশ করা উচিত তার আংশিকও আমার ভিতরে পাইনা; না দোযখের ভয়, না মৃত্যুর পরের হিসাব-নিকাশের ভয়। যেভাবে ভয় করা উচিত তেমন অবস্থা আমার ভিতরে পাই না।

আমি মুসলমান। আল্লাহ আমার উপর নামায ফরয করেছেন। নামায সময়মত না পড়তে পারলে কমপক্ষে কাযা আদায় করা উচিত। মৃত্যুর পরের শাস্তির খবরের ওপর বাহ্যিকভাবে বিশ্বাস আছে। তাই আমার প্রত্যেক অবস্থায় আমার নামায আদায় করা উচিত। কিন্তু আমার অবস্থা হলো এই, নির্জনের অপেক্ষায় থাকি। সুযোগ পেলেই আমি নামায আদায় করে নেই। সুযোগ না পেলে কখনো কখনো কাযা হয়ে যায়। কেমন জানি মনে হয় যে, পরিবারের প্রতি আমার ভয় আল্লাহ ও দোযখের ভয়ের চাইতেও বেশি। এটা কি কোনো ঈমান? আমি যখন নামায পড়ি, সেজদায় আমার খুব ভালো লাগে। তখন নিজেকে সবচাইতে স্থিতিশীল মনে হয় এবং প্রশান্তি অনুভব করি। আমার ইচ্ছা হয় যেভাবে মানুষ সেজদার অবস্থায় দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেভাবে সেজদারত অবস্থায় যেন আমার মৃত্যু হয়। কিন্তু যেভাবে নিজের সমস্ত দুর্বলতা স্বীকার করার সাথে সাথে স্বীয় অস্তিত্বকে প্রভুর সামনে সোপর্দ করে দেওয়া উচিত সে ধরণের একটি সেজদাও আমার ভাগ্যে জুটেনি। কখনো কখনো আমার পুরো রাত এ অস্থিরতায় কাটে যে, এই অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তা হবে মুনাফিকের মৃত্যু।

يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِم ما ليس في قلوبهم

(তারা এমন কথা কেন বলে যা তাদের অন্তরে নেই) এই আয়াতটি মনে হয় আমার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন. এটাইতো আপনার ঈমানের প্রমাণ। আচ্ছা, আপনার কি বিবাহ-শাদী হয়েছে?

উত্তর. আমার পারিবারিক অবস্থা এমন অনুকূল নয় যে, তারা কোন মুসলমান ছেলের সাথে আমার বিবাহ দেবে। তাই পরিবারের লোকদের কাছে প্রথমেই এ ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। এখন আমি সঠিক ঈমানের দিকে মনোযোগী হয়েছি। তাই আমি চাচ্ছি কোনো দীনদার মুসলমান ছেলের সাথে আমার বিবাহ হোক; যাতে করে তার সাথে থেকে আমার প্রকৃত ঈমান অর্জিত হয়।

নিজামুদ্দিন মার্কাযের এক মাওলানা সাহেবকে আমি এ ব্যাপারে বলেছিলাম। তিনি আমাকে এক ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। লোকটি বলল, আমি আপনাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত আছি এবং আপনার ওপর কোন ধরনের বাধ্যবাধকতাও থাকবে না এবং আপনি আপনার পরিবারকে দেখানোর জন্য মন্দিরে যেতে চাইলেও যেতে পারবেন! বরং আপনি যদি বলেন তাহলে আমি আপনাকে মন্দিরে রেখে আসবো। তার কথায় আমি খুবই হতাশ হলাম যে, এই ব্যক্তি যখন নিজেই অর্ধেক হিন্দু হতে প্রস্তুত তাহলে আমার ঈমান আসবে কোথা থেকে? আমি এই প্রস্তাবকে নাকচ করে দিলাম। আমি শুধু এমন ব্যক্তিকেই বিবাহের জন্য বিবেচনা করতে পারি যিনি আমাকে ইসলামের ছোট থেকে ছোট বিষয়ের উপরও আমল করতে বলবেন।

প্রশ্ন. আপনিতো সরকারি চাকুরী করেন, আপনার চাকুরীর কি অবস্থা হবে? কেননা আপনাকে তো পর্দা করতে হবে?

উত্তর. আমি চাকুরী ছেড়ে দেবো। মহিলাদের জন্য চাকুরী করে উপার্জন করা এবং ঘর থেকে বের হওয়া বোঝা মনে করি। মহিলারা শিশুদের লালন-পালন করবে, বাড়ি-ঘরের কাজ-কর্ম করবে, আবার চাকুরীও করবে? আল্লাহ তা'আলা তাদের শরীরকে দুর্বল বানিয়েছেন। তাদের জন্য চাকুরী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, পর্দাকে নারীর জন্য মৌলিক প্রয়োজন মনে করি। আমি অফিসে থেকে অমুসলিম নারীদের জন্যও পর্দাকে অনেক বড় নেয়ামত মনে করি। নারী যদি বেপর্দায় থাকে তাহলে তাকে পুরুষের কামনা-বাসনার দৃষ্টি সহ্য করতে হয়। এটা নারীর জন্য বড় লাঞ্ছনা ও লজ্জাজনক ব্যাপার।

নারীদের কী হলো যে, তারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

প্রশ্ন. আপনি কি কুরআন শরীফ পড়েন?

উত্তর. এটাতো আল্লাহর দান। যখন থেকে মুসলমান হয়েছি অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে কলেমা পড়েছি ঐ দিন থেকে কুরআন শরীফের তেলাওয়াত ছুটেনি। আল্লাহর শুকরিয়া যে, পুরা আমপারা এবং সূরা মুল্‌ক, সূরা মুয্‌যাম্মিল, সূরা আর-রাহমান, সূরা ইয়া-সীন এবং সূরা আলিফ-লাম-মীম সিজদা মুখস্থ আছে। শয়ন কালে সূরা মুল্‌ক এবং আলিফ লাম-মীম-সিজদা এবং সকালে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করি। আলহামদু লিল্লাহ! সূরা কাহফের অর্ধেক মুখস্থ করে ফেলেছি। ইনশাআল্লাহ অচিরেই পুরোটা মুখস্থ করে ফেলব। জুমার দিনে সূরা কাহফ তেলাওয়াত করি এবং সালাতুত্তাসবীহর নামায আদায় করি। কখনো আবার বৃহস্পতিবারে রোযা রাখি। কিন্তু ঈমানবিহীন আমল দ্বারা কী কাজ হবে? আমি কুরআনে কারীমে গ্রাম্য মানুষদের অবস্থা পড়েছি।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

'মরুবাসীরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।' -সূরা হুজরাত -১৪

খুবই সত্য কথা! আমার মনে হয় এই আয়াতটি বোধ হয় শুধু আমার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। তবে ঈমানের পূর্ণ আনুগত্য জরুরী।

প্রশ্ন. আপনার অনুভূতি অনেক উচ্চস্তরের। আপনাকে দেখে ঈর্ষা জাগে, আমাদের অবস্থা এর চাইতে অনেক নিচে। আমাদের তো এর অনুভবও হয় না।

উত্তর. আপনি তো ছোট থেকেই মুসলমান, একজন বড় ঈমানওয়ালার কন্যা। আপনি আমার অবস্থা বুঝতে পারবেন কীভাবে?

প্রশ্ন. আপনি আমাদের জন্য দু'আ করবেন। কেননা আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক খুবই দৃঢ়।

উত্তর. হায়! আপনার কথা যদি সত্য হতো তাহলে আমার জীবন যে

কতো সুন্দর হতো!

প্রশ্ন. আপনার জীবন খুব সুন্দর ও প্রশংসনীয়।

উত্তর. আল্লাহ আপনার কথায় বরকত দান করুন ।

প্রশ্ন. আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জাযাকুমুল্লাহ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

উত্তর. আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ! ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. আপনি কি মুসলমান বোনদের জন্য কিছু বলবেন?

উত্তর. আমার মনে হয় মুসলিম বোনেরা ইসলামের মূল্য বুঝেনা। তাঁরাও এই প্রচলিত অপসংস্কৃতির মাঝে নিজ ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলছে। কিছু মুসলিম মহল্লায় গেলে বুঝা কঠিন হয়ে যায় এটা মুসলিম এলাকা না অমুসলিম এলাকা। পর্দাহীনতা ও বেহায়াপনা, এমনকি পাশ্চাত্যের ফ্যাশন অনুযায়ী তাঁরা চলছে। ইসলামপূর্ব নারীদের ইতিহাস পড়া উচিত। আমি মনে করি এতে নারীদের ওপর ইসলামের অনুগ্রহ অনুভব হবে এবং ইসলাম যে ফিতরতের তথা স্বভাব ধর্ম তার মূল্যায়ন হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা আমাতুল্লাহ
মাসিক আরমুগান, এপ্রিল ২০০৪ ইং

(১১) নামায পড়ে আল্লাহর কাছে চেয়েছি আল্লাহ দিয়েছেন

মুহতারামা খাইরুন নিসা (শালিনী দেবী)-এর সাক্ষাৎকার

দুটি কথাই বলতে চাই। আমরা যে সকল মুসলমান ভাইবোন পৈত্রিকসূত্রে ইসলাম লাভ করেছি– তাদের মধ্যে এই পেয়ারা দ্বীনের মূল্য নেই। আফসোস হয় দ্বীনকে তারা বোঝা মনে করে। বিশেষত নামায পর্দা ইত্যাদিকে। আপনারা এই নেয়ামতের মূল্যায়ন করুন। আপন রব ও রাসূলের প্রতি ইয়াকীন রাখুন। ঈমান গ্রহণ করে এর প্রতিফল প্রত্যক্ষ করুন। এরা যখন ঈমানের গুরুত্বই অনুধাবন করে না তখন স্বভাবতই কেউ ঈমান নিয়ে মরুক আর ঈমানবিহিন দোযখে চলে যাক এতে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের গোটা মানবজাতিকে দোযখ থেকে বাঁচানোর ফিকির করা দরকার।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম।

খাইরুন নিসা : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : আপনার নাম কি?

উত্তর : খাইরুন নিসা।

প্রশ্ন : আপনার বাড়ি কথায়?। একটু পরিচয় দিন।

উত্তর : থানা ভবনের কাছে একটি গ্রামে আমার বাড়ি। আমার পুরনো নাম শালিনী দেবী। পিতার নাম চৌধুরী বলী সিং। পানিপথ জেলার হরিয়ানার এক গ্রামে কৃপালসিংহের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। প্রথম স্বামীর সঙ্গে আমি ১৪ বছর সংসার করেছি। আট বছর পূর্বে আমার আল্লাহ আমাকে ইসলামের মহামূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। আল্লাহর রহমতে আমার পাঁচটি সন্তান। এরা সবাই মুসলমান হয়ে আমার সঙ্গে আছে।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : ছোটবেলা থেকেই নিজ হাতে গড়া মূর্তির পূজাপাট আমার ভালো লাগতো না। তরুলতা, ফুল-ফসল আর চাঁদ-তারা দেখে ভাবতাম, এমন সুন্দর মনোরম সৃষ্টির স্রষ্টা না জানি কত সুন্দর মনোহর। আমার শ্বশুর বাড়ির গ্রামে ইউপির অনেক মুসলমান কাপড় ইত্যাদির ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসতো। তারা আমাকে এক মালিকের পূঁজা এবং আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলতো। তারা চলে যাওয়ার পর আমার ছোট ছোট সন্তানেরা আমাকে বলতো মা! আমরা সবাই মুসলমান হয়ে গেলে কতই না ভালো হতো। কিছুদিন পর আমি মুসলমান হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। গঙ্গুহ এলাকার দুজন মুসলমানের সঙ্গে ওখানে গিয়ে সন্তানদের নিয়ে মুসলমান হয়ে যাই।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনার শ্বশুরালয়ে ও বাপের বাড়ির লোকজনের পক্ষ থেকে বিরোধিতা হয়নি?

উত্তর : ইসলামের নাম শুনেই শ্বশুরালয়ের ও বাবার বাড়ির লোকেরা কিয়ামত কান্ড ঘটিয়ে ফেলে। আমার ছোটো ছোটো বাচ্চাদের সীমাহীন নির্যাতন করে। আমাদের সকলকে প্রাণে মারার জন্য সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টাই তারা করে। কিন্তু জীবন-মৃত্যুর মালিক আমাদের হেফাজত করতে থাকেন। আল্লাহর তাআলার ওপর আমার ভরসা ছিল। প্রতি পদে পদে আমি জায়নামাযে গিয়ে তার কাছে ফরিয়াদ জানাতাম। আল্লাহ তাআলাও আমাকে পদে পদে সাহায্য করেছেন।

প্রশ্ন : ওদের বিরোধিতা আর আল্লাহ তাআলার সাহায্যের কিছু কথা শোনান?

উত্তর : কোন মুখে আমি আমার মালিকের শোকর আদায় করবো? আমার পরিবার এবং আমার শ্বশুরালয় (যারা বড় মাপের জমিদার ও প্রভাবশালী ছিল) আমাকে মেরে ফেলার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। প্রথমে দু-চার দিন তারা বোঝাতে থাকে। যখন তাদেরকে ফয়সালা শুনিয়ে দেই যে, আমি মরে যেতে পারি কিন্তু ইসলাম ছাড়তে পারবো না– তারা আমার ওপর রুঢ় আচরণ শুরু করে। আমার পা বেঁধে লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। কিন্তু তাদের লাঠি না জানি কোথায় গিয়ে পড়তো। নির্যাতনের এক পর্যায়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বলা যায় বেহুঁশ হয়ে গেলাম। হুঁশ ফিরে এলে দেখি পাশে পুলিশ দাঁড়ানো। আশে পাশে অন্য কেউ নেই। পরে জেনেছি সেই মারধোরের সময় আমার চাচা আর জ্যাঠা নিজেদের লাঠির আঘাতেই হাত ভেঙ্গে পঙ্গু হয়েছে।

তারা আমার সন্তানদের আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। আমার বড় ছেলে উসমানকে তারা বাড়ি নিয়ে গিয়ে নির্দয়ের মতো পেটায়। দু'দিন পর পালিয়ে গিয়ে সে প্রাণ বাঁচায়। থানাভবনে আমাদের এক মুসলমান বান্ধবীর বাড়ি থেকে তাকে আবারও পাঁকড়াও করা হয়। তাকে মারার জন্য আমার পরিবার

সন্ত্রাসিদের নিয়ে আসে। তেরো বছরের বাচ্চাকে আট দশজন ছুরি চাকু নিয়ে মারতে থাকে। ছেলেটি ওদের ছুরি ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে, জান বাঁচানোর প্রচেষ্টা চালায়। কিভাবে যেন তাদের একজনের পেটে ছুরি ঢুকে যায় এবং তৎক্ষণাৎ মারা যায়। ইতোমধ্যে একটি বাস এসে পড়ে। বাস থামিয়ে যাত্রীরা নেমে পড়লে খুনীরা দ্রুত পালিয়ে যায়। দুটি মানুষ সেখানে পড়ে ছিল। একজনের সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত, আর আপরজন মৃত। পুলিশ এসে আহত ছেলেকে জেলে পাঠিয়ে দেয়। জেলখানায় তাকে অমানুষিকভাবে পেটানো হয়। সে পরিষ্কার বলে দেয়, ছুরি ছিনিয়ে নেয়ার সময় আমার হাত থেকে তার পেটে ঢুকে গেছে। তাকে আগ্রা জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাতের বেলা আমি জায়নামাযে পড়ে থাকতাম। আমি নিজের নিরাপত্তার খাতিরে তালেব নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করি। মহিলারা আমাকে ভয় দেখাতো। মুসলমান মহিলারাও আমাকে শুনিয়ে দিতো, বিবাহ করেছো না! তোমার ছেলে আর এখন তোমার সঙ্গে থাকবে না। তোমার ছেলেদের আর কেউ জামিন করে আনবে না।

আমার ছেলে উসমান আগ্রা জেলে নামায পড়তো, দুআ করতো। একদিন সে স্বপ্নে দেখে, আসমান থেকে একটি পর্দা নামল। লোকেরা বলছিল, বিবি ফাতেমা আসমান থেকে উসমানের জামিন করাতে আসছেন। এক সপ্তাহ পর আগ্রার এক বিত্তবান মহিলা উসমানকে জামিন করিয়ে দেয়। জামিন পাওয়ার পর দীন শেখার জন্য আমি তাকে জামাআতে পাঠিয়ে দেই। আমি বাকী বাচ্চা চারটির ভবিষ্যত-চিন্তা করে খুব কাঁদতাম।

বড় মেয়েটি লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তো। তাকে নামায পড়তে দেখে আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন তার ওপর কেরোসিন তেল ঢেলে আগুনে জ্বালাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার আল্লাহ রক্ষা করেছেন। চারবার দেয়াশলাই জ্বালানো হয়েছিল কিন্তু তার একটি পশমও পুড়েনি। আমার দেবররা পরামর্শ করে ক্ষীরের মধ্যে বিষ মিশিয়ে আমার বড় দুই মেয়েকে খাইয়েছিল। কিন্তু তাদের কিছুই হয়নি। আমার জ্যাঠাইমা মনে করেছিলেন বিষ মিশানোই হয়নি। তিনি ক্ষীর খেয়ে সাথে সাথেই মারা যান।

উসমান জামাআত থেকে ফিরে আসে। সে আর আমি পানিপথের এক এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম। শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমাদের দেখে ঘিরে ফেলে। তারা উসমানের উপর গুলি চালায়! গুলিগুলো শাঁ শাঁ করে এদিক সেদিক চলে

যায়। তারা তেইশটি গুলি করে। তেইশ নম্বর গুলিটি তাদের একজনের শরীরে লেগে তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

আমি আমার আল্লাহর কাছে আমার সন্তানদের ফিরে পেতে দু'আ করতাম। একদিন মাওলানা সাহেব গাওস আলীশাহ মসজিদে আসলেন। তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মায়ের ঘটনা শোনালেন, আল্লাহ তাআলা ফেরআউনের ঘর থেকে তাঁকে কীভাবে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি বাড়ি গিয়ে সিজদায় পড়ে গেলাম– আয় আল্লাহ! যখন তুমি মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছিলে তাহলে আমার সন্তানদের কেন ফিরিয়ে দিচ্ছ না। আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, আস্থা পোষণ করেছি। আর কার কাছে আমি ফরিয়াদ নিয়ে যাবো। তুমি ছাড়া আর কাউকেই আমি ফরিয়াদ জানাবো না। সারা রাত সিজদায় পড়ে রইলাম। চোখ লেগে এসেছিল। শুনি কে যেন বলছে আল্লাহর বান্দী খুশি হয়ে যাও। তোমার সন্তান তোমার সঙ্গেই থাকবে।

সকালে ছেলে উসমান পানিপথ থেকে কর্নাল যাওয়ার জন্য বাস স্ট্যান্ডে যায়। সে দেখে, তার তিন বোন ছোট ভাইটিকে নিয়ে বাস থেকে নামছে। চার ভাইবোনকে সঙ্গে নিয়ে সে খুশী খুশী বাড়ি আসে। পরের রাতেও আমি রাতভর সিজদায় পড়ে থাকি। মালিক আমার! তুমি কত ভালো! কত প্রিয়! দুঃখিনী বান্দীর আবদার শোনামাত্রই তার আদরের সন্তানদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এরপর থেকে পাঁচ-ছয়বারই এমন হয়েছে, শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমাকে আর আমার বাচ্চাদের খোঁজ করতো এমনকি আমরা তাদের দেখতাম কিন্তু মনে হতো তারা যেন অন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিটি বাঁকেই আমার মাওলা আমাকে ভরসা দিয়েছেন। এমন মালিকের আমি কোন মুখে গুণ গাইবো।

প্রশ্ন : আপনি বাচ্চাদের তরবিয়তের কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর : বড় ছেলে উসমান কুরআন পড়ে নিয়েছে। প্রতি বছর জামাতে যায়। বর্তমানে কাজ করছে। আমি ফূঁ দিয়ে কাজে পাঠিয়ে দেই। মালিকের হেফাজতের ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকি।

বড় দুই মেয়ের বিবাহ আল্লাহ তাআলা করিয়ে দিয়েছেন। জামাই দুটি খুবই দীনদার ও সৎ। আমার মেয়ে খুব পাক্কা মুসলমান। তাদের বিয়ের সময় আমার ছেলে আগ্রা জেলে ছিল। আল্লাহ তাআলা জামিনের ব্যবস্থা করেছেন। সে তার

বোনদের হাসিমুখে তুলে দিতে পেরেছে। ছোট মেয়ে আর ছোট ছেলেটি মাদরাসায় পড়ছে।

প্রশ্ন : আপনি তো মাশাআল্লাহ পর্দায় থাকেন। নামাযের খুব পাবন্দী করেন। এতে আপনার কেমন লাগে?

উত্তর : ঈমান গ্রহণের পর আমি পদে পদে আমার আল্লাহর সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছি। নামাযে আমি খুবই স্বাদ অনুভব করি। ছয় বছর ধরে আমার তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশ্‌ত আউওয়াবিন বাদ পড়েনি। আমার এখানে কী কৃতিত্ব, আমার মালিকই আমাকে পড়ার সুযোগ দিয়েছেন। কোনো প্রয়োজন হলেই আমি জায়নামাযে চলে যেতাম। মালিকের কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে নিশ্চিত হয়ে যেতাম যে, এখন আমার প্রয়োজন সমাধা হবেই হবে।

পর্দাকে আমি আমার মালিকের নির্দেশ মনে করি। পর্দাঅবস্থায় আমার মনে হয় কোনো দূর্গে অবস্থান করছি। আর আমার মালিক আমাকে এই দূর্গে দেখে খুশী হচ্ছেন। আমার তো আশ্চর্য লাগে যে, কৃতিত্ব, গোটা পানিপথে স্বল্পসংখ্যক মহিলাই বোরখা পরে। অনেকটা না পরারই মতো। জানিনা আমরা কেমন মুসলমান। না আল্লাহর ওপর ভরসা আছে, আর না আস্থা। আমার বিশ্বাস, মুসলমান যদি আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান-একীন দৃঢ় করে নেয় তাহলে চাঁদ-তারাও তাদের অনুগত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আপনার মেয়েরাও পর্দা করে?

উত্তর : আল্লাহর শোকর! আমার মেয়েরাও খাঁটি পর্দা করে। তাদের দেখে তাদের শ্বশুরালয়ের লোকজন খাঁটি পর্দা শুরু করেছে। ধন্যবাদ সেই রাহীম কারীমের যিনি আমাদের শয়তান থেকে হিফাযতের জন্য পর্দার উপঢৌকন প্রদান করেছেন। অথচ এটাকেই কিনা আমরা বন্দিদশা মনে করছি। আমার তো বেপর্দা হিন্দু মহিলাদের দেখেও আফসোস হয়। সত্য বলছি, আমি শুনেছি, মহিলারা নিজের ওপর পতিত দৃষ্টিকে অনুভব করতে পারে। আমার তো মুসলমান হওয়ার এবং পর্দা করার পূর্বে আত্মীয়-অনাত্মীয় প্রত্যেক পুরুষদের দৃষ্টিকেই কাপড় ভেদ করে ইজ্জত লুণ্ঠনকারী মনে হতো। আমার প্রচন্ড রাগ হতো, সাথে লজ্জাও। আমার আল্লাহ আমাকে এমন দীন দিয়েছেন যা আমাকে এই আযাব থেকে রক্ষা করেছে।

প্রশ্ন : মুসলমান ভাই-বোনদের উদ্দেশ্য কিছু বলবেন?

উত্তর : দুটি কথাই বলতে চাই। আমরা যে সকল মুসলমান ভাইবোন

পৈত্রিকসূত্রে ইসলাম লাভ করেছি–তাদের মধ্যে এই প্রিয় ধর্মের মূল্য নেই। আফসোস হয়, দীনকে তারা বোঝা মনে করে। বিশেষত নামায পর্দা ইত্যাদিকে। আপনারা এই নেয়ামতের মূল্যায়ন করুন। আপন রব ও রাসূলের প্রতি ইয়াকীন রাখুন। ঈমান গ্রহণ করে এর প্রতিফল প্রত্যক্ষ করুন। এরা যখন ঈমানের গুরুত্বই অনুধাবন করে না, তখন স্বভাবতই কেউ ঈমান নিয়ে মরুক আর ঈমানবিহিন দোযখে চলে যাক এতে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের গোটা মানবজাতিকে দোযখ থেকে বাঁচানোর ফিকির করা দরকার।

প্রশ্ন : আপনার পরবর্তী প্রোগ্রাম কী?

উত্তর : কুরআন শরীফহিফয করার ইচ্ছা আছে, ফুলাত গিয়ে কুরআন মাজীদ হিফয করতে হবে এটা আমার পাক্কা এরাদা। দুই ছেলেকেই দীনের সৈনিক ও দাওয়াতের কর্মী বানাবো। বড়টি তো কাজে লেগে গেছে। ছোটটি যেন খাজা আজমীরি রহ.-এর মতো লক্ষ লক্ষ লোককে মুসলমান বানাতে পারে দৈনিক তাহাজ্জুদে সেই দুআ করি। আল্লাহকে বলি, তুমি তো মূর্তিপূজকের ঘরে ইবরাহীম আ.-কে পয়দা করেছো। তাহলে তোমার জন্য এটা কিসের মুশকিল? ছোট ছেলেটিকে হাফেজ আলেম দীনের দা'য়ী বানাতে হবে। আমার আল্লাহ অবশ্যই আমার আরজু পুরা করবেন। আজ পর্যন্ত তিনি আমার কোনো আবেদন নামঞ্জুর করেননি।

প্রশ্ন : অনেক অনেক শোকরিয়া! আপনি আমাদের জন্যও দুআ করবেন।

উত্তর : আমার কী যোগ্যতা আছে? আপনিই আমার জন্য দুআ করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাদের নবী আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাচ্চা ওয়ারিশ বানিয়ে দিন। আমীন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাও. আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, **জুন**– ২০০৩

(১২) স্বপ্নে হযরত ঈসা আ. দাওয়াত দিয়েছেন
নওমুসলিমা আয়েশা বাজী সাহেবা -এর
সাক্ষাৎকার

হক্ব এবং সত্যের জন্য মানুষের কুরবানী দিতে হয়। মানুষ আযম করবে এবং হক অনুসন্ধানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হবে। তাহলে সত্য তার সামনে প্রকাশিত হবেই। আমি এমন অবস্থায়ই ঘর থেকে বের হয়েছিলাম, হক্বের উপর ভরসা করার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমাকে সাহস দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার লক্ষে পৌঁছেছি। আল্লাহ তাআলা মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল এবং অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন। কারণ, আসল জিনিস (ঈমানের হালাতে মৃত্যু) তো এখনো বাকী আছে।

আসমা যাতুল ফাওযাইন : আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।

আয়েশা রাজী : ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : আয়েশা বাজী! খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, আরমুগানে অনেক মানুষের সক্ষাতকার প্রকাশ করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনার কোনো সাক্ষাতকার নেওয়া হয়নি। আমি কয়েকবার আব্বুকে বলেছি যে, আয়েশা বাজীর একটি সাক্ষাতকার অবশ্যই প্রাকাশ করার উচিত।

উত্তর : আমার নিজেরও ইচ্ছা ছিলো। আমি উমরের বাবাকে কয়েকবার বলেছি যে, হযরতজীকে বল এই সৌভাগ্যবানদের তালিকায় যেন আমার নামটিও এসে যায়। হতে পারে এই কল্যানের কাজে অংশ গ্রহন আমার নাজাতের ওসীলা হয়ে যাবে। হযরতও ফোনে কয়েকবার বলেছিলেন। কিন্তু সব কিছুর একটা সময় আছে। গত মাসে হযরত নির্দেশ দিলেন এখানে আপনাদের বাসায় এসে সাক্ষাতকার দিয়ে যাই। কারণ তা সামনের মাসে ছাপা হবে। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শোকর সেই সময় এসে গেছে।

প্রশ্ন : আপনার বংশীয় পরিচয় দিন!

উত্তর : আমার বাড়ি হরিয়ানা জেলার পানিপথে। আপনার জানা আছে, হিন্দুস্তানের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য এবং আধ্যাত্মিকতা সকল দিক থেকেই দেশের মধ্যে পানিপথের উল্লেখযোগ্য অবস্থান রয়েছে। এই পানিপথের যমুনা নদীর তীরবর্তী এক গ্রাম্য ব্রাহ্মণ শর্মা পরিবারে আমার জন্ম।

আমার পরিবার অত্যন্ত ধার্মিক। আমরা চার ভাই তিন বোন। আমি সবার ছোট। আমাদের গ্রামে মুসলমানদের কয়েকটি বাড়ি ছিল। তারা যেমন ছিল দুনিয়াবী দৃষ্টিকোন থেকে দুর্বল, তেমনি ধর্মীয় দিক থেকে ছিল বড় কমজোর। ইসলাম কী জিনিস, সম্ভবত অনেকের তাও জানা ছিল না। তাদের মধ্যে অনেকে এমনও ছিল যারা নামে মাত্রও মুসলমান ছিল না। কারণ তাদের নিজেদের ও সন্তানদের নাম ছিল হিন্দুদের নামের মত। আমি স্কুলে ভর্তি হলাম, আমার সাথে দু-তিন জন মুসলিম মেয়েও পড়ত। তাদের মধ্যে একজনের মা ছিল ইউপির। দীনের ব্যাপারে তার কিছু জানা শোনা ছিলো। এছাড়া অধিকাংশ মেয়েদের অবস্থা এমন ছিল যে, কালিমা কী? এটাও জানা ছিল না। প্রাইমারী শেষ করার পর আমার বড় ভাই আমাকে লুধিয়ানায় নিয়ে যায়, সেখানেই ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানে প্রথমে হাইস্কুল শেষ করি। আলহামদুলিল্লাহ পরে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করি। আল্লাহ তাআলাকে দ্বিতীয় একটি পরিক্ষা দেওয়ার ছিল। তাই লুধিয়ানা যাওয়াটাই আমার জীবনের মোড় পরিবর্তনের মাধ্যম হয়।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর : পূর্বেই বলেছি আমার বড় ভাই রাজেন্দ্র শর্মা লুধিয়ানা থাকতেন। তিনি আমাকে লুধিয়ানা নিয়ে যান। সেখানে একটি মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দেন। আমাকে এক খ্রিস্টান মেয়ে একটি বাইবেল দেয়। আমি জন্মগতভাবেই ধার্মিক ছিলাম। সত্য নবীর সত্য বাণী, "প্রত্যেক শিশু স্বভাবজাত ভাবে ইসলামের উপর জন্ম লাভ করে কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী খ্রিস্টান অথবা মূর্তি পূজক বানায়।" কিছু মানুষের স্বভাব এমন হয় যে, তার উপর পরিবেশের প্রভাব অন্যদের তুলনায় কম পড়ে, সম্ভবত আমার স্বভাব তেমনি ছিল।

নিজ ধর্মের প্রতি আমার কোনো আস্থা ছিল না। আমার নিকট এসব অর্থহীন ফালতুও মনে হতো। যেন কোনো নিষ্প্রাণ নাটক আর কি। এজন্য আমার ভেতর সত্যের তৃষ্ণা অনুভব করি।

আমি বাইবেল পড়লাম। কিন্তু বাইবেলের তিনে এক এবং একে তিনের মত দুর্বোধ্য বিষয় আসাকে দ্বন্দ্বে ফেলে দিল। আমি স্বপ্নে দেখলাম, হযরত ঈসা আ. তাশরীফ এনেছেন এবং বলছেন, আমার ধর্ম ইসলাম, আর বর্তমান খ্রিস্টধর্ম আমার আনীত ধর্মের বিকৃত রূপ। চোখ খোলার পর ইসলাম সম্বন্ধে জানার আগ্রহ হলো। কিন্তু লুধিয়ানায় ইসলামী কালচার সম্বন্ধে জানা আমার জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। একদিন স্কুল থেকে ফিরার পথে দেখলাম এক মসজিদে তাবলীগের একটি ছোট মাহফিল হচ্ছে। বাহিরে চা, টুপি ও

মেসওয়াকের কয়েকটি দোকান বসেছে। সেখানে হিন্দী এবং উর্দু ভাষায় ইসলামী কিছু বইও ছিল। আমি কয়েকটা বই কিনলাম। তার মধ্যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতও ছিল। লেখকের নাম এখন মনে নাই। আমি পড়ার পর মনে হল, যা খুঁজছি তা পেয়ে গিয়েছি। এরপর ইসলাম সম্পর্কে আরো বেশী জানার ইচ্ছা হল। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করলেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু না কিছু বই আসতে থাকল। আমি লুধিয়ানাতেই সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি মুসলমান হবো। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, এই কাজ দিল্লীর জামে মসজিদের ইমাম সাহেব করেন। ছুটিতে আমি বাড়ি এসছিলাম। শিরকের এই পরিবেশে আমার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হত। বার বার বাড়ি ছাড়ার কথা ভাবছিলাম।

এক মুসলমান পরিবারের সাথে সম্পর্ক তৈরী করলাম। তাদের দিয়ে ইউপি থেকে একটি বোরকা আনালাম। একদিন সাহরীর সময় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পায়ে হেঁটে যমুনা পর্যন্ত পৌছি। যমুনা পার হওয়ার জন্য নদীতে নেমে পড়লাম। নদীতে পানি ছিল আমার গলা সমান। কয়েকবার মনে হল আমি ডুবে যাব। আমাকে একজন বলেছিল, বেশির চেয়ে বেশি কোমর পানি হবে। কিন্তু সেদিন বৃষ্টি হওয়ায় পানি বেড়ে গিয়েছিল। কয়েকবার মনে মনে বললাম আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন। যদি আমি মারাও যাই, তবে আমার এ মরণ হবে আপনার মহব্বত, ভালবাসার জন্য। আপনাকে খুঁজার জন্য। বোন আসমা! জানিনা কোথায় আমি সেদিন এত সাহস পেয়েছিলাম। আল্লাহর শোকর যমুনা পার হয়ে গেলাম।

যমুনা পার হয়ে দিল্লীর রাস্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, আমাকে বরোত হয়ে দিল্লী যেতে হবে। এক মুসলমান ভাই আমাকে বলল যে, সেখানে মুসলমান হওয়ার জন্য দুজন জানা শোনা ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে নিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় সেখানে এই কাজ হবে না। আমি বললাম তাহলে আমি কী করব? আমার তো অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। তখন সে বলল, তাহলে তুমি এক কাজ করো, দেওবন্দ চলে যাও। আমি বললাম আমি একা দেওবন্দ কিভাবে যাব? তখন আমার উপর তার দয়া হল সে আমাকে বলল দেওবন্দ পর্যন্ত আমি তোমাকে পৌছে দিব। তবে আমরা বাসে একটু দূরে দূরে বসব। আমি তার কথায় রাজি হয়ে গেলাম। তিনি আমাকে প্রথমে কিরানা, তারপর শামেলী, সেখান থেকে নানুতা হয়ে দেওবন্দ নিয়ে যান। দুইটার দিকে আমরা দেওবন্দ পৌছি। তারা মাদরাসায় মুসলমান বানাতে অপারগতা প্রকাশ করে। তখন এক মাওলানা বলল, একে সদর গেটের মাওলানা আসলাম এর নিকট

নিয়ে যাও, সেখানে এই কাজ হয়ে যাবে। তিনি মাওলানা আসলাম সাহেবের নিকট নিয়ে যান। মাওলানা আসলাম সাহেব আমাদের খাবার দাবার করালেন এবং সান্ত্বনা দেন। তিনি হযরত (মাওলানা মুহাম্মাদ কলীম)-এর সাথে ফুলাতে কথা বলেছেন। হযরত বললেন, এখনই কালিমা পড়িয়ে দিন। আর দু'একদিন পর ফুলাত পাঠিয়ে দিন। তিনি আমাকে কালেমা পড়ান। আমার নাম রাখেন আয়েশা। দুই-তিন দিন পর আমাকে ফুলাত পাঠিয়ে দেন।

ফুলাতে কয়েকদিন ছিলাম। সেখানে নামায-কালাম শিখতে থাকি। তারপর পড়াশোনা এবং দ্বীন শিখার জন্য মালিয়ারকোটলা শাকেরা আপার কাছে পাঠিদেন। সেখানে আমি কুরআন শরীফ এবং দ্বীনি বিষয়গুলি শিখি। শাকেরা আপা অত্যন্ত ভালো একটি মেয়ে। আমাকে অনেক মুহাব্বতের সাথে তার কাছে রাখেন। কুরআন শরীফ শেষ করার পর ফুলাত ফিরে এলাম। তখন হযরত দিল্লীর এক যুবক হাবীবুর রহমানের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দেন।

প্রশ্ন : আপনার কাছে এই নতুন পরিবেশ আশ্চর্যজনক মনে হয়নি? বাবা-মা ছাড়া বিবাহ আপনাকে কেমন লেগেছে?

উত্তর : হযরত মাওলানা আসলাম সাহেব এবং তাদের পরিবারের লোকেরা আমার সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেছে। ঈমান আনার মত সৌভাগ্য লাভ করতে পারা এবং আখেরাতের সফলতার অনুভূতি অন্য সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। যদি কখনো অন্তরে কিছু ওয়াসওয়াসা আসতো, তাহলে সাথে সাথে নিজেকে সামলিয়ে নিতাম।

প্রশ্ন : আপনার শ্বশুরালয়ের লোকজন আপনার বিয়ের বিষয়টি কিভাবে নিয়েছে?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! আমার স্বামী হযরতের হাতে বাইয়াত। তাঁর মা অত্যন্ত ভালো মানুষ। পরিপূর্ণ সুন্নত মুতাবেক অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে আমাদের বিবাহ দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমার নিজেকে একাকি মনে হয়নি।

প্রশ্ন : আপনার স্বামী কী করেন?

উত্তর : তিনি এক্সপোর্ট-এর কাজ করেন। কিন্তু তাঁর উপর এমন এমন পরিস্থিতি এসেছে যা বোধহয় অনেক কম লোকেরই এসেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহস দেন। আমার স্বামীর দাওয়াতের আগ্রহ এবং নিত্যদিনের সাফল্য আমাদের আগ্রহ উদ্দীপনা এবং সাহস বাড়িয়ে দেয়।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারের লোকজন আপনাকে খুঁজেনি?

উত্তর : শুরুতে অনেক খুঁজাখুজি করেছে। থানায় জি.ডি করেছে। গ্রামের

কিছু লোককে হয়রানি করেছে। আমি চলে আসার সময় একটি চিরকুট লিখে এসেছিলাম। আমি কোনো ছেলের কারণে যাচ্ছি না। কেউ আমাকে নিয়েও যাচ্ছেনা; বরং আমি সত্যের সন্ধানে ছিলাম তা-আমি পেয়ে গেছি। আমাকে খোঁজা অনর্থক। যদি আল্লাহ চায় তাহলে আমি নিজেই যোগাযোগ করব। কিন্তু তারপরও তারা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে।

আমার বাবার ইন্তেকাল আমার সামনেই হয়েছিল। আমি বিভিন্নভাবে বাড়ির খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম। জানতে পারলাম, আমার মা অসুস্থ। মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মাকে খুব মনে পড়তে লাগল। চিন্তিত ছিলাম যে, শিরকের উপর তার মৃত্যু না হয়ে যায়। আমার স্বামীকে বললাম, কত মানুষকে আপনি কালিমা পড়িয়েছেন। অথচ আমার মা কালিমা ছাড়া মারা যাচ্ছেন। এমন দা'য়ীর সাথে আমার বিয়ে হয়ে কী লাভ হলো? তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। বললেন আজকেই যাচ্ছি। আমার শাশুড়ী বললেন, আমি তোমাদের একা যেতে দিব না। আমিও যাব। আমরা বাড়ি থেকে বাচ্চা-কাচ্চাসহ রওয়ানা হলাম আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে। শাশুড়ী আম্মা ও স্বামীকে বললাম, আপনারা কোনো মুসলমানের বাড়িতে অবস্থান করেন।

আমি বাচ্চাকে নিয়ে ওখানে যাচ্ছি। যদি বিকাল তিনটার মধ্যে ফিরে আসি তাহলে তো এলাম। আর যদি ফিরে না আসি তাহালে আপনারা ফিরে যাবেন। বুঝবেন আমাদের চারজনকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমার শাশুড়ী আম্মা জায়নামাযে দাড়িয়ে গেলেন। আমি বোরকা পড়ে বাড়ী পৌঁছলে লোকেরা অস্থির হয়ে গেল। আমার মা আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন। এদিকে বিকাল চারটা বেজে গেল, কিন্তু তারা আমাকে কোনোমতেই যেতে দিল না। আমার শাশুড়ী আম্মা খুব অস্থির হয়ে পরলেন। আমি তাদের সামনে আমার স্বামী এবং শাশুড়ী আম্মার অনেক প্রশংসা করলাম। তখন আম্মু তাদের সাথে দেখা আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, এখন তো আমার যেতে হবে। দু-তিন দিন পর আবার আসব। পরে আমার স্বামীকে নিয়ে গেলাম। আমি এবং আমার স্বামী আম্মাকে বুঝালাম। আলহামদুলিল্লাহ! তিনি বাড়ীর সবাইকে বের করে দিয়ে একা একা কথা বললেন, এবং কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। আমাকে তার অলংকারের মধ্যে থেকে কয়েক ভরি স্বর্ণ দিলেন। আমার স্বামী, বাচ্চা এবং আমাকে কাপড় চোপড় দিলেন।

প্রশ্ন : এর পর কি আপনারা সেখানে আরো গিয়েছিলেন?

উত্তর : তাঁর জীবদ্দশায় আরো দুবার গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার দুইভাই এবং

তাদের স্ত্রী আমাদের যাওয়াতে অসন্তুষ্ট। বিশেষত আম্মু প্রতিবার কিছু না কিছু সাথে দিয়ে দিতেন। ফলে আমাদের জন্য ওখানে যাওয়া মুশকিল হয়ে গেল। তার একমাস পর আম্মু ইন্তেকাল করেন। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁর কালিমার ওপর মৃত্যু হয়েছে।

প্রশ্ন : পরিবারের বাকী লোকদের কী খবর?

উত্তর : আমার দুই ভাই এবং দুই বোনের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখি। তারা আমাকে ভালবাসে। আমরা সকলের জন্য দুআ করছি, আল্লাহ যেন সকলকে হেদায়েত দান করেন। আসলে পরিবারের লোকজন ততটা বিরোধী নয়, যতটা আমরা মনে করেছিলাম। এলাকার লোকদের চাপের কারণে তারা একটু ভয় পায়। বড় ভাইয়া আমাকে বলেছে তোর যদি দেখা করতে মনে চায় তাহলে বলবি, আমি দেখা করে আসব। তোরা এখানে আসলে আমাদের সমস্যা হয়।

প্রশ্ন : আপনার স্বামী হাবীব ভাই অনেক বড় দা'য়ী। আব্বু তার কথা অনেক বলেন। তিনি কি দাওয়াতের ক্ষেত্রে আপনাকেও শরীক করেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাকে অনেক বড় নেয়ামত দান করেছেন। বহুলোক তার দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, আমাদের হযরত বলেন, দা'য়ীর একটা টার্গেট থাকা উচিৎ যে, প্রত্যেক দিন কমপক্ষে একজনকে দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানাবো। কখনো মাসের পর মাস তাঁর এই সংখ্যা পূর্ণ হতে থাকে। এখনতো একদিনেই কয়েকজন মুসলমান হয়। আবার কখনো কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তখন খুব পেরেশান হয়ে যান। কখনো কাঁদতে থাকেন আর বলতে থাকেন আমার কোনো গুনার কারণে আল্লাহ রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। তখন গিয়ে হযরতের সাথে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাত করা সম্ভব না হলে ফোন করেন। কিন্তু কখনো ফোনে পাওয়া যায় না।

কিছুদিন আগে একবার এমন হয়েছে, দুই মাস যাবৎ হযরতের সাক্ষাত হয়নি এবং ফোনেও যোগাযোগ হয়নি। এদিকে দাওয়াতের কাজও কিছুটা স্থির হয়ে গেল। ব্যস! ঘরে মাতম শুরু হয়ে গেল। যখনি দেখা হয়, দেখি তিনি কাঁদছেন। আমি অনেক বুঝিয়েছি। হয়তো হযরত সফরে আছেন। যার কারণে আপনি যোগাযোগ করতে পারছেন না। তিনি বলেন, না হযরত নারাজ হয়েছেন। আল্লাহর শোকর এর মধ্যে ফোন পাওয়া গেল। হযরত বললেন, তোমরা আমার রুহানী সন্তান তোমাদের উপর নারাজ হব কেন? মনে হল যেন তার উপর ঈদের দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তারপর তিনি নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন। সকালে একজন তার হাতে মুসলমান হতো, সন্ধ্যায় একজন। তখন আমার কাছে মনে হল যে, তাঁর কথাই সত্য। হযরতের সাথে সাক্ষাতের পর হযরত বললেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দা'য়ীর হেফাজতের জন্য

এই পদ্ধতি জারী আছে। দা'য়ী এই যেন একথা মনে না করে যে, আমার কারণেই কাজ হচ্ছে; বরং একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত দান করেন। আর দা'য়ীর কান্না আল্লাহ তাআলার কাছে অতিশয় প্রিয়। এজন্য আল্লাহ কখনো রাস্তা খুলে দেন আবার কখনো বন্ধ করে দেন।

প্রশ্ন : আপনার সন্তানরা কি পড়ছে?

উত্তর : আমার দুই ছেলে, দুই মেয়ে। আলহামদুলিল্লাহ! চারজনই পড়ছে। ইনশাআল্লাহ চারজনকেই হাফেজ এবং আলেম বানাব। আল্লাহ তাআলা আমাদের আশা পূরণ করেন এবং তাদের দ্বীনের দা'য়ী বানান।

প্রশ্ন : আব্বু বলেছিলেন, আপনি বিভিন্ন দুর্যোগের মুখোমুখি হন। তখন আপনার কেমন লাগে?

উত্তর : বাসায় অসুস্থতা, কাজ কামে প্রায় কোনো না কোনো সমস্যায় পরতে হয়। অধিকাংশ সময় সাহাবায়ে কেরামের কুরবানী স্মরণ করি। আর বলি, আমরা তো ঈমানের জন্য কোনো কুরবানী দেইনি। আর কখনো হিম্মত হারা হয়ে গেলে ভাল কোনো স্বপ্ন দেখি। আলহামদুলিল্লাহ অনেক বার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি এবং পুরো মাস সেই স্বাদ ও আনন্দ ভোগ কর। গত সপ্তাহে আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত ভাল অবস্থায় যিয়ারত হয়েছে। ওমরের বাবা বলেন, যিয়ারতের পর অনেক সময় পর্যন্ত তোমার চেহারা উজ্জ্বল থাকে।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের জন্য কিছু বলুন।

উত্তর : হক্ব এবং সত্যের জন্য মানুষের কুরবানী দিতে হয়। মানুষ আযম করবে এবং সত্য অনুসন্ধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে। তাহলে সত্য তার সামনে প্রকাশিত হবেই। আমি এমন অবস্থায়ই ঘর থেকে বের হয়েছিলাম, হক্বের উপর ভরসা করার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমাকে সাহস দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছেছি। আল্লাহ তাআলা মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল এবং অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। কারণ আসল জিনিস (ঈমানের হালাতে মৃত্যু) তো এখনো বাকী আছে।

প্রশ্ন : অনেক অনেক শুকরিয়া আয়েশা আপু। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা যাতুল ফাওয়াইন
মাসিক আরমুগান, আগস্ট- ২০০৯

(১৩) আরমেনিয়ায় আমি ইসলাম পেয়েছি
এক নওমুসলিমা দা'য়ীআ ডাক্তার আসমা আলী (কল্পনা)-এর সাক্ষাৎকার

প্রথম আবেদন হল, আমার পরিবারের হেদায়াতের জন্য দুআ করবেন। দ্বিতীয় আবেদন হল, ইসলাম কোনো সম্প্রদায় অথবা জাতির নাম নয় যে, গোজরের ঘরে জন্ম নিলে গোজর হবে। কৃষকের ঘরে হলে কৃষক হবে আর মুসলমানের ঘরে হলে মুসলমান। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও বিধানাবলীকে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করে তার সামনে নিজেকে অর্পণ করা এবং তা পালন করার নাম ইসলাম। দাওয়াতকে জীবনের উদ্দেশ্য বানানোর পূর্বে এই অনুভূতি নসীব হতে পারে না।

আসমা আমাতুল্লাহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

ডাক্তার আসমা আলী: ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বোন আসমা! আপনি কেমন আছেন? কতদিন দিন ধরে আপানার কথা শুনে আসছি আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আজ সাক্ষাত করিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন : আমার কথা আপনি কোথায় শুনলেন?

উত্তর : ডাক্তার আসিফের কাছে। তিনি হযরতের অত্যন্ত প্রিয় মুরীদ। তিনিই আমাকে বলেছেন, আপনি হযরতের কন্যা আসমার সঙ্গে সাক্ষাত করুন। আপনার দাওয়াতী কাজে অনেক উপকার হবে। খোদ আমাদের হযরত বলেছেন, আসমা আমাকে দাওয়াত শিখিয়েছে।

প্রশ্ন : আসতাগফিরুল্লাহ ! আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে আবার কারও উপকার হয়। আমিও কারও উপকার করতে পারি। আপনি দিল্লীতে কবে এসেছেন?

উত্তর : আমরা এক সপ্তাহ হল দিল্লী এসেছি। সি.সি.আই. এমের পক্ষ থেকে একটি মেডিকেল ওয়ার্কশপ ছিল। আমার স্বামী ডাক্তার ইউসুফ আলী আর আমি দুজনে সেখানে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলাম। ডাক্তার সাহেব হযরতকে ফোন করতে থাকেন কিন্তু হযরত ক্রমাগত সফর করে যাচ্ছিলেন। গতকাল তিনি রাজস্থানের সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর আমরা আজ হাজির হয়েছি। আমার স্বামীর সঙ্গে তার দুজন অমুসলিম সঙ্গীও বাইরে আছেন।

প্রশ্ন : আব্বু সম্ভবত আপনাকে বলেছেন, আরমুগানের পক্ষ থেকে আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলবো?

উত্তর : জী হ্যাঁ, তিনি বলেছেন, আমি এদের সঙ্গে বাইরে কথা বলছি ইতোমধ্যে আপনি আসমাকে ইন্টারভিউ দিয়ে আসেন। নভেম্বরের সংখ্যায় ছাপা হবে ইনশাআল্লাহ।

আলোর পথে-৪ ফর্মা- ২৮

প্রশ্ন : আপনার বংশিয় পরিচয় দিন?

আমার খুবই আনন্দিত যে, এই প্রথমবার আরমুগানের জন্য আমার নামের একই নামের কোনো বোনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছি।

উত্তর : আমিও আনন্দিত। ডাক্তার আসিফ আপনার নামে এবং আপনারই কারণে আমার নাম রেখেছেন আসমা।

প্রশ্ন : জী, আপনি আপনার খান্দানী পরিচয় দিচ্ছিলেন?

উত্তর : রাজস্থানের গঙ্গানগরের এক জমিদার পরিবারে ৬ই জানুয়ারী ১৯৭৭ সালে আমার জন্ম। আমার দাদা রাজস্থানের বিজেপির এক বড় নেতা। রাজস্থান সরকারের তিনি কয়েকবার মন্ত্রীও ছিলেন। অধিকাংশ সময়ই এম.এল.এ. আর একবার এম.পি হয়েছিলেন। গত নির্বাচনেই প্রথমবারের মত পরাজিত হয়েছেন। আমার পিতাও শুরু থেকে দাদার সঙ্গে ছিলেন। তিনি এম.বি.বি.এস করেছিলেন। কিছুদিন চর্চা করার পর রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তিনিও একবার এম.এল. এ হয়েছেন। আব্বু আমার নাম রেখেছিলেন কল্পনা। আমার দুই ভাই, একটি আমার চেয়ে বড় আরেকটি ছোট।

বায়োকেমিস্ট্রিতে দ্বাদশ শ্রেণীর এম.বি.বি এসের কয়েকটি ভর্তি পরীক্ষায়ও পাস করতে পারিনি। বাবা আমাকে আর্মেনিয়ায় এম.বি.বি.এসে ভর্তি করিয়ে দিলেন। সেখান থেকেই আমি এম.বি.বি.এস করি। আর ওখানেই ডাক্তার ইউসুফ আলীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। সে বছরই আমি ইসলাম গ্রহণ করি। বর্তমানে আমরা হিমাচলের একটি হসপিটালে কর্মরত আছি।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলুন!

উত্তর : আমি তখন আর্মেনিয়ায় অধ্যয়নরত। আমার ক্লাস ফেলো ডাক্তার ইউসুফ আলীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়ে যায়। তার পরিবার ছিল বেশ দ্বীনদার। আমার পরিবারও হিন্দুয়ানী রেওয়াজ-রসমে কট্টর। কিন্তু দেখা গেছে ছেলে-মেয়ে যতই প্রাচ্য মনোভাব এবং ধর্মীয় পরিবেশে প্রতিপালিত হোক বিদেশ গিয়ে বংশীয় রেওয়াজ-নীতি বিলকুল বিস্মৃত হয়ে বসে। বরং বাস্তবতা হল, প্রাচ্য-মনোভাবাপন্ন লোকজন কেন যেন সেখানে গিয়ে ইউরোপীয়দের

চেয়েও বেশী খোলামেলা হয়ে, পশ্চিমা কালচারে গা ভাসিয়ে দেয়। আমাদের মধ্যেও এ ব্যাপারটি ঘটে যায়। আমরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিই, আমাদের বিয়ে করে নিতে হবে। আমাদের চিন্তাও আসেনি যে, আমরা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি ধর্ম ও চিন্তাধারার পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

প্রশ্ন : আব্বু বলে থাকেন, এই ধারণা ভুল যে, হিন্দু ও ইসলাম দুটি বিপরীত ধর্ম। তিনি বলেন, আসলে হিন্দু ধর্ম যেটাকে পরিভাষায় সনাতন ধর্ম বলা হয় দ্বীনুল কায়্যিম ইসলামেরই পুরনো বরং প্রথম সংস্করণ। আর ইসলাম হল তার সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ সংস্করণ। বেদ যদি আল্লাহ তাআলার বিধানাবলীর প্রথম সংস্করণ হয়, তাহলে কুরআন তার চূড়ান্ত ও সর্বশেষ সংস্করণ। তবে সনাতন ধর্ম তার অনুসারীদের কর্মকান্ডে বিকৃতির শিকার হয়ে গেছে। দ্বীন-ধর্ম তো পৃথিবীতে সর্বদা একটাই ছিল এবং একটাই থাকবে। এক আল্লাহর আইন গোটা পৃথিবীতে একটাই হতে পারে, একাধিক নয়।

উত্তর : কথা তো একেবারেই সত্য। তবে পৃথিবীতে এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তো হিন্দু-মুসলিম দুটিকে সম্পূর্ণ উল্টো ধর্ম বিবেচনা করা হয়।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, এটাও সত্য কথা। বলুন তারপর কী হল?

উত্তর : ডাক্তার ইউসুফ আলী আমাকে বললেন, ধর্ম তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিবাহের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? এগুলো তো পুরনো যুগের কথা। পৃথিবী এখন অনেক এগিয়ে গিয়েছে। আমরা এখন ডাক্তার হতে যাচ্ছি। তুমি তোমার ধর্ম পালন করবে। আমি আমার ধর্ম মেনে চলবো। আমরা হিন্দুস্তান গিয়ে কোর্ট ম্যারেজ করে নেবো। আমিও রাজী হয়ে গেলাম।

ডাক্তার ইউসুফী আলীর এক খালাতো ভাই ডাক্তার আবেদ আর্মেনিয়ায় থাকতো। ডাক্তার ইউসুফ আলী তাকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল। সে ছিল খুবই দীনদার ও নামাজী তরুণ। সে ডাক্তার ইউসুফ আলীকে অনেক বোঝাল। বলল, তুমি দীনদার ঘরের সন্তান। তোমার জ্যাঠা তো অনেক বড় মাপের আলেম। কাফের-মুশরিকের সঙ্গে মুসলমানের বিবাহ হতে পারে না। কুরআন স্পষ্ট একথা ঘোষণা করেছে। এতে সারা জীবন ব্যভিচার চলতে থাকবে। সন্তানরাও হারামজাদা হবে। কিন্তু তার বুঝে আসল না। ডাক্তার আবেদ দু-তিন মাস ধরে তাকে বুঝানের চেষ্টা করতে থাকে। অবশেষে অপারগ হয়ে ডাক্তার ইউসুফ আলীর বাড়িতে জানিয়ে দেয়। হিন্দুস্তান থেকে ফোনের পর ফোন আসতে থাকে। ডাক্তার সাহেবের জ্যাঠা মাওলানা হামেদ আলীরও কয়েকটি ফোন আসে। একবার প্রায় এক ঘন্টা কথাবার্তা হয় কিন্তু ডাক্তার ইউসুফ আলীর মাথায় ধরল না। আমাকে মুসলমান বানিয়ে বিবাহ

করাটা তার কাছে অসম্ভব মনে হয়। তার এই খেয়ালও ছিল যে, আমি বিজেপির জাতীয় নেতার মেয়ে। আমি কিছুতেই মুসলমান হতে রাজী হবো না। তার ভয় ছিল আমাকে মুসলমান হতে বললে না জানি আমি বিবাহের ইচ্ছাই ত্যাগ করে বসি। মূলত সে আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতো। আমারও তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। তবে মানুষের মেযাজ তো বিচিত্র হয়ে থাকে। একেকজনের একেক স্বভাব। কোনো কোনো লোক তো প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ হয়। আমার স্বভাবে আল্লাহ তাআলা সবসময়ই স্থিরতা দিয়েছিলেন। আমার চোহারা দেখে সে মনে করতো তার প্রতি আমার তেমন আগ্রহ নেই।

তার এই ভয়ও ছিল, এমন বড় মাপের নেতার মেয়েকে মুসলমান বানালে একটা হবে তার বড় লবি। তার পরিবারের বিরোধী হয়ে যাবে। তাছাড়া ব্যাপারটা দাঙ্গায়ও রূপ নিবে। ডাক্তার আবেদ চেষ্টা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অথচ ডাক্তার ইউসুফ আলী আমাকে মুসলমান করে বিবাহ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন না। কিন্তু আমার মেহেরবান খোদা তো এই তুচ্ছের প্রতি দয়া করার ইচ্ছা করেছিলেন। (কাঁদতে কাঁদতে) আমার প্রিয় অনুগ্রহশীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লক্ষ কোটি দুরুদ ও সালাম, তাঁর পরিবারের প্রতি, তাঁর সাহাবীদের প্রতি, তাঁর পবিত্র শহরের ধূলোমাটির প্রতিও সশ্রদ্ধ সালাম। কেমন সত্য কথাই না তিনি বলেছেন– কিছু লোক এমনও আছে, আল্লাহ তাআলা তাদের ঘাড় ধরে জবরদস্তি জান্নাতে দাখেল করবেন। বোন আসমা! আমার অবস্থাও অনেকটা এই রকম। আল্লাহ তাআলা জোর করে আমাকে ঈমানদারদের দলে শামিল করেছেন।

অবশ্য আমার এ অনুভূতিও রয়েছে যে, এখনও আমি নামকাওয়াস্তের মুসলমান। তবে যিনি আমাকে কল্পনা থেকে আসমা বানিয়ে দিয়েছেন তাঁর দয়ার কাছে আশা করতে দোষ কী– আমার সমস্ত অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে সত্যিকার মুমিন বানিয়ে দিবেন। আমার আল্লাহ আমার দয়ালু খোদা তো মায়ের চেয়েও সত্তর গুণ বেশী মায়া-মমতাশীল। আমার রহমান-রহীম-হাদী প্রতিপালক অতি অবশ্যই আমাকে কামেল মুমিন না হলেও কোনো প্রকারে ঈমানের হাকীকত দান করে তার ঘরে ডেকে নিবেন। আল্লাহর ভান্ডারে অভাব কিসের? ইনশাআল্লাহ! অবশ্যই (কাঁদতে কাঁদতে) তিনি আমাকে কামেল মুমিনা বানিয়ে ডাক দিবেন।

প্রশ্ন : বলছিলেন, আপনি আবেগপ্রবণ নন?

উত্তর : বোন আসমা! আল্লাহ ও আল্লাহর পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই যদি মানুষের ভক্তিপূর্ণ ও আবেঘন সম্পর্ক না হয়, তাহলে

সেটা মানুষের দিল নয়; পাষাণমূর্তি তার চেয়ে বরং পাথরই শ্রেয়। বোন আসমা! মুসলমান ঘরে জন্ম নেয়া ও প্রতিপালিত হওয়া আপনি এই আবেগ অনুভব করতে পারবেন না। বিজেপির জাতীয় নেতার ঘরে জন্ম নেয়া মেয়ের জন্য এভাবে ইসলাম গ্রহণ করা কতটা বিস্ময়কর তা ভাবতেও লোম দাঁড়িয়ে যায়। উপরন্তু বিনা চাওয়ায় বিনা দরখাস্তে বোন আমার! আমি স্বপ্নেও সত্যাসুন্ধানের কল্পনা করতাম না। এই ধারণাই ছিল না যে, সত্য অনুসন্ধান করে তা অবলম্বন করা আমার প্রথম জিম্মাদারী। এমন রেওয়াজ আর পরিবেশই সেখানে ছিল না। আর্মেনিয়ায় আমার সঙ্গে ভারতীয়, পাকিস্তানী এবং আরবের বহুসংখ্যক মুসলমান ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা করতো। কিন্তু তাদের কারও মধ্যে দাওয়াতের অনূভূতি ছিল না। জানামতে শুধু ডাক্তার আবেদই ছিলেন। যার আকাঙ্ক্ষা ছিল ডাক্তার ইউসুফ যেন হিন্দু অথবা হিন্দুদের মত না হয়ে যায়। এমন এক পরিস্থিতিতে আমার আল্লাহ আমাকে জোরপূর্বক কুফর ও শিরকের আগুনে জ্বলন্ত বন্দিকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় ঠেলে দিয়েছেন। এই দয়া ও অনুগ্রহের অনুভূতি আপনি কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারবেন না।

প্রশ্ন : নিঃসন্দেহে আপনার কথা সত্য। এই অনুভূতি লাভ করাটাও আল্লাহ তাআলার বিরাট দান। যা হোক আপনি আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কথা বলছিলেন।

উত্তর : হল কি, ডাক্তার আবেদ যখন ডাক্তার ইউসুফকে বুঝাতে অক্ষম হয়ে পড়ল, আর সে আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলার সাহস পেলো না তখন ডাক্তার আবেদই আমার কাছে এলো। কথাবার্তা বলার জন্য আমার থেকে একদিন সময় চেয়ে নিল। বলল, বলুন তো আপনি কি ডাক্তার ইউসুফ আলীকে বিয়ে করতে চান? তাহলে আপনাকে আমি কিছু জরুরী কথা বলতে চাই। মানুষ সামাজিক জীব। সব সময়ই তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের প্রয়োজন পড়ে। আপনি তো বিজেপির এক জাতীয় নেতার কন্যা। আপনি যদি একজন মুসলমানের সঙ্গে কোর্ট ম্যারেজ করে নেন, তাহলে আপনার পরিবার আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। ডাক্তার ইউসুফ আলী সাহেবের পরিবারও আপনাকে মেনে নিবে না। তবে আপনি যদি মুসলমান হয়ে ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী বিবাহ করতে রাজী হন, তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি, যেন ইউসুফ আলীর পরিবার আপনাকে বধু হিসেবে মেনে নেয়। আশা করি আমি তাদের রাজী করাতে পারবো। এতে এক পরিবার হারালেও আপনি আরেকটি পরিবার পেয়ে যাবেন। যুক্তিগ্রাহ্য প্রস্তাবটি আমার বুঝে আসে। ডাক্তার ইউসুফ আলীকে বলি, আমি মুসলমান হয়ে ইসলামী তারীকায় আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে

চাই। ডাক্তার ইউসুফ আলী আমাকে নিষেধ করতে থাকে। কিন্তু ডাক্তার আবেদের কথাটি আমার অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল। আমি সেটাকে কঠোরভাবে গ্রহণ করি। ডাক্তার ইউসুফকে পরিষ্কার জানিয়ে দেই, আমি কেবল এই শর্তেই আপনাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত যে, আপনি আমাকে মুসলমান বানাবেন, তারপর ইসলামী নিয়মানুযায়ী আপনার পিতামাতা আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবেন। কাজটি তার কাছে খুবই কঠিন মনে হয়। ডাক্তার আবেদ এ ব্যাপারে প্রসংশনীয় ভূমিকা রাখে। সে ডাক্তার ইউসুফ আলীর পরিবারকে বোঝায় আপনারা যদি কল্পনার সাথে ইউসুফের বিবাহের ব্যবস্থা না করেন তাহলে তারা কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলবে। বরং তারা কোর্ট ম্যারেজ করেই ফেলছিল, আমি কয়েক মাস চেষ্টা করে বংশের সম্মান বিশেষত মাওলানা হামেদ আলী সাহেবের নামের ইজ্জত রক্ষার্থে তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। এখন আপনারা কী করবেন করেন। ব্যস, তারা রাজী হয়ে গেল।

চতুর্থ বর্ষের ছুটি চলছিল। একটা অজুহাত দেখিয়ে পরিবারকে জানিয়ে দিলাম যে, এই ছুটিতে আমি দেশে আসছি না। তারপর আমরা কোয়েটা চলে যাই। ডাক্তার ইউসুফের আসিফ নামে এক বন্ধু ছিল। তিনি ঐ বছর মাওলানা আযাদ মেডিকেল দিল্লী থেকে এম.বি.বি. এস কমপ্লিট করেছিলেন। মাওলানা কালিম সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। হযরতের একেবারে দেওয়ানা মুরীদ ছিলেন। তিনি সাক্ষাত করতে আসলেন। ডাক্তার ইউসুফ তাকে সব কথা খুলে বললেন। তিনি আমাকে কালেমা পড়ে নিতে বললেন। বললেন, বিবাহ যখন হওয়ার তখন তো হবেই, আপনি এক্ষুণি কালিমা পড়ে নিন। কখন মৃত্যু এসে যায় বলা যায় না। আমি বললাম, যখন বিবাহ হবে তখনই কালিমা পড়ে নেবো। আমরা জোর দিয়ে বললাম, এম.বি.বি.এস শেষ করতে আরও এক বছর লাগবে। ওটা কমপ্লিট হওয়ার পর আমরা বিয়ে করবো। কিন্তু তিনি জিদ করতে লাগলেন। কলিমাও এক্ষুণি পড়ুন। আর বিয়েও এখনই সেরে নিন। কারণ, বিধানদাতা হলেন আল্লাহ তাআলা। যতক্ষণ না আপনারা বিয়ে করছেন, তার বিধানে দুজনের এভাবে মেলামেশা ও দেখা সাক্ষাত করার অধিকার নেই। আপনাদের ব্যভিচারের গোনাহ হতে থাকবে। ডাক্তার আসিফ মাশাআল্লাহ অত্যন্ত দীনদার। দেখতে মাওলানা মাওলানা মনে হয়। আমার স্বামী তার সঙ্গে বেশ সম্পর্ক রাখতো। তিনি জোর দেয়াতে ইউসুফ ও তার পরিবার রাজী হয়ে গেল। আমি কালিমা পড়ে নিলাম। ডাক্তার আসিফ পরিবারের কয়েকজন সদস্যের উপস্থিতিতে মোহরে ফাতেমীতে আমার বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। আর আমার নাম আসমা আলী রেখে বলল, আমাদের

হযরতের কন্যার নামও অসমা। হযরতের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি হযরতের দাওয়াতের উস্তাদ। তার নামে আপনার নাম রাখলাম। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আপনার দ্বারা অনেক কাজ নেবেন। পরবর্তীতে মাওলানা হামেদ আলী সাহেব জানতে পেরে তিনি পুনরায় বিবাহ পড়ান এবং আদালতে রেজিস্ট্রেশন ও আইনী কাগজপত্র প্রস্তুত করে দেন।

বিবাহের এক সপ্তাহ পর ডাক্তার আসিফের নিমন্ত্রণ ও পীড়াপীড়িতে দিল্লিতে তাদের বাড়ি আসি। ডাক্তার আসিফের বোন এক গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। তার কাছে নিয়মতি আরমুগান আসতো। তিনি সর্বপ্রথম আমাকে হযরতের কিতাব 'আপকি আমানত আপকি সেবা মেঁ' পড়তে দেন। জোর দিয়ে বলেন, কিতাবটি আপনি কমপক্ষে তিনবার পাঠ করবেন। আপনার বুঝে আসবে, আল্লাহ তাআলা আপনার সঙ্গে কী পরিমাণ দয়ার আচরণ করেছেন। ডাক্তার আসিফের বোন সাফিয়্যা বুবু খুবই নির্ভরশীল ও দরদী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। প্রথম সাক্ষাতেই আমি তার ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হই। তার কথামত আপকি আমানত তিন তিনবার পড়ি। ছোট সেই কিতাবটি তিনবার পড়ার পর ইসলাম আমার নিকট সবচেয়ে জরুরী ও পছন্দনীয় হয়ে যায়। মুসলমান আমি ঘটনাক্রমে হয়ে ছিলাম কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ! জেনে বুঝে স্বজ্ঞানে মুসলমান হলাম। আমি ডাক্তার আসিফকে বলি আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে জোরপূর্বক মুসলমান বানিয়ে দিয়েছেন। আমি চাই আমার স্বামী যিনি আমার জীবনসঙ্গী, যার ছায়ায় আমাকে বাকী জীবন পার করতে হবে তিনিও যেন মুসলমান হয়ে যান। অবশ্যই তিনি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু মুসলমান হননি। তিনি তো অনৈসলামী রীতিতে আমার সঙ্গে কোর্ট ম্যারেজ করতে চেয়েছিলেন। মুসলমান কোনো সম্প্রদায়ের নাম নয়। আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশের সামনে মাথা নত করা এবং তা পালন করার নাম ইসলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা আমার স্বামীও যেন মুসলমান হয়ে যান। তিনি ছুটিতে তাকে এক চিল্লার জন্য জামাআতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। প্রথমদিকে ডাক্তার ইউসুফ আলীর জন্য ব্যাপারটি বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু আমিও গো ধরি, ডাক্তার আসিফও জেদ ধরেন। তিনি চাপে পড়ে রাজী হয়ে যান। কিন্তু যাওয়ার সময় তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, জামাআতে যাওয়ার পূর্বে ডাক্তার আসিফ যখন আমাকে মাওলানা কালিম সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন, মনে হচ্ছিল আমাকে গ্রেফতার করে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভাবছিলাম, চল্লিশটি দিন কিভাবে পার করবো। উখলা গিয়ে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত হল। হযরত কয়েক মিনিট কথা বললেন। ব্যস, সে খুশি খুশি

জামাআতে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেল। মুম্বাইয়ের এক জামাআতের সঙ্গে মথুরায় সময় লাগাল। চিল্লা শেষে সে দাড়ি-টুপি শোভিত হয়ে বরং যদি বলি, আমার স্বামী মুসলমান হয়ে ফিরে আসল–তাহলে সেটাও বাস্তব কথা হবে।

প্রশ্ন : তারপর আপনি আর্মেনিয়া ফিরে গিয়েছিলেন?

উত্তর : এম.বি.বি এস কমপ্লিট করার জন্য আমাদের আর্মেনিয়া যেতে হচ্ছিল। যাওয়ার পূর্বে আমরা হযরতের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। হযরত বললেন, ইসলাম গ্রহণ করে আপনার এক নতুন জীবন শুরু হয়েছে। এখন আপনি মুসলমান শুধুই মুসলমান। উপরন্তু শ্রেষ্ঠ উম্মতের সদস্য হওয়ার কারণে একজন দা'য়ীও বটে। মুসলমানকে কোথাও পাঠানো হলে দাওয়াতের জন্যই পাঠানো হয়। এখন আপনি এম.বি.বি. এস কমপ্লিট করার নিয়ত নয় বরং দাওয়াতের নিয়তে যান। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা দুজনই নিয়ত ঠিক করে নিলাম। বিদায়ের সময় হযরতের কাছে দুআর আবেদন করলাম। এবং ডাক্তার আসিফের পরামর্শ অনুযায়ী হযরতের হাতে বাইয়াত হলাম। হযরত আমাদের নিকট থেকে বর্তমান সফরটি দাওয়াতের নিয়তে করার অঙ্গীকার নিলেন। আলহামদুলিল্লাহ সেই নিয়তের বরকত স্বচক্ষে দর্শন করেছি। বোন আসমা! আপনি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না, এই এক বছরে এক আরব মেয়ের কাছে আমি কুরআন পড়া শিখেছি। উর্দু শিখেছি, আরবী ভাষাও মাঝারী মানের আলেমার মত বলতে পারি। অধিকাংশ দুআয়ে মাসূরা মুখস্ত হয়ে গেছে। পাকিস্তান থেকে আনিয়ে প্রায় এক হাজারের মত কিতাব অধ্যয়ন করেছি।

প্রশ্ন : আপনার এম.বি.বি.এস এর কী হল?

উত্তর : দীনকে বরং দাওয়াতকে মাকসাদ বানানোর বরকতে ফাইনাল ইয়ারে আমি গত চার বছরের চেয়ে অধিক নম্বর পেয়েছি।

প্রশ্ন : দাওয়াতের নিয়তের কী হল?

উত্তর : সেই কথাই তো বলতে চাইছি। আসলে দাওয়াত আমাদের জীবনের ধ্যান হয়ে গিয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ! আর্মেনিয়ায় বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের ১২১ (একশত একুশ) জন ছেলে মেয়ে এবং আমাদের কলেজের ছয়জন শিক্ষক মুসলমান হয়েছে।

প্রশ্ন : পাকিস্তান বাংলাদেশের অমুসলিমরা কোত্থেকে আসল?

উত্তর : বাংলাদেশের দুজন ব্রাহ্মণ আর পাকিস্তানের সিন্ধের চারজন হিন্দু আলহামদুলিল্লাহ খুব বড় ও ভালো ডাক্তার হয়ে দাওয়াতের নিয়তে দেশে ফিরে গেছে। এখন হিন্দুস্তানে এসে মনে হচ্ছে, আর্মেনিয়ায় কাজ করা বেশী সহজ। তবে দাওয়াত যদি কারও ধ্যানে পরিণত হয় তাহলে এখানে কাজ করাও

সহজ। তবে তুলনামূলক সেখানে সহজ।

প্রশ্ন : হিন্দুস্তানে এসেছেন কতদিন হল? এখানে এসে দাওয়াতের কাজ করেন নি? সম্ভবত আপনাদের হজ্জও হয়ে গেছে?

উত্তর : চার বছর হল দেশে ফিরেছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা যেখানেই থাকি আমি নিজে মেয়েদেরকে নিয়ে আর আমার স্বামী পুরুষদেরকে নিয়ে জামাআতে নামায পড়ার এহতেমাম করে থাকে। দুই বছর আমরা দিল্লীতে ছিলাম। সফদরজং এবং রাম মনোহর হাসপাতালে কাজ করেছি। বর্তমানে হিমাচলে দুবছর হতে চলল। আলহামদুলিল্লাহ! আমার দাওয়াতে ২৮ (আটাশ) জন ডাক্তার মুসলমান হয়েছে। এদের মধ্যে ছয়জন মেয়ের মুসলমানের সঙ্গে বিবাহও হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন এমনও আছে, যারা ঘোষণা দেয় নি। আমার স্বামী এবং আমার বদৌলতে হিন্দুস্তানে একশরও অধিক লোককে আল্লাহ তাআলা হেদায়াত দিয়েছেন। তাদের একজন অল ইন্ডিয়ার অনেক বড় অফিসার। বর্তমানে রিটিয়ার্ড হয়েছেন। এখনও সংখ্যা অনেক কম। সামনে অনেক কাজ করতে হবে।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারের কী হল ?

উত্তর : আমি আর্মেনিয়া থেকে ফোন করে তাদের বিবাহের সংবাদ জানিয়েছিলাম। আমার পিতা এবং দাদা ফোনেই বলে দিয়েছেন, তুমি আমাদের থেকে মরে গিয়েছো। আমাদের আর ফোন করবে না। এরপর থেকে তারা আমার ফোন রিসিভ করে না। কণ্ঠ শুনেই কেটে দেয়। তারা এলাকার লোকজনের কাছে বলেছে, কল্পনা আর্মেনিয়া গিয়ে মারা গেছে।

প্রশ্ন : আপনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উপায় করেন নি?

উত্তর : আমি অনেক চিঠি লিখেছি। তারা উত্তর দেয়নি। আমার পরিবার রাজনৈতিকভাবে এক কট্টর দলের সঙ্গে জড়িত। তবে ব্যক্তিগত জীবনে অধিকাংশ লোকই ভালো মানুষ। জানি না আমার পরিবারের কী হবে। যখনই হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করি খুব জ্বালাতন করি। গতবার গরমের সময় যখন এসেছিলাম, হযরতের হাত ধরে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, হযরত! আমার পরিবারের কী হবে? হযরত! আমার দাদা-দাদী, আমার পিতা-মাতা, আমার ভাই-বাবা যদি কুফরী অবস্থায় মারা যায়, তাহলে কীভাবে তারা দোযখের আগুন সহ্য করবে? হযরতও খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে বুঝতে দেননি। আমার কিছুটা হুশ হলে হযরত আমাকে বুঝিয়েছেন, শরীয়তের প্রতিটি নির্দেশই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনি আমার না মাহরাম। বোরকা পরিধান করলেই শরীয়তের বিধি-নিষেধ উঠে যায় না। আবেগের সময় আপনি যদি শরীয়তের বিধানাবলী রক্ষা

করার অভ্যাস গড়তে না পারেন তাহলে শয়তান আপনাকে বরবাদ করে ছাড়বে।

প্রশ্ন : বোরকা আপনি কবে থেকে পরতে শুরু করেছেন? হাসপাতালে কোনো সমস্যা হয় না।

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ! এ তিন বছর হল বোরকা পরা শুরু করেছি। কিছু কিছু লোক উদ্ভট মনে করে তবে অধিকাংশই প্রভাবিত হয়।

প্রশ্ন : আরমুগানের পাঠকদের জন্য কোনো পয়গাম?

উত্তর : প্রথম আবেদন হল, আমার পরিবারের হেদায়াতের জন্য দুআ করবেন। দ্বিতীয় আবেদন হল, ইসলাম কোনো সম্প্রাদয় অথবা জাতির নাম নয় যে, গোজরের ঘরে জন্ম নিলে গোজর হবে। কৃষকের ঘরে হলে কৃষক হবে আর মুসলমানের ঘরে হলে মুসলমান। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও বিধানাবলীকে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করে তার সামনে নিজেকে অর্পণ করা এবং তা পালন করার নাম ইসলাম। দাওয়াতকে জীবনের উদ্দেশ্য বানানোর পূর্বে এই অনুভূতি নসীব হতে পারে না।

প্রশ্ন : অনেক অনেক শোকরিয়া ডাক্তার আসমা আলী! আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

উত্তর : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! শোকরিয়া তো আপনার এবং হযরতের প্রাপ্য যে, আরমুগানের দাওয়াতী জলসায় আমার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য নসীব হয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
আসমা আমাতুল্লাহ
মাসিক আরমুগান, নভেম্বর - ২০০৯

(১৪) নবীজীর কাজ ছাড়া প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না
একজন নিরক্ষর একনিষ্ঠ দা'য়ী ফাতেমার সাক্ষাৎকার

চতুর দিকে মানুষ ঈমান ছাড়াই আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে। এ ব্যাপারে কারো কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। আমি যখন জানতে পারি কোনো হিন্দু মারা গিয়েছে, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমার ঘুম আসে না। এমন লাগে আমি মরে গিয়েছি আর আগুনে জ্বলছি। এই পরিমান কষ্ট আমি অনুভব করি। আসল দাওয়াত তো হলো মানুষকে প্রিয় নবীর দস্তরখানে মানুষকে আহ্বান করা। আল্লাহ তাআলা এই অধমকে জোরপূর্বক এই কামে লাগিয়েছেন।

আসমা যাতুল ফাউযাইন : আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

ফাতেমা : ওয়াআলাইকুমুস সালাম।

প্রশ্ন : আপনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন?

উত্তর : আমার বাপের বাড়ী কান্ধালার পাশে জাটদের একগ্রামে। গ্রামটির নাম ইলাম। সে গ্রামেই আমার জন্ম। আমার পিতার নাম আব্দুর রশীদ। তিনি খদ্দর বিক্রি করতেন।

প্রশ্ন : আপনার বিয়ে হয়েছে কোথায়?

উত্তর : আমার প্রথম বিয়ে হয়েছিল বুড়হানার পাশে সুলতানপুর গ্রামে। আমার স্বামী হঠাৎ করেই রোগাক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তার টি.বি হয়েছিল। তারপর মুহাম্মদপুর গ্রামে আমার বিয়ে হয়। স্বামীর নাম আইনুদ্দীন। তিনি খুবই সহজ সরল মানুষ। পানিপথে খদ্দরের ব্যবসসা। দুটি ব্যাপারে তিনি খুব খেয়াল রাখেন। একশত টাকা লাভ হলে তার মধ্যে আড়াই টাকা পৃথক করে রাখেন। নিষ্ঠার সাথে ব্যাবসা করেন। ধোঁকা-প্রতারণা তার স্বভাবে নেই।

প্রশ্ন : মুহাম্মাপুরে মুসলমানের সংখ্যা কত?

উত্তর : মুহাম্মদপুর আসলে হিন্দুদের গ্রাম। মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। সেও নামে মাত্র। ছোট্ট একটা মসজিদ আছে।

প্রশ্ন : দ্বীনের কাজের প্রতি আপনি আগ্রহী হলেন কিভাবে?

উত্তর : আমি তো অশিক্ষিত মূর্খ মানুষ। দ্বীন থেকে দূরে অকেজো এক নামে মাত্র একজন মুসলমান ছিলাম। আমাদের গ্রামে জাট পরিবারের একটা মহিলা মারা যায়। স্বামী তার আরেকটি মহিলাকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে

আসে। প্রথম পক্ষের দুটি যুবতী মেয়ে ছিল। তারা আমার কাছে আসা-যাওয়া করতো। আমি চুড়ি বিক্রি করতাম। ওরা আমাকে আম্মী বলে ডাকতো। গ্রামের অধিকাংশ ছেলে পেলেই আমাকে আম্মী বলতো। সবাই আমাকে বিশ্বাস করতো। আমার প্রতি ছিল তাদের অগাধ আস্থা। কারো কিছুর প্রয়োজন হলে, জিনিসপত্রের দরকার হলে আমি বাজার থেকে এনে দিতাম। কেউ অসুস্থ হলে বুড়হানা নিয়ে ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করতাম।

জাট সম্প্রদায় এবং অন্যান্য লোকজনও নিজেদের কিশোরী ও তরুণী মেয়েদেরকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতো। ওই মেয়ে দুটিকে তার পিতা আর সৎমা অনেক জ্বালাতন করতো। একবার মেয়ে দুটি আমাকে বলল, আম্মী! ইসলাম ধর্ম আমাদের খুব ভালো লাগে। আমাদের তুমি কোনোভাবে মুসলমান বানিয়ে দাও। আমি চিন্তা করলাম, এতে অসহায় মেয়ে দুটি তাদের দুঃখ-কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকেও রক্ষা পাবে। আমি তাদের নিয়ে নেযামুদ্দীন মারকাযে গেলাম। সেখানকার আপাজী তাদের কালিমা পড়ালেন। একজনের নাম রাখলেন আওয়ারী অপরজনের সারওয়ারী। হিন্দি কিতাব পড়ে পড়ে তারা নামায শিখতে লাগল। নিয়মিত নামায পড়তে লাগল। তাদের দেখে আমারও লজ্জা লাগল যে, দুদিনের মুসলমান নামাযের এমন পাবন্দী করছে, আর আমি পুরনো মুসলমান হয়ে নামাজ থেকে কত দূর? আমিও নামায পড়া শুরু করে দিলাম। চিন্তা করলাম, মাটির সৃষ্টি এই মেয়ে দুটির লজ্জায় তুমি নামায পড়লে আর আল্লাহর বিধানকে লজ্জা করলে না! একথা মনে করে নামাযে খুব কাঁদলাম। দুআ করলাম, আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও। এখন থেকে আমি তোমার আদেশ মনে করে তোমাকে ভালোবেসে নামায পড়বো।

এরপর আমি মেয়ে দুটির জন্য সম্বন্ধ খুঁজতে লাগলাম। পানিপথের দুজন ভালো মুসলমান প্রস্তুত হয়ে গেল। দুজনকে বিবাহ দিয়ে দিলাম। আল্লাহর শোকর! সুখে-শান্তিতেই তাদের দিন কাটছে। তারপর আমি মুহাম্মদপুর চলে আসি। আমাদের ওখানকার জাট পরিবারের অনেক এক বদমাশ ছেলে বুরহানার কসাইদের সঙ্গে আপনাদের এখানে ফুলাতে এসে মুসলমান হয়েছিল। হযরতজী তার নাম রেখেছিল আসলাম। সে এখন নামাজী হয়ে গিয়েছে। পূর্বের সমস্ত বদমাশী ছেড়ে দিয়েছে। চিন্তা করলাম এমন বড় মাপের দুশমন যদি মুসলমান হয়ে এতটা ঠিক হয়ে যেতে পারে, তাহলে এই যে সহজ-সরল

লোকজন যারা আমাকে ভালোবাসে এরা দ্বীন গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলে কতইনা ভালো হবে।

আমার কাছে আগত মহিলা ও তরুণীদের বোঝাতে শুরু করে দিলাম। আমি তো আর কিছু জানি না। আল্লাহ যা বলাতে চান দু'চার কথা বলি। প্রথম মেয়ে দু'টির ছয়মাস পর আরেকটি মেয়ে তৈরী হয়ে যায়। আমি তাকে দিল্লী নিয়ে গিয়ে মুসলমান বানিয়ে দিই। আল্লাহ তাআলা তার জন্যও পাত্রের ব্যবস্থা করে দেন।

প্রশ্ন : এরকম যুবতী মেয়েদের নিয়ে যেতে আপনার ভয় লাগেনি?

উত্তর : প্রথমবার ভয় লেগেছিল। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম, গাঁয়ের লোকেরা আমাকে বিশ্বাস করে। কেউ দেখে ফেললে বলে দেবো, চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাচ্ছি। আর এটা সত্য কথাই ছিল। কারণ আমি তো তাদের কুফুরের চিকিৎসা করাতেই নিয়ে যাচ্ছি। পরবর্তীতে এই ভয় ভেঙ্গে যায়। আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা জমে যায়। ভাবতাম যদি কেউ কিছু বলে তাহলে স্পষ্ট বলে দেবো নরক থেকে বাঁচানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! কেউ কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেনি এবং কোনরকম সন্দেহও করেনি।

প্রশ্ন : এরপর আর কারও ওপর কাজ করেছেন কি?

উত্তর : এক জমিদারে পুত্র আমার বাড়ির দোকানে ঔষধ স্টক করতো। সে ছিল ডাক্তার। আমাকে সে নামায পড়তে দেখতো। একদিন আমাকে বলতে লাগল, আরে আম্মা! আপনি নামায পড়েন কেন? সামনে মোমবাতি রাখা ছিল। বললাম, ভাইয়া! তোমার আঙ্গুলগুলো একটু মোমবাতির ওপর রাখো তো। সে বলল, কেন তাহলে তো আঙ্গুল জ্বলে যাবে। বললাম, বেটা! সামান্য মোমবাতির আগুনেই যখন তোমার আঙ্গুলগুলো জ্বালাতে পারছো না তাহলে দোযখের আগুন কিভাবে সহ্য করবে? তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোনো হিন্দুকে মরতে দেখেছো? বলল, হ্যাঁ, দেখেছি। বললাম, তাকে জ্বলতে দেখেছো! বলল, দেখেছি। বললাম, না তুমি দেখোনি। দেখলে আর হিন্দু থাকতে না। দুদিন পর একটি হিন্দু মহিলা মারা গেল। তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। চিতায় উঠিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। সমস্ত কাপড় জ্বলে গেল। লাশ উলঙ্গ হয়ে পড়ল। অতঃপর লাঠি দিয়ে তার মাথা ফুঁড়ে দেয়া হল। অত্যন্ত নির্মমভাবে তাকে ভস্ম করা হল।

ঘটনাক্রমে পরদিন এক মুসলমান ধোপা মারা গেল। ছেলেটি তাকে দেখতে

গেল। মুর্দাকে খুব ভালোভাবে গোসল করানো হল। যত্ন করে কাফন পরানো হল। খুশবু লাগানো হল এবং অত্যন্ত নম্রভাবে কবরে নামানো হল। লোকেরা যখন মাটি দিতে লাগল, সে বলল, আমিও কি মাটি দিতে পারি? লোকেরা বলল, তুমি যদি গোসল করে পবিত্র হয়ে থাকো তাহলে দিতে পারো। অন্যথায় হাত লাগিয়ো না। দাফন শেষ হওয়ার পর সে ফিরে আসল। এখন সে আর আগের মানুষটি নেই। একেবারেই শান্ত নীরব। আমি একদিন বুড়হানা গেলাম। তার জন্য একটি হাদীসের কিতাব নিয়ে এলাম। কিতাব পড়ে সে চুপি চুপি নামায পড়তে লাগল। সে তার স্ত্রীকে নামায পড়ার কথা বলল। স্ত্রী গিয়ে ঘরের লোকজনকে বলে দিল। লোকজন তার ওপর অত্যাচার শুরু করল। মুসীবতের বড় বড় পাহাড় তার মাথায় ভেঙ্গে পড়ল। তার অবস্থা দৃষ্টে আমরা সবাই কাঁদতাম। তাকে নিয়মিত পিটানো হতো, অসহ্য হয়ে সে বলতো, তোমরা আমার গলা কেটে ফেলো। আমি অন্তত খোদার কাছে গিয়ে বলতে পারব, তোমার জন্য আমি গলা কাটিয়ে দিয়েছি। তাকে কামরায় আবদ্ধ করে মরিচের ধূনি দেয়া হল।

একদিন সে জান বাঁচাতে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল– আমার এটা জানা ছিল না। তার পরিবারের লোকজন আমার পেছন পেছন বাড়িতে চলে আসে। আমার ঘরে তল্লাশী চালাতে থাকে। আমি নিশ্চিত ছিলাম, সে আমার ঘরে নেই। আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে লাগলাম, উপরে গিয়ে মাচায়ও খুঁজে দেখো। তারা মাঁচায় চড়ে খুঁজতে লাগল। সেখানে কাঠের বড় বড় তিনটি বাক্সে সর্ষে বোঝাই করা ছিল। আমি বললাম, বাক্সের পেছনেও খোঁজ করে দেখো, সেখানেও লুকিয়ে থাকতে পারে। তারা বাক্স সরিয়ে দেখল এবং না পেয়ে চলে গেল। আমি কপাট বন্ধ করে উপরে গেলাম, আর সে বাক্সের পেছনে থেকে বেরিয়ে এল। বলতে লাগল, আম্মী! আমার আল্লাহ যদি এখানে তাদের অন্ধ না করে দিতেন তাহলে ওরা আজ আমাকে মেরে ফেলতো। তারা যখন আমাকে খোঁজ করছিল? আমি তো বাক্সের পেছনেই ছিলাম। উপর দিয়ে আমার মাথা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের কেউ তা দেখতে পায়নি। এই ঘটনায় আমার সাচ্চা ঈমান নসীব হল। আমার ছেলে ইন্তেজারও পরদিন চিল্লায় চলে গেল। আমার মেয়েরাও নামায পড়তে লাগল। আমার দুটি ভাইও ইলাম থেকে এই ঘটনা শুনে জামাআতে চলে গেল।

প্রশ্ন : তারপর কী হল?

উত্তর : হুসাইনপুরের মাওলানা মুআয এবং হাফেজ নওয়াব সাহেব তাকে নিয়ে ফুলাত আসল। হযরতজী তাকে কালিমা পড়ালেন। নাম রাখলেন

সুহাইব। তারপর তাকে জামাআতে পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর তার পরিবার আমাকে জ্বালাতন শুরু করল। প্রতিদিনই এসে বলতো, হয় তার সন্ধান দাও, অন্যথায় তোমাদের সবাইকে পুড়িয়ে মারবো। একদিন যখন তারা একেবারে মারামারির প্রস্তুতি নিল তখন আমি ঘরে তালা দিয়ে সন্তানদের নিয়ে বুড়হানা চলে এলাম। ভেবেছিলাম, ঘরদোর ভেঙ্গে অন্যেরা দখল করে নিবে। কিন্তু সেখানকার জাট সম্প্রদায় একটি জিনিসও কাউকে বের করতে দেয়নি। বুহানায় প্রতিদিনই পুলিশ আসতো। এখানেও যখন জ্বালাতন শুরু হল, আমি সঠেরী চলে এলাম। তারপর ফুলাত এসে হযরতজীর মুরীদ হয়ে গেলাম।

প্রশ্ন : আপনি ঘরবাড়ি সবকিছু ছেড়ে এসেছেন দুঃখ লাগেনি?

উত্তর : সত্য বলছি, প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগতো। পরে চিন্তা করলাম, দ্বীনের জন্য এবং আল্লাহর মহাব্বতেই তো ছেড়েছি। এতে মন ভালো হয়ে গেল।

আমার স্বামী এতে খুবই দুঃখিত হয়। সে বলেও যে, তুমি আমাদের বরবাদ করে দিয়েছো। আমি তাকে সাফ বলে দিয়েছি, নিজের দ্বীনের জন্য, আল্লাহর ভালোবাসার জন্য এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে চলার কারণে যদি তুমিও চাও আমাকে ছেড়ে দিতে পারো– আসলে এ জাতীয় কথা মুখে আনাও পাপ- কিন্তু একদিন সে বলেছিল, তুমি আমাকে মেরে ফেলেছো, আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিবো– এরই প্রেক্ষিতে আমি ওকথা মুখে এনেছিলাম।

প্রশ্ন : এমতাবস্থায় আপনার সন্তানদের কী মনোভাব?

উত্তর : ছেলে-মেয়েদের কোনো দুঃখ নেই। ছেলে ইন্তেজারের বয়স চৌদ্দ বৎসর। সে বলে, আম্মী! আমরা তো কেবল বাড়ি ছেড়েছি, আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নাখেয়েও ছিলেন। এখনতো আমাদের নাখেয়ে থাকা বাকী আছে। আমার দুই মেয়ে শায়েস্তা আর গুলিস্তাও খুব খুশি। ওরা বলে, মা! আসবাবপত্র কোনো কাজের জিনিস? মরে গেলে তো এমনিই তা হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমাদের সৌভাগ্য যে, নবীর অনুসরণে ঘরবাড়ি ছাড়তে পেরেছি।

প্রশ্ন : এ অবস্থায় আপনার পিত্রালয়ের লোক জন কি বলে?

উত্তর : বাপের বাড়ির লোকজন আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তারা যেন কেমন প্রজাতির লোক। তাদের বাড়িতে গেলে ঘরে ঢুকতে দেয় না। বলে, তুমি তো আমাদেরও মারার অবস্থা করবে। আব্বু বলেন, কেউ তোমাকেও

মেরে ফেলবে। তোমার ছেলে পেলেগুলোকেও তুলে নিয়ে খুন করবে। আমি বলেছি, কেউ আমাকে হত্যা করলে করুক। মরতে তো এমনিতেই হবে– ব্যাস, শাহাদাতের মৃত্যু নসীব হবে। আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মৃত্যু কামনাই করতেন। আমি বাড়ির সবাইকে বলে দিয়েছি, আমি বর্তমানে ফুলাত আছি। আমার সন্তানেরা আছে কান্ধালায়। কেউ আর তাদের মারবে কি তোমরাই সবাই মিলে ওদের মেরে ফেলো। এতে আমি খুশী আছি। আর যাই হোক, আল্লাহ তাআলার কাছে তো বলতে পারবো, তোমার দীনের জন্য আমি আমার সন্তানদেরও কুরবান করেছি।

প্রশ্ন : বর্তমানে সাঠেরী অবস্থানকালীন কাউকে দাওয়াত দিয়েছেন?

উত্তর : প্রতি বৃহস্পতিবার সেখানকার মহিলাদের আপনাদের এখানকার ইজতিমায় নিয়ে আসি। কয়েকজন মহিলা তো সবার নিকট দীন পৌঁছে দেয়ার পাক্কা নিয়ত করে নিয়েছে। এক কামারের ছেলে মুসলমান হতে প্রস্তুত। সামনের জুমআয় সে হযরতজীর নিকট মুসলমান হতে আসবে। আমি যেখানেই যাই সবাইকে দ্বীনের কথা বলি। হরিয়ানায় যখন আত্মীয়-স্বজনের ওখানে যাই, যেখানে মুসলমান নেই বললেও চলে। এমনকি ওখানকার মুসলমানের নামও হিন্দুয়ানী সেখানেও মহিলাদের খুব বুঝাতে থাকি। হিন্দু মহিলারাও জড়ো হয়। জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা উঠলেই আমার চোখে পানি এসে যায়। কেঁদে কেঁদে তাদের বোঝাই, বোনেরা! শীঘ্রই পাক্কা মুসলমান হয়ে যাও। দ্বীন কবুল করে নাও। ঈমান নিয়ে যদি মারা যাও তাহলে দোযখের আগুন থেকে বেঁচে যাবে। আমার চোখের পানি দেখে মহিলাদের মন মোম হয়ে যায়। চলে আসার সময়ও হিন্দু মেয়েরা টেনে ধরে, আরও শোনাও আরও শোনাও।

আমি কত লোককে যে হযরতজীর 'আপকি আমানত আপকি সেবা মেঁ' হাদিয়া দিয়েছি। দশজন এই কিতাব পড়ে শিবজীর মাথাই ফুঁড়ে দিয়েছে। সুহাইবের তিন বন্ধু এসেছিলেন হযরতজীর নিকট কালিমা পড়তে। হযরতজীকে পায় নি, আবার আসবে। হায় আমি যদি কিছু পড়তে পারতাম, কুরআন শরীফ পড়তে পারতাম। (কাঁদতে কাঁদতে) তাহলে আরও কত লোককে বুঝাতে পারতাম! আমার এই একটাই দুঃখ।

প্রশ্ন : এখন পড়ায় লেগে যান, এখনও পড়তে পারবেন।

উত্তর : একদিন স্বপ্নে দেখি, মুখ নেকাবে ঢাকা এক বুযুর্গ ব্যক্তি। আমার কাছে কিছুটা মনে হল, ইনি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাকে একটি কুরআন শরীফ দিয়ে বলছেন, পড়ে নাও। (কাঁদতে কাঁদতে) হায়! যদি আমি লেখাপড়া জানতাম!

শিক্ষিত লোকেরাই জানে কেন তারা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো পথে চলে না। চারদিকে কত মানুষ ঈমান ছাড়া আগুনে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের কোনো মাথাব্যাথা নেই। আমি যখন কোনো হিন্দুর মৃত্যু সংবাদ শুনি তখন বহুরাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। যেন আমিই মৃত্যুবরণ করে আগুনে জ্বলছি। এতটাই কষ্ট হয় তখন।

প্রশ্ন : দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করার পূর্বে ও বর্তমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য অনুভব করেন?

উত্তর : মাঝে মাঝে কাউকে পেয়ে গেলে তাকে দাওয়াত করি। এখনতো আমার ঘরদোর নেই– কোথায় দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) করব? আমি কিছুটা সামলে উঠি, আল্লাহর ইচ্ছায় একটা ঠিকানার ব্যবস্থা হোক তখন দ্বীনের পথে আনার জন্য দাওয়াতের ব্যবস্থা করব। দাওয়াতের বাহানায় লোকেরা ঈমান গ্রহণ করবে। শশী নামে আমার এক বান্ধবী আছে। আমি তাকে হযরতজীর কিতাব 'আপকি আমানত আপকি সেবা মেঁ' দিয়েছিলাম। সে তার ঘরের সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে। আমাকে বলে, আমি তো আর্যসমাজী হয়ে গিয়েছি। আমি কোনো রকম ভনিতা না করে সহজ কথায় তাকে বোঝাই, পয়নালা থেকে সরে কুয়োয় এসে পড়েছো। আর্যসমাজী হয়ে কী লাভ? যিনি সৃষ্টি করেছেন তার সমাজে চলে এসো। মুসলমান হয়ে যাও! আমার ইচ্ছা তাকে দাওয়াত করব।

প্রশ্ন: আপনি যে মানুষকে ঈমান কবুল করে নেয়ার কথা বলেন– আরবীতে তাকে দাওয়াত বলে। এটাই হল আসল দাওয়াত। তো এই কাজে লাগার আগের আর পরের অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝতে পারেন?

উত্তর : (কাঁদতে শুরু করেন) এজন্যই বলি, হায়! আমি যদি শিক্ষিত হতাম! আপনি সত্যই বলেছেন, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তরখানের প্রতি লোকদের আহবান করাই হচ্ছে আসল দাওয়াত।

সত্যকথা হল, এই কাজে লাগার পূর্বে, আরে আমি কি লেগেছি? মূলত এই নাপাক বান্দার প্রতি আল্লাহ করুণা করেছেন– তিনি আমাকে জোরপূর্বক কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। আমি যতদিন নিজেকে একাজে লাগাইনি, বর্তমানে আমি তখনকার আমিকে মুসলমানই মনে করি না। ঈমানের স্বাদ তো আমি

মুহাম্মাদপুরের ঘরবাড়ি ছাড়ার পর বুঝতে পেরেছি। আমি একথা মানতেই পারি না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ না করেও মানুষ মুসলমান হতে পারে। যতদিন দ্বীনের কাজে, ঈমানের পথে আনার কাজে কিছুটা কুরবানী না দেয়া হবে, ঈমানের পরিচয়ই মানুষ বুঝতে পারবে না। অথচ নাম রেখেই সবাই নিজেকে মুসলমান ভাবতে থাকে। গত পরশু কান্ধালার হযরতজী (হযরত মাওলানা ইফতিখারুল হাসান কান্ধালবী) বলছিলেন, শুধু আল্লাহ আল্লাহ বললেই দিল সাফ হয় না। আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায় কিছু করলে কিছু কুরবানী পেশ করলে তবেই কিছু পাওয়া যায়।

প্রশ্ন : আপনাকে অনেক অনেক শোকরিয়া! আপনি আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করুন, তিনি আপনাকে এত বড় কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। আর আমাদের জন্যও দুআ করবেন।

উত্তর : দুআতো আপনি করবেন। আমার তো দোআর যোগ্যতা নেই। আল্লাহ হাফেজ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

আসমা যাতুল ফাউযাইন

মাসিক আরমুগান, আগস্ট– ২০০৬

(১৫) ইসলাম একটি ইন্তর্যাতিক ধর্ম এবং সম্পুর্ণ জীবন ব্যাবস্থা

মুহতারামা কমলা সুরাইয়া (কমলা দাস)-এর সাক্ষাৎকার

একে অপরকে ভালোবাসুন। ভালোবাসা আর আন্তরিকতায় শান্তি আছে উন্নতি আছে, নিরাপত্তা আছে। আমি বলি, যেখানে ভালোবাসা নেই সেটা দোযখ। আর যেখানে পরস্পরে হৃদ্যতা আছে, সেটা জান্নাত। জান্নাতে সুকূন আছে শান্তি আছে।

ফরিদা রাহমাতুল্লাহ : সুরাইয়া সাহেবা! আপনি হিন্দু ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন সেখানেই লালিত পালিত হয়েছেন। কোন জিনিস আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করতে প্রভাবিত করেছে?

ডক্টর কমলা সুরাইয়া : ফরিদা! আমি হিন্দুধর্মের কোনো রসম-রেওয়াজে কখনই প্রভাবিত হইনি। আর তার পাবন্দিও করি নি। ত্রিশ বছরের অধিককাল ধরে আমি ইসলামকে শেখার, দেখার ও পড়ার সুযোগ পেয়েছি। ইসলামের প্রতি সবসময়ই আমি আগ্রহী ছিলাম। ইসলামী সভ্যতা আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন 'প্রভাবিত করেছে' সেটা কিভাবে?

উত্তর : আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে আমার জীবনে দুটি ছেলে এসেছিল। দুজনেই ছিল মুসলমান। আমি দুটি ছেলেকেই আমার সঙ্গে রেখেছি। তারা আমার আপন ছেলের মতোই ছিল। আমি তাদের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে বড় করেছি। দুজনেরই কিছুটা দৃষ্টিদূর্বলতা ছিল। এই ছেলে দুটি- যাদের আমি ছেলে মেনেছি- আমার জীবনে পরিবর্তন আনার কারিগর। নিঃসন্দেহে আমি ইসলামের শিক্ষায় সীমাহীন প্রভাবিত।

প্রশ্ন : আপনি আপনার পালকপুত্রের আলোচনা করেছেন। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? বর্তমানে তারা কোথায় আছে, কী করছে?

উত্তর : এক ছেলের নাম ইনায়েত। সে পড়ালেখা করে ব্যারিস্টার হয়েছে। বর্তমানে কোলকাতা থাকে। অপরজন এরশাদ। সে ইংরেজীর প্রফেসর। দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে প্রফেসরী করে।

প্রশ্ন : হিন্দুধর্মে নারীদের (Symbol of Godess) 'ঈশ্বরের প্রতীক' বলা হয়েছে। ইসলাম বিরোধীরা বলে, হিন্দুধর্মে নারীদের অতিশয় মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাহলে কেন এমন সম্মানজনক মর্যাদা পরিত্যাগের প্রয়োজন অনুভব করলেন?

উত্তর : আমার পূজনীয় হওয়ার ইচ্ছা ছিল না। আমার কেবল একজন ভালো মানুষ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমি চাই না মূর্তি হয়ে বসে থাকি আর লোকেরা

আমার পূজা করুক। আমি শুধু এক আল্লাহর দাসী হয়ে জীবন পার করতে চাই।

প্রশ্ন : মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চলছে যে, ইসলামে নারীদের কোনো মর্যাদা নেই। এখানে নারীরা স্বাধীন নয়। ইসলাম পুরুষশাসিত ধর্ম। এ ব্যাপারে আপনার কী মন্তব্য?

উত্তর : আমি এতসব বুঝি না। তবে এটা বুঝি যে, ইসলামে আমি স্বাধীনতা ভোগ করছি। আমি আমার মেযাজ-মর্জির একমাত্র মালিক। আপনি যদি সাঁতারের পোশাকে জনসম্মুখে গোসল করা, ঘোরাফেরা করা, সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে নারীদের উলঙ্গ করা, শরীর প্রদর্শন করা, নারীর দেহের মাপঝোঁক যাচাই করাকে স্বাধীনতা বলতে চান তাহলে এমন স্বাধীনতার উপর আমি অভিশাপ দিই। ইসলামে নারীরা অনেক মর্যাদাশীল ও নিরাপদ।

প্রশ্ন : আপনি সবসময় পর্দার সাথে থাকেন। এতে আপনার কী সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়?

উত্তর : পর্দাকে আমি নারীদের জন্য নিরাপত্তাবলয় মনে করি। বোরকা পরিহিতাকে সাধারণত উত্যক্ত করা হয় না। আমি ত্রিশ বছর আগ থেকেই বোরকা ব্যবহার করি। যে নারী পর্দায় থাকে সমাজ তাকে সম্মান দেয়। ইজ্জত করে। তবে বোরকার ভুল ব্যবহারও না হওয়া দরকার।

প্রশ্ন : পর্দা নারীর সম্মান বৃদ্ধি করে?

উত্তর : নিঃসন্দেহে। আমি যখনই সফরে বের হই। পুরোপুরি পর্দা অবলম্বন করি। এতে নিজেকে নিরাপদ মনে হয়। মূলত পর্দায় নারীর গাম্ভীর্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন : বহুবিবাহ পরিবার ও সমাজের জন্য করুণা, না অভিশাপ?

সাধারণত এর ভুল চিত্রই উপাস্থপন করা হয়। মিডিয়াও এর বিপক্ষে সোচ্চার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর দ্বারা গলদ ফায়দা উঠানো হয়। এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?

উত্তর : এটা শরীয়ত অনুমোদিত বিধায় অবশ্যই তা সঠিক। কার সাধ্য শরীয়তের বিরোধিতা করে? আমার বক্তব্য হল, একজন পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রীর দেখভাল করতে সক্ষম হয় তাদের নিরাপত্তা দিতে সামর্থ্য হয়। তাদের মধ্যে ইনসাফ রক্ষা করতে পারে, সমাজে তাকে সম্মান দিতে পারে তাহলে এতে সমস্যা কোথায়?

বিবাহ মানে তো কেবল একজন অপরজনকে ভোগ করা নয়। কোনো

অসহায় নারীর যদি ঠিকানা হয়ে যায় তাহলে এটাকে খারাপ বলব কেন? সুতরাং বহু বিবাহকে যৌনলালসা ও ভোগবাদিতা বলার কোনই কারণ নেই। অন্যান্য ধর্মে বিধবাকে অপয়া মনে করা হয়। তাকে নিষ্প্রয়োজনীয় বলে ছুঁড়ে ফেলা হয়। বিধবা নারীকে বিবাহ করে মর্যাদা দেয়া হলে এটাকে কিভাবে যৌনলালসা চরিতার্থ বলা যায়।

প্রশ্ন : প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর : আমাদের প্রধানমন্ত্রী খুবই ভালো মানুষ। বাইরের কিছু লোক আর মিডিয়াই অধিকাংশ সময় প্রোপাগান্ডা করে, দুই দেশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি উস্কে দেয়। কেউ বলে পাকিস্তানীরা আমাদের শত্রু। কোনো না কোনো বাহানায় তারা জনগণের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়। এটা অন্যায়, দুদিক থেকে হৃদ্যতা ও সৌহার্দমূলক আলোচনা হওয়ার দরকার। যাতে দু' দেশেই শান্তি ও স্থিতি বজায় থাকে, বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয় এবং দেশ উন্নতি লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন : হিন্দু-মুসলমান কি পরস্পরের বিরোধী?

উত্তর : একটুও নয়। এদের দুই শ্রেণীর মতো ভালো বন্ধু আর হতেই পারে না। বিদ্বেষের এই আগুন ইংরেজরা লাগিয়ে দিয়েছে। এটা ভুল চিন্তা-ভাবনা। ইংরেজরাই এই অপপ্রচার চালিয়েছে।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলে আপনার পিতা-মাতা, সন্তানাদি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

উত্তর : পিতা জীবিত ছিলেন না। মা-ও জীবনের শেষ প্রান্তে চলে গেছেন যেখানে কোনো ব্যাপারে তার অনুভূতি নেই।

আমার সন্তানেরা বেশ বুদ্ধিমান। তবে আত্মীয়-স্বজনেরা খুব ধাক্কা খেয়েছেন। আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল না, কারণ ছিল আমার পর্দা মেনে চলা। ব্যাপারটি তাদের কাছে কিছুটা ভিন্ন রকম লাগতো। পর্দার ব্যাপারটি তাদের কাছে দৃষ্টিকটু মনে হতো। এছাড়া আমার পরিবার থেকে কোনো বিরোধিতা হয়নি।

প্রশ্ন : আপনি সবসময়ই পর্দায় থাকেন?

উত্তর : আমি মনে করি, যখন ইসলাম গ্রহণ করেছি তো এর সবটাই মেনে চলবো। অনুগত বান্দা হয়েই জীবন-যাপন করবো। 'আধা মানব, আধা দানব' নীতি আমার পছন্দ নয়। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ এক। দুনিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাপনা তারই নিয়ন্ত্রণে। তিনিই একক, লা শরীক প্রভু।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনার কী অনুভূতি?

উত্তর : নিজেকে একেবারে হালকা ও নির্ভার মনে হয়। আমি পূর্বে যেন দৃষ্টিহীন ছিলাম। আলোকবঞ্চিত ছিলাম। সম্ভবত আমার দিব্যচক্ষু বন্ধ ছিল। মনে হয় এখন আমি আলো পেয়ে গেছি। আমার চিন্তার জানালা যা এতদিন বন্ধ ছিল উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এখন আমি তৃপ্ত-সন্তুষ্ট। আমার সন্তুষ্টি এখন ইতিবাচক। আমি প্রত্যয়ী এক মুসলিম নারী।

প্রশ্ন : ইসলামে তালাক খোলা-র যে সহজ পন্থা রয়েছে এ ব্যাপারে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

উত্তর : এগুলো সবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। যখন স্বামী-স্ত্রীতে নিয়মিত ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে। বনিবনা হয় না। একে অপরকে ঘৃণা করতে থাকে। দুজনের এক ছাদের নীচে থাকা সম্ভব হয় না এমতাবস্থায় খোলা বা তালাকের মাধ্যমে জটিলতা সহজে নিরসন করা যায়। আমি বলতে চাই, মেয়েরাও অধিকাংশ পুরুষদের ওপর তাদের সামর্থ্যের অধিক অপ্রয়োজনীয় দাবী-দাওয়ার চাপ প্রয়োগ করে অশান্তির দরজা খুলে দেয়। বহুলোক তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আমাকে এ অভিযোগ করেছে। স্বামীর আয় দেখে স্ত্রীর বায়না ধরা উচিত নয়। দুজনে মিলেমিশে পেয়ার মহব্বতের সঙ্গে জীবন-যাপনের চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন : আপনি পশ্চিমা অনেক দেশ সফর করেছেন। সেসব দেশে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের তুলনা করে দেখেছেন– তো তাদের কেমন হয়েছে?

উত্তর : জার্মানীতে পরিস্থিতি বেশ মজবুত। এমনিতেও সারা পৃথিবীতে ইসলামী শিক্ষা ও প্রচার প্রসারের বেশ প্রভাব রয়েছে। লোকজন ইসলাম সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী ও প্রতীক্ষমাণ।

আমি যখন ধর্ম পরিবর্তন করিনি আমার তখন অনেকগুলো খোদা ছিল। (আল্লাহ মাফ করুন) সন্তান অসুস্থ হলে ডাক্তার দেখানোর পাশাপাশি দুআও করতে হতো। আমার জানা ছিল না, এজন্য আমি কোনো খোদার কাছে ধর্ণা দেবো। কেননা প্রত্যেক ব্যাপারেই সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ভগবান ছিল। ফলে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। ইসলামে সমস্ত পৃথিবীর মালিক আল্লাহ তাআলা। যিনি এক ও একক। সবার সব আকাঙ্ক্ষা আবদার তিনি একাই শোনেন। তার কোনো শরীক নেই। ব্যস, যা চাওয়ার তারই নিকট চাও।

প্রশ্ন : আপনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ও লেখিকা। বলা যেতে পারে নোবেল প্রাইজ আপনি পেতে পেতেও পাননি। এর কারণ কী ছিল? ১৯৮৪ সালে আপনার সঙ্গে টারগেট বোরসি, জোরিসালিসিং, নন্দএনগার্ডসিজও ছিল।

উত্তর : আমার দুর্ভাগ্য! দ্বিতীয়ত সে সময় আরেকজন ভালো কবিও আপনি

যাদের নাম উচ্চারণ করেছেন– ছিলেন। তার তখন ক্যান্সার হয়েছিল। এ কারণে, নোবেল প্রাইজ তখন তাকে দেয়া হয়েছিল। প্রাইজ পাওয়ার কয়েকদিন পরেই সে মারা যায়। এজন্যই সাধারণত একাধিকবার নোমিনেট হতে হয়।

প্রশ্ন : ইসলামই একমাত্র ধর্ম, আপনার মধ্যে কিভাবে একথার প্রত্যয় জন্মালো?

উত্তর : আমি বছরের পর বছর ধর্মসমূহ অধ্যয়ন করতে থাকি। আমার মনে হয়েছে অন্যান্য ধর্মের কয়েকটি বুনিয়াদী বিষয় একেবারে অন্তঃসারশূন্য। ইসলামের ভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ় ও মজবুত। এতে নিরাপত্তা, সততা ও স্বস্তির ভরপুর উপাদান রয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি ঠিকই বলেছেন, ইসলাম এক সার্বজনীন ধর্ম, পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দুর্বলদের মুহাফিজ আর মজলুমের সমব্যাথী। শেষে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই– হিন্দু-মুসলিম বোনদের উদ্দেশ্যে আপনার আহবান...।

উত্তর : একে অপরকে ভালোবাসুন। ভালোবাসা আর আন্তরিকতায় শান্তি আছে উন্নতি আছে, নিরাপত্তা আছে। আমি বলি, যেখানে ভালোবাসা নেই সেটা দোযখ। আর যেখানে পরস্পরে হৃদ্যতা আছে, সেটা জান্নাত। জান্নাতে সুকূন আছে শান্তি আছে।

প্রশ্ন : শেষ কথা– লোকেরা বলে আপনার ইসলাম গ্রহণের পিছনে একজন 'পুরুষ' মানুষের অবদান আছে। কথা সত্য হলে এবং কিছু মনে না করলে তাঁর পরিচয় জানতে চাই?

উত্তর : সত্যকথাই শুনেছেন। নিঃসন্দেহে এতে 'মানুষ' এর হাত রয়েছে। আর তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল। তাঁর কারণেই আমি ঈমান গ্রহণ করেছি। এই এক ব্যক্তির 'শিক্ষা' আমার জীবনের গতি পাল্টে দিয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, ত্রিশ বছর ধরে ইসলামের দ্বারা এবং ইসলামী সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু প্রকাশ এতোটা বিলম্বে হল কেন? কোনো ভয় বা অন্য কোনো কারণ?

উত্তর : আমি এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ভয় করি না। আমি আল্লাহর বান্দী। সম্ভবত উপযুক্ত সময়টির প্রতীক্ষায় ছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি নামায-রোযার পাবন্দী করেন?

উত্তর : হ্যাঁ, নামায রোযার খুব পাবন্দী করি। রাত তিনটায় বিছানা ত্যাগ করি। তাহাজ্জুদসহ পাঁচওয়াক্ত নামাযই পাবন্দীর সাথে আদায় করি। সকাল বেলা ইমাম

সাহেব আমাদের বাড়িতে পড়াতে আসেন। তার কাছ থেকে আমি ইসলামী শিক্ষা অর্জন করি। (সকালে তার সঙ্গে আমাদের সুরাইয়া সাহেবের ঘরে সাক্ষাত হয়।) কুরআনে পাক পড়া শিখেছি। এখন বিশেষ সুরে তিলাওয়াত শিখছি।

প্রশ্ন : কেরালা, মুসলমান এবং রাজনীতি- এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য?

উত্তর : কেরালার উন্নয়নের ৮৫% ভাগেই মুসলমানদের হাত ও সহযোগিতা রয়েছে। এর উন্নতিকল্পে মুসলমানরা পানির মতো পয়সা ব্যয় করেছে। এখানে সর্বদা মুসলিম লীগই বিজয়ী হয়ে আসছে। কিন্তু এরা কখনও মুসলমানদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না এবং কিছু করেও না। আমি চাই, কেরালার অধিবাসীরা মুসলমানদের নিয়ে ভাববে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করুক। আমি জোর দাবী জানাব– এখন সময় এসেছে ইনসাফের দাবী নিয়ে আওয়াজ তোলার। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী মুসলমানই হওয়া চাই। এটা তাদের অধিকার। এখানকার অর্থনীতি মুসলমানদের কারণেই টিকে আছে। মুসলমানদের অগ্রসর হয়ে নিজেদের অধিকার দাবী করে তা অর্জন করে নিতে হবে।

প্রশ্ন : ভবিষ্যতের কোনো আকাঙ্ক্ষা?

উত্তর : কেরালার রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন আনতে হবে। আমার ইচ্ছা বয়স্কা মহিলাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করবো। সেখানে ইবাদতের বন্দোবস্ত থাকবে। একটি মসজিদ আর মাদরাসাও নির্মাণ করবো। এই সব বয়স্কাদের খিদমত করবো। তাদের এমন ভালোবাসবো যা তাদের প্রিয়জনেরাও কখনও বাসেনি। বাইরে বের হলে দেখি, কতো নিরাশ্রয় নারী রাস্তার ধারে ফুটপাথে দরদী ও বান্ধবহীন পড়ে আছে– তাদের জন্য কাজ করবো। তাদের নিজের ঘরে স্থান দেবো। আমার ধারণা, মুসলিম নারীরা সামাজিক কাজগুলো ভালোভাবেই আঞ্জাম দিতে পারে। জীবনের যেটুকু অংশ অবশিষ্ট আছে দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্যয় করবো এই আমার আকাঙ্ক্ষা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে
ফরিদা রাহমাতুল্লাহ
মাসিক আরমুগান, এপ্রিল– ২০০৩